সাপ্তাহিক
জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

Vol 25 No.33Thursday 31October 2024 Weekly Janmobhumi New York Free in USA
২৫তম বর্ষ, ৩৩তম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৩১ অক্টোবর ২০২৪ / ০৬ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)

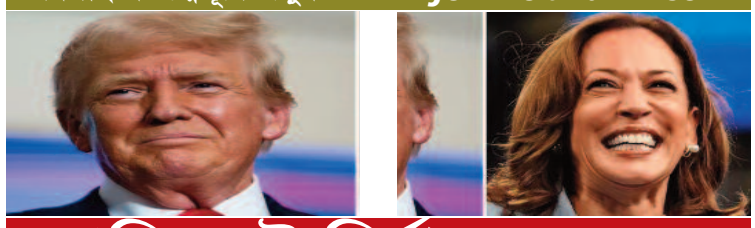

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২৪

দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোর বড় ভূমিকা থাকবে

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর মাত্র এক সপ্তাহ। হাড্ডাহাড়ি লড়াইয়ে থাকা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী -**বাকী ১৪ পাতায়**

প্রচারণার শেষ বক্তব্যে যা বললেন কমলা-ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ঃ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিকে ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও -**বাকী ১৫ পাতায়**

৫ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

কমলা-ট্রাম্প লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি!

জন্মভূমি প্রতিবেদকঃ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর মাত্র এক সপ্তাহ। হাড্ডাহাড়ি লড়াইয়ে থাকা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুজনই প্রচারণায় মহাব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। ৫ নভেম্বরের নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন জনসভায় দুজনই একে অপরকে ঘায়েল করছেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার কমলা হ্যারিস ওয়াশিংটনে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প 'ব্যাটল গ্রাউন্ড' খ্যাত গুরুত্বপূর্ণ পেনসিলভেনিয়ার প্রচারণায় অংশ নেন।

এদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রায় সাড়ে চার কোটি ভোটার আগাম ভোট দিয়েছেন।

নির্বাচনের ঠিক এক সপ্তাহ আগে সোমবার মিশিগানের এক নির্বাচনি সভায় ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস 'ভয় আর বিভাজনের দেওয়াল' গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ২০২২ সালে এখানে সবচেয়ে বেশি তরুণদের ভোট পড়েছিল। সেটি বিবেচনায় রেখেই ডেমক্র্যাটরা তরুণদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে ট্রাম্প বিভিন্ন সময় যেসব বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন, সেগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। তিনি স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে ২০ হাজার মানুষের সমাবেশে বক্তব্য দেন বলে জানা গেছে। **(বাকী ১৪ পাতায়)**

ইরানের হামলা নিয়ে মুখ খুলল ইসরাইলি প্রতিরক্ষাবাহিনী

লন্ডন ডেস্কঃ ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরও আক্রমণ নিয়ে ইরানকে সতর্ক করেছেন মঙ্গলবার দেশটির প্রতিরক্ষাবাহিনীর (আইডিএফ) চিফ অফ স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল হার্জি হালেভি । গত শনিবার ইরানের মাটিতে বিমান হামলা চালায় ইসরাইল। যা ১ অক্টোবর তেহরানের শুরু করা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিক্রিয়া। (বাকী ১৭ পাতায়)

শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তারেক রহমান
স্বৈরাচারের ভূত এখনো তৎপর

আবুল কালাম,ঢাকা থেকে ঃ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (বাকী ১৫ পাতায়)

আর্জেন্টিনায় ধসে পড়ল ১০ তলা হোটেল

লন্ডন ডেস্কঃ আর্জেন্টিনায় একটি ১০ তলা ভবন ধসে পড়েছে। এতে অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ধসে পড়া হোটেলটির ধ্বংসস্তূপের নিচে অন্তত ৯ জন আটকা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দেশটির ভিলা গেসেলে অবস্থিত হোটেলটি স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে ধসে পড়ে। যা রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্স থেকে ৩৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। (বাকী ১৭ পাতায়)

এ সপ্তাহের শীর্ষ সংবাদ

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে সাক্ষাৎকার
শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট দলের বাংলাদেশে জায়গা নেই

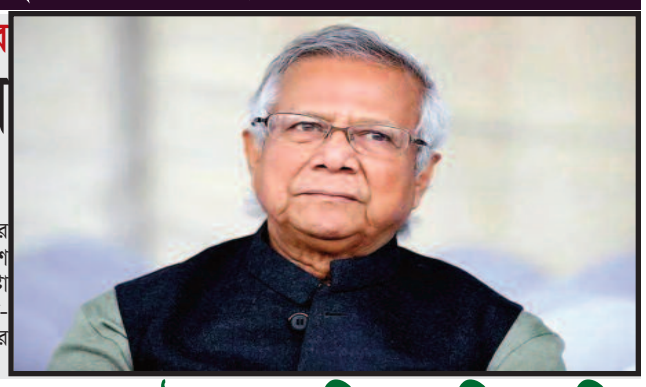

ঢাকা ডেস্কঃ ক্ষমতাচ্যুত কর্তৃত্ববাদী শাসক শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ 'ফ্যাসিবাদের সব বৈশিষ্ট্য' প্রকাশ করছে বলে অভিযোগ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, 'দেশের রাজনীতিতে এ দলের এখন ''কোনো জায়গা'' নেই।' যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল (বাকী ১৫পাতায়)

স্পেনে ভয়াবহ বন্যায় ৫১ জনের মৃত্যু

ইউরোপ থেকে নুরুল ইসলাম বকুলঃ স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চলে মুষলধারে বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় কমপক্ষে ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। (বাকী ১৫পাতায়)

বিদেশে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর : উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে প্রথমে লং ডিসট্যান্স স্পেশালাইজড এয়ার এম্বুলেন্সে করে লন্ডন নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর সেখানে (বাকী ১৬ পাতায়)

আগাম ভোটের প্রস্তুতিতে বিএনপি

ঢাকা ডেস্কঃবর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে যৌক্তিক সময়ে নির্বাচন দেওয়ার তাগিদের পাশাপাশি নির্বাচনি মাঠ গোছাচ্ছে বিএনপি। আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি জোটগঠন না হলেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী আন্দোলনে রাজপথে বিএনপির সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকা রাখা দলগুলোকে আসন ছাড় দেবে দলটি। বলা হচ্ছে, বিএনপি বিজয়ী হলে 'সমমনা দলগুলোকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন' এবং 'দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট' গঠন করা হবে। নির্বাচনের অংশ হিসেবে সারা দেশে সম্ভাব্য প্রার্থীদের আরও সক্রিয় করতে নভেম্বর মাসে-বাকী ১৭ পাতায়

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের
স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উর্পাজন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি
সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

For details information please contact:
ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

MARKS HOME CARE

JAMAICA OFFICE # 1
148-37 Hillside Ave,
Jamaica, NY 11435
Phone: 718-674-6333
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

JAMAICA OFFICE # 2
87-53 167 St. 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-647-5555
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

OZONE PARK OFFICE
1226 Liberty Ave,
Brooklyn, NY 11208
Phone: 718-505-8500
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন

প্রধান উপদেষ্টা-রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎ
আরব আমিরাতের শীর্ষ তিন কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী

ঢাকা ডেস্ক, বাংলাদেশে লজিস্টিকস, বন্দর, বিমান চলাচল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। একই সাথে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে যেকোনো ধরনের সমর্থন করার ব্যাপারেও প্রস্তুত দেশটি।
গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ইউএই রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলি আবদুল্লাহ আল হুমুদি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় রাষ্ট্রদূত তার দেশের পক্ষ থেকে এই আগ্রহ ব্যক্ত করেন।
সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সম্প্রতি ইউএই আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত ৫৭ জন বাংলাদেশীকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইউএই প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে ধন্যবাদ জানান। অধ্যাপক ইউনুস বলেন, 'এটি একটি অসাধারণ উদ্যোগ। পুরো জাতি এতে খুবই খুশি হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, প্রায় ১০ লাখ বাংলাদেশী অভিবাসীকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে ইউএই সরকার। এ জন্য তিনি দেশটির সরকারকে ধন্যবাদ জানান।
রাষ্ট্রদূত আল হুমুদি বলেন, বাংলাদেশ এখন একটি 'গুরুত্বপূর্ণ সময়' পার করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যবসাবান্ধব নীতি এবং সংস্কার এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ইউএই বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। রাষ্ট্রদূত জানান, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বন্দর পরিচালনাকারী সংস্থা ডিপি ওয়ার্ল্ড এবং আবুধাবি পোর্টস চট্টগ্রাম বন্দরে বিনিয়োগে অত্যন্ত আগ্রহী, যা বাংলাদেশের বৈশ্বিক রফতানি প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। তিনি আরো বলেন, ইউএই'র আরেকটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান মাসদারও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিশেষত ভাসমান সৌর প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী যেমনটি তারা ইন্দোনেশিয়ায় নির্মাণ করেছে।
বাংলাদেশ সরকার এরই মধ্যে ব্যবসাবান্ধব নীতি প্রণয়ন করেছে উল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আরো বেশি ইউএই বিনিয়োগ এবং আমিরাতের আরো বেশিসংখ্যক ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে আগমনের প্রত্যাশায় রয়েছি।
ক্ষমতাচ্যুত কর্তৃত্ববাদী শাসক শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ 'ফ্যাসিবাদের সব বৈশিষ্ট্য' প্রকাশ করছে বলে অভিযোগ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, 'দেশের রাজনীতিতে এ দলের এখন কোনো জায়গা নেই।'
যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা এসব মন্তব্য করেন। আজ বুধবার পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণে এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়েছে।পত্রিকাটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো ও বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে অবস্থান স্পষ্ট করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে চলে যান দলটির প্রধান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
ড. মুহাম্মদ ইউনূস জানান, তাঁর অন্তর্বর্তী সরকার এখনই ভারত থেকে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইবে না। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উত্তেজনা এড়াতেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'স্বল্পমেয়াদে হলেও নিশ্চিতভাবেই তাঁর (শেখ হাসিনা) কোনো জায়গা নেই, আওয়ামী লীগের কোনো জায়গা নেই বাংলাদেশে।'
শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. ইউনূস আরও বলেন, 'তারা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তারা রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তারা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে শুধু নিজেদের স্বার্থ বাড়িয়ে নিতে। একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কোনো ফ্যাসিস্ট দলের অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়।'

ম্যাথিউ মিলার
বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা চায় যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে যে কোনো প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় বৈষম্যের বিরোধিতা করে। বাংলাদেশের জনগণ তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ মৌলিক স্বাধীনতা যেন উপভোগ করতে পারে সেটিই চায় ওয়াশিংটন।
স্থানীয় সময় গতকাল ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
সারদা পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৫২ সাব-ইন্সপেক্টরকে চূড়ান্ত নিয়োগ থেকে বরখাস্ত করার বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমি সেই প্রতিবেদনটি দেখিনি। তবে বাংলাদেশ বা বিশ্বের যে কোনো প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় বৈষম্য হলে আমরা তার বিরোধিতা করব।
ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্তাসবিরোধী আইনের প্রয়োগের বিষয়ে সাংবাদিকের করা এক প্রশ্নের জবাবে মিলার আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের জনগণের তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতাসহ তাদের মৌলিক স্বাধীনতাগুলো উপভোগ করতে পারা উচিত। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল যেই থাকুক না কেন, এটাই হওয়া উচিত। আমরা আমাদের দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পাশাপাশি এ মঞ্চ থেকে এটি বহুবার স্পষ্ট করেছি।

মার্কিন নির্বাচনে চীন, রাশিয়া ও ইরানের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা

ঢাকা ডেস্ক,মার্কিন নির্বাচনে ভোটারদের প্রভাবিত করতে ওঠেপড়ে লেগেছে চীন, রাশিয়া ও ইরান। এর আগে ইরান ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ করা হয়। তবে এবার নতুন করে এই দুইটি দেশের সঙ্গে চীনের সম্পৃক্ততা প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে দাবি করছে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো।
মঙ্গলবার নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।
সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি গোয়েন্দা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ভয়েস অব আমেরিকা জানিয়েছে, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাইবার জগতে চীন, রাশিয়া ও ইরানের কার্যক্রম বহুগুণে বেড়েছে। এসব প্রতিবেদনের একটি এসেছে সফটওয়্যার জায়ান্ট মাইক্রোসফটের কাছ থেকে আরেকটি এসেছে সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম রেকর্ডেড ফিউচারের পক্ষ থেকে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা নেই : বিশ্বাস মির্জা ফখরুলের

ঢাকা, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিশ্বাস রেখে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি, অন্তর্বর্তী সরকারের ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা নেই।
আজ বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ১৭ বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)।
ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ যাদের আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, সেই সকল শহীদদের শ্রদ্ধা জানান মির্জা ফখরুল। সাথে সেই সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে শ্রদ্ধা জানান তিনি, যারা ১৬ বছর ধরে একটা ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে গেছে, প্রাণ দিয়েছে।
আওয়ামী লীগ একটি সন্ত্রাসী দল বলে মন্তব্য করেন তিনি।
ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়াই করে সাধারণত জয়ী হওয়া যায় না- এমন মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, তবে এবার এদেশের ছাত্র জনতা সেটি প্রমাণ করেছে, একটি ফ্যাসিজমকে সরিয়ে দিয়ে।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, যৌক্তিক সময়ের মধ্যে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। সেই নির্বাচনে যেন জনগণ ভোট দিতে পারে। নতুন পার্লামেন্ট গঠন করতে পারে। এটা আমাদের প্রত্যাশা। এটাই জনগণ চায়। আমরা জানি, এটা খুব অল্প সময়, এখনো তিন মাস যায়নি। ১৫-১৬ বছরের জঞ্জল, এই সময়ের মধ্যে দেশে গণতন্ত্রকে তিলে তিলে হত্যা করা হয়েছে। অর্থনীতিকে মুচড়ে দেয়া হয়েছে। ১৭ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে এই আওয়ামী লীগ সরকার। অর্থনীতিকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যে চরিত্র তৈরি করেছে, এর বাহিরে গিয়ে কেউ কাজ করে না। খুঁজে পাওয়া যায় না ঘুষ খায় না, স্বজনপ্রীতি করে না এমন লোক। শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী ও প্রশাসনসহ সব জায়গায় দুর্নীতি। নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্যোগ প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য একটি সার্চ কমিটি ঘোষণা করেছেন। যদিও প্রত্যাশা ছিল, সার্চ কমিশন গঠন করার আগে রাজনৈতিক দলেরগুলোর সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন ছিল। এমন একটা প্রত্যাশা ছিল। যাই হোক, এটি নিয়ে বড় ধরনের কোনো সমস্যা মনে করছি না।

'অন্তর্বর্তী সরকারের গড়িমসি জনগণ ভালোভাবে নিচ্ছে না'

নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের গড়িমসি জনগণ ভালোভাবে নিচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান।
তিনি বলেছেন, নির্বাচন প্রসঙ্গে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের গড়িমসিভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান কাজ দ্রুত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা। তিনি আরো বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে দায়ের করা সব মিথ্যা মামলা দ্রুত প্রত্যাহার করতে হবে। চুনোপুঁটি না ধরে দুর্নীতির রাঘববোয়ালদের ধরতে হবে। বুধবার দুপুরে মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শহিদ আহাদ চত্বরে এক পথসভা নাজমুল হাসান এসব কথা বলেন।
দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিন লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করা হয়। পথসভা শেষে নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে মোহাম্মদপুর বাজার এলাকার সব অলিগলিতে বিএনপির ৩১ দফা সম্বলিত লিফলেট ও ধানের শীষের লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করা হয়। এসময় উপস্থিত আরও ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজসেবা সম্পাদক মামুন হাশমি দীপু, কেন্দ্রীয় সদস্য আমান উল্লাহ আমান, মাগুরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি আশরাফুজ্জামান শামীম, সাধারণ সম্পাদক গোলাম জাহিদ, সহ-সভাপতি আরিফউজ্জ সালেহীন দুর্লভ, তুহিন বিশ্বাস।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার ঐতিহ্য ঢেঁকি পালকি, গরুর গাড়ি

আফতাব চৌধুরী ঃ ছিল গ্রামবাংলার নববধূদের কোঁথাও যাতায়াতের পালকি, গরুর গাড়ি। নৌকা ব্যবহারের প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রধান বাহন ছিল নৌকা ও গরুর গাড়ি। কিন্তু এসব শিল্প-সংস্কৃতি আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্তির পথে। ঢেঁকিশিল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। এমন একটা সময় ছিল গ্রামবাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরে ঢেঁকিশিল্পের প্রচলন ছিল। যে গৃহস্থের ঘরে ঢেঁকি থাকত না তাকে পরিপূর্ণ গৃহস্থ বলা যেত না। গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, গোলা ভরা ধান আর রান্না ঘরের ঢেঁকিই ছিল একটি গৃহস্থ ঘরের পরিপূর্ণতা। ভোরে ফজরের আজানের পাশাপাশি স্তব্ধতা ভেঙে ঢেঁকির শব্দ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ঢেঁকির শব্দে প্রত্যেকের ঘুম ভাঙে এবং স্ব-স্ব কাজের ব্যস্ততায় প্রত্যেকে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। আধুনিক সভ্যতার গ্যাঁড়াকলে এখন চারদিকে গড়ে উঠেছে রাইস মিল। অথচ কয়েক যুগ আগেও গ্রামবাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরে ঢেঁকির ব্যবহার ছিল লক্ষণীয়। ধান থেকে শুরু করে গম, হলুদ, মরিচ, ধনে, ডাল প্রভৃতি ওই ঢেঁকিতেই গুঁড়ো করা হতো। বিয়েশাদির উৎসবে ঢেঁকিছাঁটা চালের ক্ষীরের পায়েস রান্না এখন আর চোখে পড়ে না। অথচ একদিন ঢেঁকি ছাড়া গ্রাম কিংবা গ্রাম ছাড়া ঢেঁকি কল্পনা করাও ছিল কঠিন ব্যাপার। যেখানেই বসতি সেখানেই ঢেঁকি। কিন্তু আজ তা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে মুছে যেতে বসেছে চিরদিনের জন্য। এই ঢেঁকি সংস্কৃতি নিয়ে কবিরা রচনা করেছেন কবিতা, গল্পকার রচনা করেছেন গল্প আর বাউল শিল্পী গেয়ে গেছেন সুমধুর গান। আগেকার দিনে জীবিকা অর্জনের প্রধান বাহনও ছিল এই ঢেঁকি। অনেকে এ পেশার সঙ্গে জড়িয়ে পরিবারের অভাব-অনটন মোছাতে চেষ্টা করত। যান্ত্রিকতার করাল গ্রাসে আজ এসব পেশার মানুষ পেশাচ্যুত। দেশের প্রতিটি অঞ্চলের গ্রামেও চাল, ডাল, ধান, গম প্রভৃতি ভাঙার জন্য ঢেঁকিই ছিল একমাত্র প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের এ যুগে আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার অনেক ঐতিহ্য। সন্ধ্যাবেলায় পুথি পড়া, পাড়ায় পাড়ায় পালাকীর্তন, মঞ্চনাটক এসব যেন এখন অলীক গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন একটা সময় যন্ত্র। এক সময় বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকার ফলে প্রায় প্রতিটি ঘরেই ঢেঁকির আওয়াজ শোনা যেত। বর্তমানে প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে গেছে বিদ্যুতের আলো। বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে রাইস মিল। সভ্যতার প্রয়োজনে ঢেঁকির আবির্ভাব ঘটেছিল। আবার সভ্যতার গতিময়তার ফলে প্রযুক্তির উৎকর্ষে ঢেঁকিশিল্প বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আগেকার দিনে হেমন্তের 'ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকির ঢক্কর ঢক্কর শব্দ শোনা যেত। মহিলারা সংসারের শত অভাব-অনটনের ভিতরেও নিজেদের ক্লান্তি ঢাকার জন্য ঢেঁকি তালে তালে গান গেয়ে ধান ছাঁটাইয়ের কাজ করতেন। কয়েক দশক আগে গ্রামে গেলে প্রতিটি বাড়িতে ঢেঁকি চোখে পড়ত। গৃহস্থের বাড়িতে ঢেঁকি থাকত একাধিক। ঘরের পাশে বাড়তি একটি ছাউনি দিয়ে ঢেঁকিঘর তৈরি করা হতো। গ্রামের মহিলাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত কে কার আগে ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঢেঁকিতে প্রথমে পা দিতে পারে। ঢেঁকির শব্দে ঘুম ভেঙে যেত কৃষকের। কৃষক লাঙল কাঁধে নিয়ে ছুটতেন মাঠের পানে। গৃহিণীরা ঘরের হাঁস-মুরগি ছেড়ে দিতেন। হাঁস-মুরগিগুলো খাবারের সন্ধানে ঢেঁকিশালার দিকে ছুটে যেত। ধান ভানার সময় অনেক মহিলার হাতের চুড়ির ঝন ঝন শব্দ হতো।

শব্দ হতো পায়ের নূপুরেরও। সব মিলে সৃষ্টি হতো এক সংগীত মুখর পরিবেশ। ঢেঁকি ছিল কাঠের তৈরি। সাধারণ কাঠ হিসেবে ব্যবহার হতো কুল, বাবলা ও জাম গাছ। তবে কাঠ হতে হয় ভারী ও শক্ত ধরনের। নরম ও হালকা ধরনের কাঠ ছিল ঢেঁকি তৈরির জন্য অনুপযুক্ত। ঢেঁকির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাত এবং চওড়া পৌনে এক হাত। মাথার দিকে একটু পুরু এবং অগ্রভাগ সরু। ঢেঁকির মাথায় এক হাত লম্বা একটি দন্ড থাকে। একে বলে চুরুন বা ছিয়া। এর মাথায় লাগানো থাকে লোহার গোলা। গোলার মুখ মাটির যে স্থান স্পর্শ করে তাকে বলে গড়। এটা চার পাঁচ ইঞ্চি গর্ত এবং গর্তের ভিতর স্থাপিত হয়ে কাঠের একটি অংশ। অনেকে কাঠের পরিবর্তে পাথরের খন্ড ব্যবহার করতেন। তবে যা-ই ব্যবহার হোক না কেন সেটি হয় খুব মসৃণ। এই গর্তের ভিতর দেওয়া হয় ধান, গম, ডাল, মরিচ প্রভৃতির যে কোনো একটি। ঢেঁকির পেছনে ঢেঁকিতে ধান, গম, ডাল প্রভৃতির যে কোনো একটি ভানতে সাধারণত দুজনের প্রয়োজন হয়। একজন ঢেঁকির গড়ের বা গর্তের ভিতর ধান নাড়াচাড়া করে এবং অন্যজন পাড় দেয়। অনেক সময় ধান বেশি হলেও তিনজনের প্রয়োজন হয়। দুজন একসঙ্গে পাড় দেয় এবং একজন ধান নাড়াচাড়া করে। যেখানে পা দিতে হয় তার এক হাত সামনে ঢেঁকিতে ছিদ্র করে ছিয়ার মতো করে একটি দন্ড দিতে হয়। একে বলে অসিল। এবার ঢেঁকির পেছনে পা দিয়ে আঘাত করে কাঠের দন্ডটি গর্তের ভিতর পড়তে ধানের খোসা উঠে যায়। এভাবে ধানকে কয়েকবার পাড় দিয়ে খোসাকে পরিষ্কার করে চাল বের করতে হয়। নতুন প্রজন্মের অধিকাংশের কাছে ঢেঁকি হয়তো অপরিচিত। ঢেঁকির নাম শুনেছেন অনেকেই কিন্তু চোখে দেখেননি এমন লোকও আছেন।

লেখক : সাংবাদিক কলামিস্ট

ঝাড়খন্ড শিগগিরই 'মিনি-বাংলাদেশ' হয়ে উঠবে: হিমন্ত বিশ্বশর্মা

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ঝাড়খন্ড সরকারের নিন্দায় সরব হলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি দাবি করেছেন যে, রাজ্যটি শিগগিরই 'মিনি-বাংলাদেশ' হয়ে উঠবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশ এবং জনসংখ্যার পরিবর্তনের কারণে রাজ্যের সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বিজেপি ক্ষমতায় ফিরে এলে এই রাজ্যে এনআরসি প্রয়োগ করবে। হিমন্ত শর্মা এএনআই-কে বলেছেন, 'অনুপ্রবেশকারীরা ঝাড়খন্ডের সংস্কৃতি এবং আদিবাসী অস্মিতা'-তে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে, ঝাড়খন্ড জনসংখ্যাগত পরিবর্তন দেখতে পাবে এবং এটি একটি মিনি-বাংলাদেশে পরিণত হবে। সাঁওতাল পরগনা মিনি বাংলাদেশ হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে।'

বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি তিনটি ঘোষণা করেছি- আমরা যখন সরকার গঠন করব, তখন এনআরসি কার্যকর করা হবে এবং অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, যদি কোনো অভিবাসী কোনো আদিবাসী মেয়েকে প্রলুব্ধ করে বিয়ে করে, তাহলে তাদের সন্তানেরা সুবিধার অধিকারী হবে না। তৃতীয়, যদি কোনো অভিবাসী কোনো উপজাতীয় মেয়েকে বিয়ে করে, তাহলে আমরা নিশ্চিত করব যে মেয়েটি উপজাতি প্রধানের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না।'

আসামের মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, সাঁওতাল পরগনায় উপজাতীয় জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে পরিবর্তে মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বাড়ছে। হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, ভগবান হনুমান লঙ্কায় যেমন আগুন দিয়েছিলেন, আমিও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আগুন জ্বালাবো। আমাদের অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আগুন জ্বালিয়ে ঝাড়খন্ডকে সোনার ভূমিতে পরিণত করতে হবে। কারণ সাঁওতাল পরগনায়, উপজাতীয় জনসংখ্যা কমছে এবং মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ছে।'

মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন - 'প্রত্যেক মুসলমান অনুপ্রবেশকারী নয় কিন্তু প্রতি ৫ বছর পর মুসলমানদের জনসংখ্যা কিভাবে বাড়ছে? একটি পরিবার কি ১০-১২ টি সন্তানের জন্ম দিচ্ছে? যদি পরিবারগুলি এতগুলি সন্তানের জন্ম না দেয়, তবে অবশ্যই বাইরে থেকে মানুষ আসছে। এটি সহজ গণিত। আমরা নির্বাচনে জয়ী হব তবে এটি আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার নয়। আমাদের অগ্রাধিকার হলো সাঁওতাল পরগানা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা এবং নারীদের জন্য ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা।'

এ সরকারের দুর্নীতি পেলে প্রকাশ করুন

ঢাকা,স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, 'সরকারের ভিতরে কোনো ভুল বা দুর্নীতি হলে তা প্রকাশ করুন। এতে আমরা সচেতন হব এবং সংশোধন করতে পারব।' গতকাল রাজধানীর লালবাগের পুরান কারাগারে 'পুরান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের ভিতরে যদি কোনো ভুল বা দুর্নীতি হয়, আপনারা প্রকাশ করে দেন। আমাদের ভুলগুলো অবশ্যই আমাদের ধরিয়ে দেবেন। কিন্তু যেখানে ভুল না হয়, সেটা করবেন না। যেহেতু আমরা মানুষ, আমাদের ভুল হতেই পারে। যদি আমাদের ভিতরে কোনো দুর্নীতি হয়, আপনারা বলে দেবেন যে এটা করছেন। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।' সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ ও যানজটের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'যারা সড়ক অবরোধ করছে, তারাই আবার যানজট সম্পর্কে বলছে। যারা যানজট সৃষ্টি করছে, তারাই আবার বলছে ঢাকা শহরে যানজট। এখন আমি কোথায় যাব, আপনারা বলেন। এখন আমাকে একটা সমাধান দেন।'

'আয়রন ডোমের' আদলে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ তুরস্কের

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ ইসরাইলের আকাশপ্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বহুল আলোচিত বিষয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এ নিয়ে জোরেশোরে আলোচনা হচ্ছে। এবার ইসরাইলের 'আয়রন ডোমের' আদলে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে তুরস্ক। এমন ঘোষণা দিয়েছে দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান।

মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

আঙ্কারায় তুর্কি এয়ারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের সদর দফতরে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে এরদোয়ান বলেন, যদি তাদের (ইসরাইল) একটি 'আয়রন ডোম' থাকে, তবে আমাদেরও 'স্টিল ডোম' থাকবে। আমরা চেয়ে থাকব না, বরং নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা তৈরি করব।

ইসরাইলের 'আয়রন ডোম' ব্যবস্থাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তুরস্কও এই ধরনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে। তবে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করেননি তিনি।

এরদোয়ান আরও বলেন, আমরা আমাদের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতাও বাড়াব। প্রতিরক্ষা শিল্পে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।

প্রথম দিকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনকামী গোষ্ঠী হামাসের ছোড়া রকেটগুলো আটকানোর জন্য আয়রন ডোম তৈরি করেছিল ইসরাইল। যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেম ২০১১ সালে এটি তৈরি করে দিয়েছিল। রাডার নির্দেশিত এ ব্যবস্থাটি স্বল্পপাল্লার রকেট, মর্টার ও ড্রোনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। । ২০১৭ সালে এই ব্যবস্থার নৌসংস্করণও চালু করা হয়। যা জাহাজ ও সাগরভিত্তিক স্থাপনাগুলোকে সুরক্ষা দিতে ব্যবহৃত হয়।

এর আগে তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্পকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ২০২০ সালের ডিসেম্বরে আঙ্কারার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। রাশিয়ার এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয়ের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এ ছাড়া তুরস্ককে এফ-৩৫ স্টেলথ ফাইটার জেট প্রোগ্রাম থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে তুরস্ক নির্মাতা ও ক্রেতা উভয় ভূমিকায় ছিল।

ন্যাটো সদস্য তুরস্ক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বিদেশি সরবরাহকারীদের উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে তুরস্ক বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র ড্রোন নির্মানের শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের প্রযুক্তিতে নিজস্ব প্রতিরক্ষা চাহিদার বেশিরভাগ উৎপাদন করে।

ট্রাম্প শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, বিশ্বের জন্যও হুমকি

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ অক্টোবর :ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারেন, এই ভেবে যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় মিত্রদের ঘুম প্রায় হারাম হওয়ার জোগাড়। তারা এই ভেবে ভীত,ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় এলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথাগত বৈদেশিক নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। সবচেয়ে লাভ হবে রাশিয়ার একনায়ক ভ্লাদিমির পুতিনের। এই দুজনের চলতি সখ্য রাতারাতি কৌশলগত অংশীদারত্বে পরিণত হতে পারে, যার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ন্যাটোভিত্তিক যে আন্ত-আটলান্টিক নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা হয় ভেঙে যাবে, নয়তো দুর্বল হবে।

ইউরোপের দক্ষিণমুখী মোড়

ট্রাম্প জিতলে সবচেয়ে উৎসাহী হবেন ইউরোপের সেসব রাজনীতিক, যাঁরা নিজ দেশে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালিসহ ডজনখানেক ইউরোপীয়

দেশে অভিবাসন সংকটকে কেন্দ্র করে দক্ষিণপন্থীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এমনকি জার্মানিতেও দক্ষিণপন্থীরা অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। এদের প্রত্যেকের কাছে ট্রাম্প যেন ঈশ্বরপ্রদত্ত একটি উপহার।

ট্রাম্প দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হলে ইউরোপের দক্ষিণমুখী মোড় আরও বেগবান হবে, সে আশঙ্কা ব্যক্ত করে সাংবাদিক ও লেখক ফরিদ জাকারিয়া সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, এত দিন বিশ্ব মার্কিন গণতন্ত্রকে 'আশার আলোকবর্তিকা' ভেবে এসেছে। সেই আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যদি আইনকানুনের থোড়াই তোয়াক্কা করেন, চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের ধার না ধারেন, তাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব নেতা স্বেচ্ছাচারী বা কর্তৃত্ববাদী হতে চান, তাঁরা উৎসাহী হবেন।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন

নামাজের সময়সূচী

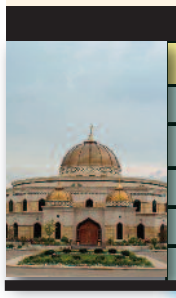

অক্টোবর	৩১	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
ফজর	০৩:৫৪	০৩:৫৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
আসর	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১২	০৬:১২
মাগরিব	০৮:৩০	০৮:২৯	০৮:২৯	০৮:২৯	০৮:২৮	০৮:২৮	০৮:২৮
এশা	১০:০৭	১০:০৭	১০:০৬	১০:০৫	১০:০৫	১০:০৪	১০:০৩

পূজার সময়সূচী

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(এছাড়াও পৃণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পযর্ন্ত পূজা অর্চচনা করে থাকেন)

বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়

(এছাড়াও পৃণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পযর্ন্ত পূজা করা হয়)

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

(এছাড়াও প্রতিদিনই পৃণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

এই ভূখন্ডে'মুসলিম' শব্দ মুছে দেওয়ার অন্যতম ভিকটিম জাবি: শিবির সেক্রেটারি

ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, এই ভূখন্ডে বিভিন্ন নাম থেকে 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ মুছে দেওয়ার অন্যতম ভিকটিম- 'জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়'।

বুধবার (৩০ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে এ মন্তব্য করেন শিবির সেক্রেটারি।

উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালের ২০শে আগস্ট তৎকালীন সরকার এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার পূর্ব নাম জাহাঙ্গীরনগরের সঙ্গে মিলিয়ে জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করেন। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে এটি ছিল দেশের প্রথম ও একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর ১৯৭১ সালের ১২ই জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন হয়। ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট পাশ হলে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হয়।

এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার রাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সেক্রেটারির পরিচয় প্রকাশ করে ইসলামী ছাত্রশিবির।

জাবি শাখার সভাপতি হারুনুর রশিদ রাফি এবং সেক্রেটারি মহিবুর রহমান মুহিবের নামে যৌথ বিবৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তাদের নাম প্রকাশ করেন সংগঠনটির প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন সাকি।

বিবৃতিতে বলা হয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সক্রিয় উপস্থিতির ঘোষণা দিয়ে ক্যাম্পাসে সকল দলের অংশগ্রহণে সুস্থ ধারার রাজনৈতিক চর্চার পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন।

হারুনুর রশিদ রাফি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৪৬তম ব্যাচের (২০১৬-১৭ সেশন) শিক্ষার্থী। এছাড়া মহিবুর রহমান মুহিব বাংলা বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের (২০১৭-১৮ সেশন) শিক্ষার্থী।

যৌথ বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সুস্থ ধারার রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে ছাত্রশিবির সর্বদা প্রস্তুত। আবাসিক হলগুলোতে দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, মাদকের বিস্তার রোধে ছাত্রশিবির অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আনার জন্য, গবেষণামুখী শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়ন, সুস্থ ধারার সংস্কৃতির বিকাশ ও নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ছাত্রশিবির কাজ করে যাবে। ছাত্রশিবির চায় ছাত্র সংসদ কেন্দ্রিক সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরে আসুক। ১৯৮৯ সালের ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪২তম সিন্ডিকেট সভা প্রসঙ্গে নেতারা বলেন, সেখানে শিবির নিষিদ্ধের কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। বরং সভায় বলা হয়েছিল, শিবিরের কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাবহির্ভূত হওয়ায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়।

তারা দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে কিছু গোষ্ঠী মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে শিবিরকে নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যা ফ্যাসিবাদী রাজনীতির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ১৫ বছরে ধরে আওয়ামী দুঃশাসনের কারণে রাজনীতির সংজ্ঞাই পাল্টে গেছে। আমরা শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের রাজনীতি চাই। চব্বিশের শহিদদের আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে চলমান রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক সংস্কার হোক। এই যৌক্তিক সংস্কারের প্রক্রিয়ায় সব ছাত্র সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যে আহ্বান শিক্ষা উপদেষ্টার

ঢাকা, আন্দোলনরত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ। বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি এ আহব্বান জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এবং বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন নানা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। একটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থার পাওয়া শিক্ষাখাতে শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। এ সব দাবি-দাওয়ার মধ্যে ন্যায্য-অন্যায্য এবং কিছুক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী দাবিও আছে। একটি বৈষম্য বিরোধী দাবি মানলে অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি হতে পারে। শিক্ষাখাতের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের দাবি পূরণের সুদূর প্রসারী প্রভাব থাকে এবং এর জন্য তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়া কঠিন, অথচ সব কয়টি দাবির পেছনের আন্দোলনকারীরা তাদের দাবিকেই সবচেয়ে অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছেন এবং দাবিগুলোকে শুধু রাস্তায় আন্দোলন করে তাৎক্ষণিক সমাধানযোগ্য মনে করছেন। এতে একদিকে যেমন রাস্তা অবরোধের ফলে অপরিসীম জনদুর্ভোগ হচ্ছে; সরকারও দাবিগুলো যথাযথ বিবেচনার সুযোগ পাচ্ছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের দাবি বিবেচনার জন্য সরকার ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছে যা সাত সপ্তাহের মধ্যে দ্রুত একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সমস্যাটির শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে ঢাকার সাতটি কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে বের করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার একটি অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাত কলেজের উভয় পক্ষেরই সমস্যা তৈরি হয়েছে। যে কারণে ওই সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের নানা অসুবিধা ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। সমস্যাগুলো জটিল এবং এগুলোর সুষ্ঠু সমাধান কী হতে পারে তা বিবেচনায় ন্যূনতম কিছু সময়ের প্রয়োজন। এরই মধ্যে একটি কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি নিয়ে রাস্তায় আন্দোলন করেছেন। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনাও হয়েছে। দেশের সমস্যাসঙ্কুল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবির প্রতি একজন আজীবন শিক্ষক হিসাবে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমার সব সহানুভূতি আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে রাস্তায় শিক্ষার্থীদের অবরোধ, আন্দোলন ও আলটিমেটামের মাধ্যমে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠনের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোনো নজির কোথাও নেই। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের রাস্তায় জনদুর্ভোগ তৈরি না করে ধৈর্য ধরার ও নিজ নিজ শিক্ষাঙ্গনে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

সরে দাঁড়ালেন দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা

ঢাকা, ৫ই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। তারপর থেকে একের পর এক বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরা পদত্যাগ করেন। কাউকে কাউকে অবসরে পাঠানো হয়। আবার কাউকে অপসারণ করা হয়। কিন্তু বহাল তবিয়তে থাকেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান-কমিশনাররা। নানামুখী সমালোচনাও রয়েছে তাদের ঘিরে। এই সমালোচনা নিয়েই আড়াই মাসের বেশি সময় পদ ধরে রাখেন দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ও দুই কমিশনার জহুরুল হক (তদন্ত) এবং মোসা. আছিয়া খাতুন (অনুসন্ধান)। অবশ্য সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার পদত্যাগ করেন তারা।

এদিন সকাল থেকেই কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে নিজ নিজ দপ্তরে অবস্থান করেন চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা। হঠাৎ দুপুরে দুদকের একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানালেন আজ (গতকাল) তিনজনই পদ ছাড়ছেন। শুরুর দিকে গুঞ্জন হলেও সংস্থাটির দু'জন পরিচালক ও একজন উপ-পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ কমিশনের অবসান নিশ্চিত করেছেন।

তারা বলেছেন, পদত্যাগপত্র কমিশনের কোনো কর্মকর্তা পাননি। এমনকি সচিবও এ বিষয়ে কিছু জানাননি। তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, পদত্যাগপত্রে 'ব্যক্তিগত কারণ' দেখিয়ে দুদকের কার্যক্রম থেকে সরে যান মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ কমিশন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা এতদিন পদত্যাগের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। নিয়মিত কমিশনের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তবে পদত্যাগের সিদ্ধান্তটা গতকাল হুট করেই নিয়েছেন। যদিও মানসিকভাবে আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল তাদের।

এ বিষয়ে একজন কমিশনারের একান্ত সহকারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমার স্যার আগেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তবে আমাকে বলেননি। আজ (গতকাল) হুট করে রুমে ডেকে পদত্যাগপত্র লিখতে বলেন। আমি তাই করেছি। চেয়ারম্যান স্যার ও অন্য কমিশনার স্যারের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে বলে জেনেছি। তিনি আরও বলেন, পদত্যাগপত্রে স্যার 'ব্যক্তিগত কারণ' দেখিয়েছেন। সেটি আইন অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে।

এদিকে পদত্যাগ করার আগে মঙ্গলবার সকালে অফিস করে চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা দাপ্তরিক কাজ করেন। বিকালে তাদের দুদক সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করার কথা ছিল। তবে দুপুর ১টার দিকে সংস্কার কমিশন কর্তৃক বৈঠক স্থগিত করার খবর আসে। মূলত, এরপরই পদত্যাগ করার বিষয়ে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন বলে দুদকের একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

ট্রাম্পের দলের নেতার বিরুদ্ধে ব্যালট পেপার চুরির মামলা

সাবেক প্রেসিডেন্ট ও আসন্ন নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের দলের এক নেতার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যে ম্যাডিসনে ব্যালট চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে।

ল্যারি স্যাভেজ নামের সেই নেতা রিপাবলিকান পার্টির হয়ে মার্কিন কংগ্রেস নির্বাচনে লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মঙ্গলবার ইন্ডিয়ানা পুলিশ জানিয়েছে, একটি পরীক্ষামূলক ভোটিং বুথে সিস্টেমের পরীক্ষার সময় ভোটের ব্যালট চুরির অভিযোগে এক রিপাবলিকান কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। গত ৩ অক্টোবরের ওই পরীক্ষায় চারটি ভোটিং মেশিন এবং ১৩৬টি পরীক্ষামূলক ভোটের ব্যালট ব্যবহার করা হয়।

কর্মকর্তারা জানান, পরীক্ষার সময় দুটি ব্যালট কম পাওয়া যায়।

ঘটনাস্থলে থাকা একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ভিডিও থেকে দেখা গেছে, ৫১ বছর বয়সী ল্যারি স্যাভেজ, পরীক্ষামূলক ব্যালট সম্পর্কে নির্দেশনার পর দুটি ব্যালট ভাঁজ করে তার পকেটে রেখেছেন। এরপর তার বিরুদ্ধে একটি তল্লাশি পরোয়ানা জারি করা হয় এবং তার বাসভবনে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তার গাড়িতে সেই ব্যালটগুলো খুঁজে পায়।

ইন্ডিয়ানার রিপাবলিকান পার্টির যোগাযোগ শাখার পরিচালক গ্রিফিন রিড এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা নির্বাচনে কোনো ধরনের অপরাধমূলক হস্তক্ষেপের নিঃশর্ত নিন্দা করি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এই প্রচেষ্টায় আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যুক্তরাষ্ট্রে ভোট জালিয়াতি অত্যন্ত দুর্লভ ঘটনা। তবে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার সমর্থকেরা। এসব মামলার বেশির ভাগই আদালত বাতিল করে দিয়েছেন।

ট্রাম্প আগামী ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রার্থী ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধে লড়বেন।

মিশিগানে যেসব আরব ও মুসলিম কমলা হ্যারিসকে 'শাস্তি' দেওয়ার জন্য ট্রাম্পকে ভোট দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, তাঁদের এই টেলিফোন বার্তাটি মাথায় রাখতে বলি। প্রথম দফায় নির্বাচিত হয়ে ট্রাম্পের প্রথম বড় সিদ্ধান্ত ছিল তথাকথিত 'মুসলিম ব্যান'। সন্ত্রাসী অভিযোগে তিনি সাতটি মুসলিম দেশের মানুষের যুক্তরাষ্ট্র আগমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। হ্যামট্রামিক শহরের মুসলিম মেয়র সম্প্রতি ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছেন, তিনি এ ঘোষণা মাথায় রাখলে ভালো করবেন। উল্লেখযোগ্য, এই একই শহরের সিটি কাউন্সিলে বাংলাদেশি সদস্য মোহাম্মাদ হাসান সমর্থন জানিয়েছেন কমলা হ্যারিসকে এবং তাঁর পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

চীন, ভারত, বাংলাদেশ

এশিয়ায়, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায়, মার্কিন নীতির বড় কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। ট্রাম্পের বৈদেশিক নীতির একটি প্রধান স্তম্ভই হলো চীন বিরোধিতা। তিনি নির্বাচিত হলে সেটি আরও জোরদার হবে। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, তিনি চীনা পণ্যের ওপর '১০০, ২০০, এমনকি ২০০০ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করবেন'। সত্যি এমন কিছু হলে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দেবে। কারণ আমদানি শুল্ক বাস্তবে ভোক্তাদের বহন করতে হয়, রপ্তানিকারক দেশকে নয়। তার চেয়ে বড় কথা, এর ফলে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ প্রবল আকার নেবে, যার প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতি বেসামাল হয়ে পড়বে।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants
33 YEARS Experienced Year Round Service
Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant

We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.
IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC
150-28 Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

৩১ অক্টোম্বর ২০২৪, ০৬ কার্তিক বাংলা ১৪৩১

সম্পাদক রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক শিকদার হুমায়ন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

ইভিএমের কারিগরি স্বত্ব বহুল আলোচিত-সমালোচিত একটি পদ্ধতি

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) ব্যবহার বহুল আলোচিত-সমালোচিত একটি পদ্ধতি। এর প্রযুক্তি ও ব্যবহারবিধি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তবে যে মেশিনকে নিয়ে এত আলোচনা, সেই ইভিএম-এর কারিগরি স্বত্বই এখনো বুঝে পায়নি নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার যুগান্তরের খবরে প্রকাশ-দক্ষ জনবল না থাকা, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়া এবং মেশিন সংগ্রহ চুক্তিতে অস্পষ্টতার কারণে দেড় লাখ ইভিএম মেশিনের কারিগরি ডকুমেন্ট ও প্রকল্পের আওতায় কেনা মালামাল বুঝে পেতে জটিলতার মধ্যে পড়েছে কমিশন সচিবালয়। ইসি সচিবের মতে, প্রকল্পের আওতায় কেনা দেড় লাখ ইভিএম, ইভিএম-এ ব্যবহার করা টেকনোলজি, গাড়ি ও অন্য সবকিছুই নির্বাচন কমিশনের। এখন এসব জিনিস বুঝে নেওয়ার সময় সমস্যা হচ্ছে টেকনোলজিট্রান্সফার নিয়ে। যারা ইভিএম তৈরি করেছে, এখন তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

জানা যায়, ইভিএম-এর সফটওয়্যারের আনএন-ক্রিপটেড সোর্সকোড ও আর্কিটেকচার, ডেটাবেজ আর্কিটেকচার, ডকুমেন্টেশনসহ কারিগরি সবকিছুই বুঝিয়ে দিতে সম্প্রতি প্রকল্প ও সরবরাহকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছে ইসি। পাশাপাশি ওইসব মালামাল বুঝে নেওয়ার জন্য ব্যয় না বাড়িয়ে শুধু মেয়াদ বাড়াতে পরিকল্পনা কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আরও জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় কেনা দেড় লাখ ইভিএম-এর মধ্যে এখনো ১ হাজার ৪২৭টির খোঁজ নেই।

উল্লেখ্য, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ২০১৮ সালে ৩ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'নির্বাচনব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। ২০২৩ সালের জুনে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা এক বছর বাড়ানো হয়। বিএনপিসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার মধ্যেই ওই প্রকল্পের আওতায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) দেড় লাখ ইভিএম কেনা হয়। যদিও ওই নির্বাচনে মাত্র ছয়টি আসনে এ মেশিনে ভোটগ্রহণ হয়। পরে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছে।

যেহেতু ইসিতে ইভিএম মেশিনের টেকনোলজি জানা দক্ষ জনবল নেই, তাই স্বাভাবিকভাবেই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা না করলে এসব ইভিএম আর কোনো নির্বাচনে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। কাজেই আগামী নির্বাচনগুলো ইভিএম পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে চাইলে ইসিকে দক্ষ জনবল তৈরিতে মনোযোগ তো দিতে হবেই, পাশাপাশি ইভিএমের সোর্সকোডসহ আপডেট সফটওয়্যার বুঝে পেতেও উদ্যোগী হতে হবে, যাতে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন হলো, যে মেশিনগুলো ইসির কাছে রয়েছে, তার সবই ব্যবহারযোগ্য কি না। অযত্ন-অবহেলায় যদি অধিকাংশ মেশিন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তাহলে আগামী নির্বাচনগুলোয় ব্যয়বহুল এ পদ্ধতি নিয়ে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না, সেটা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। দেশের ভোটারদের মাঝে এ পদ্ধতি কতটা জনপ্রিয়, সেটাও মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। নিকট-অতীতেও ইভিএম মেশিন নিয়ে ভোটারদের মধ্যে নানা অভিযোগ উঠতে আমরা দেখেছি। এর ব্যবহারবিধি নিয়ে যেমন আপত্তি উঠতে দেখা গেছে, তেমনই এর ফলাফল গণনা পদ্ধতি নিয়েও রয়েছে সন্দেহ-বিতর্ক। আধুনিক প্রযুক্তি হলেও ব্যালটে সিল মারার যে উৎসাহ ও আগ্রহ এদেশের ভোটারদের মধ্যে রয়েছে, তা পূরণে কিন্তু ইভিএম অক্ষম। ইভিএম বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশা।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmobhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

উপসম্পাদকীয়

লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই

হাসান মামুন

যে সরকার এখন দেশ চালাচ্ছে, সেটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হলে তার দায়দায়িত্ব অনেক কম হতো। তার থাকত পূর্বনির্ধারিত সময়সীমা আর লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, 'রুটিন ওয়ার্কের' পাশাপাশি মাস তিনেকের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সুসম্পন্ন করাটাই হতো তার লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সরকারের সহায়তায় সক্রিয়ভাবে কাজ করত নির্বাচন কমিশন। এমন একাধিক অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। অভিজ্ঞতায় নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়নি, তা অবশ্য নয়। এর কিছু সাধারণ দিকও রয়েছে। তবে এবারকার অভিজ্ঞতাটি একেবারে ভিন্ন। ওয়ান-ইলেভেনে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম, এটাই বোধহয় শেষ! দেখা গেল, সেটার চেয়েও অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এখন যেতে হচ্ছে। আর এর তো সবে শুরু!

কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, দেশে একটা গণ-অভ্যুত্থান ঘটে গেছে এবং এতে নেতৃত্বদানকারীদের সমর্থনে 'অন্তর্বর্তী সরকার' গঠিত হয়েছে। বলদর্পী হাসিনা সরকারের শুধু পতনই ঘটেনি; তারা কার্যত পালিয়েছে। এত বড় ঘটনা এ অঞ্চলে আর ঘটেনি। যারা এর নেতৃত্বে ছিলেন, তারাও দৃশ্যত এত বড় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের মতো দাবি ঘিরে সংঘটিত ঘটনাবলি শেষতক একটা সরকারের পতন ঘটিয়ে দিল, এটা বলতে গেলে সবাইকে আশ্চর্য করেছে। কোনো সরকার জনগণের ইচ্ছার বিপরীতে ক্ষমতায় থেকে যেতে চাইলে এবং অপশাসন চালিয়ে গেলে এমন পরিণতিই তার জন্য অপেক্ষা করে। এ শিক্ষাটা দেরিতে হলেও সংশ্লিষ্ট সবার নেওয়া দরকার। তাদেরও নেওয়া দরকার, যারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা নতুন করে আসতে চান, তাদেরও নেওয়া উচিত। এর মধ্যবর্তী সময়ে যারা দেশ চালাচ্ছেন, তাদেরও কি এটা মনে রাখার প্রয়োজন নেই? অন্তর্বর্তী সরকারকে যারা ক্ষমতায় বসিয়েছেন, তাদেরও মনে রাখা প্রয়োজন। তারা তো একটি নজিরবিহীন গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন; যার মর্যাদা তাদের রাখতে হবে। গণতন্ত্রহীনতা ও অপশাসনের যে ধারায় দেশ এতদিন চলেছে, এর বিপরীতে যাওয়ার জন্য এখন কাজ করতে হবে তাদের। এক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকলেও সেটা যেন এ লক্ষ্যের দিকে যাত্রায় বিপজ্জনক বিঘ্ন না ঘটায়। সেটা মানুষকে আবার হতাশায় নিমজ্জিত করবে। দেশের সবাই যে সাম্প্রতিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে, তা অবশ্য নয়। ক্ষমতাচ্যুত সরকারের পক্ষাবলম্বনকারী একটি জনগোষ্ঠীও দেশে রয়েছে। কোনো বিশেষ সুবিধা না পেয়েও অনেকে তাদের সমর্থক হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। আরও একটা অংশ রয়েছে, যারা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে দেশে ভালো কিছু ঘটবে বলে মনে করে না। গণ-অভ্যুত্থানের পর কিছু অতি উৎসাহী গোষ্ঠীর তৎপরতায়ও তারা হতাশ হয়েছে। তবে শেষতক 'ভালো কিছু' হলে তারা যে দুহাত তুলে সেটাকে স্বাগত জানাবেন না, তা নয়। এদের জয় করার দায়িত্বও রয়েছে গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের। তাদের সমর্থনে আসা সরকারের কাঁধেও সে দায়িত্ব রয়েছে বৈকি।

সরকার কী করছে, তা নিবিড়ভাবে খেয়াল করছে মানুষ। হাসিনা সরকারের পতনে ভূমিকা রাখা দলগুলোর কার্যক্রমও তারা কম লক্ষ করছে না। যারা পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি, তাদের কথা বলছি না। যারা একে স্বাগত জানিয়েছিল, তাদের কথাই বলা হচ্ছে। তাদেরও অনেকে কিন্তু দ্রুত হতাশ হচ্ছে এখন। দ্রুত আশাবাদী ও দ্রুত হতাশ হওয়ার মতো লোক দেশে প্রচুর। অনেকে বলেন, তাদের সংখ্যাই বেশি! এটাও বলা হয়ে থাকে, এদেশের সিংহভাগ মানুষ অল্পে তুষ্ট এবং তারা ধৈর্য ধরতে জানে। তবে খারাপ পরিস্থিতির চাপে থাকতে থাকতে তাদের মধ্যে প্রত্যাশা বেড়ে যেতে পারে। দ্রুত কিছু পরিবর্তন দেখার চাহিদাও তৈরি হতে পারে তাদের মধ্যে। আওয়ামী লীগ সরকারের নামে যে 'হাসিনাতন্ত্র' তাদের ওপর চেপে বসে ছিল, সেটা চলে যাওয়াটাও একটা পরিবর্তন। একে অনেকে স্বভাবতই বড় মুক্তি হিসাবে নিয়েছেন। 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা'র কথাটা এজন্যই উঠেছে। দ্বিতীয় স্বাধীনতা মানে তো প্রথম স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা নয়। সে বিতর্ক পাশে সরিয়ে রেখেও বলা যায়, হাসিনা সরকারের পতন দেশে একটা অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কথাটা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলছেন। আমরাও অনেকে নিজ উপলব্ধি থেকে এটা বলে চলেছি। এও বলছি, সুযোগটি হাতছাড়া করা যাবে না। আমাদের একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ এবং সেটাকে **বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ, প্রসঙ্গ ছাত্র গণবিপ্লব

ডাঃ শাহ মোঃ বুলবুল ইসলাম

নির্দিষ্ট জাতি বা জনগোষ্ঠীর জীবনদর্শন, জীবনবোধ ও বিশ্বাসের রূপই তার সাংস্কৃতিক প্রকাশ। জীবনবোধ বা জীবন দর্শনের প্রকারভেদে সাংস্কৃতিক রূপেরও তারতম্য ঘটে। তার সাহিত্যে, দর্শনে, দৈনন্দিন জীবনের পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত শব্দমালা বা উচ্চারণেও ঘটে তার প্রকাশ। মুসলিম জীবনবোধে ইন্তেকাল শব্দটি যেমন স্বাতন্ত্র্য বহন করে তেমনি মারা গেছেন বা পরলোক গমন করেছেন শব্দগুলো সমার্থ্যবোধক হলেও বিশ্বাসবোধের, জীবন দর্শনের পার্থক্য কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই প্রতিভাত হয়। তেমনি নামাজ বা ইবাদত এবং উপাসনা শব্দগুচ্ছ সমার্থ্যবোধক হলেও জীবন দর্শনের ভিন্নতা প্রকাশ করে। সিয়াম বা রোজা এবং উপবাস একই ধরনের অর্থ প্রকাশ করলেও ভিন্ন সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচায়কও।

যে জাতি জীবনবোধে জবাবদিহিতায় যত বেশি বিশ্বাসী, সেই জাতি বা জনগোষ্ঠী তত বেশি মানবিক মূল্যবোধে আলোকিত, তত বেশি কল্যাণমুখী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দাবিদার। ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নির্মম পরিণতি সূচনা ঘটায় এই উপমহাদেশের মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির অধোগতি ঘটে। সমাজের সর্বস্তরে ব্যবহৃত ফার্সি ভাষা মুহূর্তে রাজ ভাষা হওয়ার মর্যাদা হারিয়ে ফেলায় মুসলিম সম্প্রদায় তাদের সমাজজীবনের গৌরবময় সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ তাদের সেই সুযোগ এনে দিলেও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অনৈক্য ও ভাষার সঙ্ঘাতের কবলে পড়ে তা হারিয়ে ফেলে।

১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীকে আবারো নিজ বিশ্বাসবোধের আলোকে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন বিপরীত জীবন দর্শনের অধিকারীদের দখলে থাকায় এই প্রয়াস কঠিন হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ৬৬ বছর পূর্বে রচিত রবীন্দ্র সঙ্গীত বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মনোনীত করার মাধ্যমে যার সূচনা। যে সঙ্গীতে এ দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের জীবন আদর্শ, জীবন বোধ ও যাপিত জীবনের কোনো প্রতিফলন নেই। রয়েছে বিপরীত জীবনাদর্শের প্রতিধ্বনি। বাংলাদেশের কল্পনাও যেখানে নেই।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অনেক আগে থেকেই এ দেশের সাংস্কৃতিক আদর্শ ও জীবনাচারকে, জীবন দর্শনকে বিচ্যুত করার যে প্রয়াস ৪৭ এর দেশ বিভাগের পর পরই শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয় তাকে আরো বেগবান করে তোলে। সাহিত্যে অনুপ্রবেশ ঘটে জীবন দর্শনবিরোধী শব্দমালা, বিতাড়িত হতে থাকেন মুসলিম রেনেসাঁর পথিকৃত সাহিত্যিকেরা। এভাবেই বাংলা সাহিত্য থেকে ক্রমেই হারিয়ে যেতে থাকেন কবি কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মীর মশাররফ হোসেন, শাহেদ আলী, ফররুখ আহমেদ, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, গোলাম মোস্তফার মতো জীবনবোধে বিশ্বাসীরা। এমনকি নজরুলকেও করা হয় কোণঠাসা।

এ দেশের সঙ্গীতেও একই ধারা। সিনেমা নাটক সর্বত্রই এই অবস্থা। ইসলামী জীবনাদর্শে বিশ্বাসীরা চিত্রিত হন জঙ্গি এবং সন্ত্রাসী হিসেবে। কৌশলী একদল বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য সমগ্র সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতকে ঐতিহ্য বিচ্যুত করার আয়োজনকে পূর্ণতা দান করে। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বাংলা অভিধান দেখলেই এর প্রমাণ মিলে। সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দায়মুক্ত হতে পারে না। গত ২৫ বছরে এ কাজগুলো হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

বাংলা একাডেমির ইতিহাস, বাংলা ভাষা আন্দোলন, ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলার ইতিহাসের বিকৃতিকরণের কাজ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। মুসলিম জীবনধারায় মুর্দাকে গোসলের পর জানাজা শেষে দাফন করার রেওয়াজ থাকলেও তা 'আগুনের পরশমণি জ্বালাও প্রাণে' রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাথে প্রদীপ প্রজ্বলন করে মৃত ব্যক্তিকে সম্মানিত করার রেওয়াজও চালু করা হয়েছে। এ কাজের পুরো ভাগে রয়েছে একটি বিশেষ সংস্কৃতি গোষ্ঠী। যারা গত ১৮ বছরে সরকারি আনুকূল্য পেয়েছেন, এ দেশের পরকালীন বিশ্বাসবোধে সঞ্জীবিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর থেকে আহরিত করের টাকায়।

৫ আগস্টের ছাত্র বিপ্লবের পরেও তাদের কর্মকাণ্ড অপ্রতিহত গতিতে চলতে পারাটা এই বিপ্লব বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কি না তা ভেবে দেখার অবকাশ অবশ্যই রয়েছে। এখনো এ দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে জীবন বিশ্বাসের বিপরীত নাটক এবং সিনেমা অবাধে চলছে। চলছে বিদেশী পণ্যের বিজ্ঞাপন। এ দেশের ঘরে ঘরে আজ বিদেশী টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর প্রদর্শনী; যা আমাদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর জীবন দর্শনের বিপরীত, যা দেশপ্রেম জাগায় না, জাগায় না সৌভ্রাতৃত্ব। পরিবর্তে ষড়যন্ত্র, কূটনীতি, ভাঁড়ামো শেখায়। দেশীয় টিভি চ্যানেল ভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালা দিয়ে সাজানো। এই অনুষ্ঠানমালা তরুণ প্রজন্মকে পরিবার বিমুখ করে তুলছে। শালীনতাবিরোধী ও অপরাধমুখী করে তুলছে।

কোনো জাতির পরিচিত রূপের প্রকাশ তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি। আমাদের দেশে আমাদের জীবনাচার এবং জীবনবোধ আজ বিপন্ন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংস্কারও আজ জরুরি। নতুবা এই ছাত্রবিপ্লব পথ হারিয়ে ফেলবে।**(বাকী অংশ ২৯ পাতায়)**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

বাইডেনের যে ভুলে ইউক্রেন এখন গোটা বিশ্বের বিপর্যয়

সাইমন টিসডাল

শীতল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া সহজাত প্রবৃত্তির কারণে জো বাইডেন 'সংঘাতকে প্রশমিত' করার কৌশলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ২০২২ সালের মার্চ মাসে, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের এক মাস পর, পোল্যান্ডের ওয়ারশে জো বাইডেন তাঁর বক্তৃতায় ভ্লাদিমির পুতিনের পায়ের রেখা কতদূর পর্যন্ত আসতে পারবে, তার একটা লাল রেখা এঁকে দিয়েছিলেন। বাইডেন সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 'ন্যাটোর এক ইঞ্চি ভূখণ্ডে পা বাড়ানোর চিন্তা কোরো না।'

বাইডেন অঙ্গীকার করেছিলেন, পশ্চিমা মিত্ররা ইউক্রেনকে অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা দেবে, মস্কোর ওপর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা দেবে এবং রাশিয়ার মুদ্রা রুবলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে। ইউক্রেন যদিও ন্যাটোর সদস্য নয়, তবু বাইডেন এ সংঘাতকে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন। কিন্তু ন্যাটোকে প্রথম আক্রমণ না করার আগপর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ার নীতিতে অটল থাকেন।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের ৩০ মাস এখন চলছে, বাইডেনের প্রশমিত করার কৌশল চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ক্যানসার চিকিৎসা না করলে যেমন সারা শরীরে তা ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ইউক্রেন সংকট এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। দনবাসের কাদা ও বরফ আচ্ছাদিত ভূখণ্ড ছড়িয়ে এই যুদ্ধ বিশ্বপরিসরে বিপর্যয় তৈরি করছে। যেখানে যেখানে এই সংঘাত স্পর্শ করছে, সেখানটাতেই দূষিত করে ফেলছে।

এটা সত্যি যে ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে একটা 'গরম' যুদ্ধ এখন পর্যন্ত এড়ানো গেছে। কিন্তু পথচ্যুত মিসাইল ও সমুদ্রযুদ্ধের গোলা পোল্যান্ড ও রুমানিয়ায় গিয়ে পড়েছে। বেলারুশের মতো গোটা কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের দেশগুলো এখানে জড়িয়ে পড়েছে।

পুতিন দাবি করছেন, পশ্চিমারা এরই মধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। তিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিয়েছেন। প্রপাগান্ডা প্রচারকারীরা তো পোল্যান্ডকে হাওয়ায় মিশিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

বক্তৃতায় খুব আবেগঘনভাবে বাইডেন ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, ইউক্রেন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। এই বক্তব্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক প্রভাব ছিল–এটা স্বীকার করেই বলছি, সে সময়ে বাইডেনের উচিত ছিল রাশিয়ার স্বৈরশাসককে স্পষ্ট করে এটা বলা, 'এটা ভুলে যাও। আগ্রাসন কোরো না। আগ্রাসন চালালে তোমাকে রাশিয়ার চেয়ে আরও অনেক শক্তিশালী জোট ন্যাটোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।'

এ সংকট ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপের মধ্যে বিভক্তির সূত্রপাত করেছে। ইউক্রেনে সেনা পাঠানো কিংবা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পাঠানো নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। ইউক্রেনকে ন্যাটো কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্ত করা নিয়ে, ইউরোপের জন্য আলাদা একটা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিয়েও বিভক্তি তৈরি হয়েছে। ফ্রান্সের নতুন আগ্রাসী অবস্থান বাতিল হয়ে গেছে জার্মানির অতি সতর্ক অবস্থানের কারণে।

নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সুইডেন ও ফিনল্যান্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ন্যাটোয় যুক্ত হতে চাইছে। বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলো রাশিয়ার আগ্রাসনের ভয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত। হাঙ্গেরি ও সার্বিয়া রাশিয়াকে সন্তুষ্ট করে চলছে। ইতালি নড়েচড়ে বসছে। কেউই নিরাপদ বোধ করছে না।

এই যুদ্ধ ডান ও বাম–দুই শিবিরের রাজনৈতিক চরমপন্থাকে উসকে দিচ্ছে। জনতুষ্টিবাদী নেতাদের পেছনে পুতিন প্রচুর অর্থ ঢালছেন। গত সপ্তাহে মালদোভায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়াসংক্রান্ত যে গণভোট হয়েছে, সেখানে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্দু। ক্রেমলিনের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, বিদেশি শক্তির সহায়তায় একটি অপরাধী গোষ্ঠী এ কাজে জড়িত।

মস্কো এখন এ সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় জর্জিয়ার নির্বাচনের দিকে নজর রাখছে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পশ্চিমাপন্থী দলকে তারা হারিয়ে দিতে চাইছে। এ ধরনের হাইব্রিড যুদ্ধ (ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, অপতথ্য ছড়ানো, নির্বাচনে প্রভাব তৈরি, সাইবার হামলা, জালিয়াতি, অনলাইন ট্রলিং) ২০২২ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা, কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা রাশিয়ার পুতিনকে গুরু মানছে।

যুদ্ধ প্রশমনের ব্যর্থতা ওলট-পালট করে দেওয়ার মতো ভূরাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনকে উৎসাহিত করছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, চীন-রাশিয়ার সম্পর্কের মধ্যে 'কোনো সীমা' থাকবে না। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং সস্তায় তেল পাচ্ছেন। এর বিনিময়ে পুতিন বেসামরিক-সামরিক কাজে ব্যবহারের প্রযুক্তি ও কূটনৈতিক সমর্থন পাচ্ছেন। কিন্তু ব্যাপারটি এর চেয়েও আরও অনেক বেশি।

গত সপ্তাহে পুতিনের নিমন্ত্রণে ব্রিকস সম্মেলনে রাশিয়া, চীন, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ইরান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, ভেনেজুয়েলা এবং ন্যাটো সদস্য তুরস্ক অংশ নেয়। পুতিনের কল্পনা করেন একটি পশ্চিমাবিরোধী জোটের আর সি চিন পিং স্বপ্ন দেখেন চীনের নেতৃত্বে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা, যেখানে নেতৃত্ব দেবে চীন।

এ স্বপ্ন এখন আর শুধু স্বপ্নের মধ্যে আটকে নেই। দ্বিতীয় সারির শক্তির অনেক দেশ ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর জন্য রাশিয়াকে নিন্দা জানাতে অস্বীকৃতি জানায়।

যুদ্ধের যে বিশাল খরচ, সেটা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। বিশ্বব্যাংক হিসাব করে জানিয়েছে, প্রথম দুই বছরের যুদ্ধে ইউক্রেনের সরাসরি ক্ষতি হয়েছে ১৫২ বিলিয়ন ডলার। জাতিসংঘের অনুমান, ইউক্রেন পুনর্গঠনের জন্য ৪৮৬ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। প্রতিদিনই এই অঙ্কের পরিমাণ বাড়ছে।

এদিকে নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে এবং ডলারের আধিপত্য খর্ব করতে রাশিয়া একটা ছদ্মবেশী আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে।

এ যুদ্ধে মানুষ জীবন হারাচ্ছে, যার মূল্যকে অর্থমূল্যে বিচার করা সম্ভব নয়।

সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ঝোঁক

আমীর হামযা

এ দেশের সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগ সমর্থক; এটি আমাদের সমাজের নিছক কোনো ধারণা নয়, এটিই বাস্তবতা। অথচ আমাদের আশপাশের মানে– দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে জাতিবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী কোনো দলকে সংখ্যালঘুরা পছন্দ করে না। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সংখ্যালঘুদের প্রথম পছন্দ বাম মতাদর্শের রাজনৈতিক দল। এর একটি সরল ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, আর্থসামাজিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় বামধারার রাজনীতি নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করেন তারা। তাতে লাভ হলো, সহজে ধর্মান্ধতার অপবাদ থেকে মুক্তি মেলে। আবার নিজেকে প্রগতিশীল হিসেবে তুলে ধরা যায়।

বাংলাদেশে আওয়ামী জমানায় ব্যাপকভাবে নির্যাতিত হয়েও এ দেশের বেশির ভাগ হিন্দু ওই দলকে কেন সমর্থন করে? তাদের মধ্যে আওয়ামীপ্রীতি অতিমাত্রায় বিদ্যমান কেন? কেন নির্যাতিত হয়েও আওয়ামী লীগকে হিন্দুরা নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করে? এই একগুচ্ছ প্রশ্নের মনস্তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক কারণ খুঁজতে আজকের এই লেখা ।

সেনাসমর্থিত সরকারের আমলে ২০০৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়ে দোর্দন্ত প্রতাপে ক্ষমতায় ফেরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট। প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা।

ইন্দো-প্যাসেফিক অঞ্চলে চীনের আধিপত্য রুখতে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে নতুন মিত্র হিসেবে ভারতকে বেছে নেয়। এ প্রেক্ষিতে ভূ-রাজনীতির বিবেচনায় ওয়াশিংটনের পক্ষে বাংলাদেশকে দেখাশোনার দায়িত্ব পায় দিল্লি। দিল্লি এ সুযোগে আঞ্চলিক প্রভাব বাড়াতে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর দাদাগিরির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে ভারতের পরম চাওয়া বাস্তবায়নে ভারত-মার্কিন প্রযোজনায় বাংলাদেশে ১/১১-এর ঘটনা ঘটে। পরিণতিতে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশে মহাপরাক্রমশালী ছিলেন মাফিয়া হাসিনা। তার ক্ষমতা টিকে ছিল গুম, খুন, দুর্নীতি ও ভিন্নমত দমনের ওপর ভিত্তি করে। যদিও একসময় গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছেন শেখ হাসিনা, তবু স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্র হত্যাকারীরূপে আবির্ভূত হন। এ কথা সত্যি যে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও চরম দাম্ভিকতা হাসিনার করুণ পরিণতির জন্য দায়ী। এটি হাসিনার পতন ত্বরান্বিত করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মো: ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে, এখনো এ দেশের হিন্দুরা ফ্যাসিস্ট হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের প্রতি সহানভূতিশীল।

কট্টর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও মুজিব-হাসিনা জমানায় বিশেষ করে শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশে হিন্দুদের হালহকিকত কেমন ছিল তা জানা দরকার। কেনই বা এ দেশে হিন্দুরা আওয়ামী লীগের ওপর ভরসা করে এর কারণ জানা প্রয়োজন। কী কারণে সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে, এর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী। তা জানা গেলে সংখ্যালঘুদের চাওয়া-পাওয়া পূরণে তাদের সাথে বোঝাপড়া করা আগামী দিনে যারা ক্ষমতায় আসবেন তাদের পক্ষে সহজ হবে। একটি কার্যকর সম্পর্কে উপনীত হওয়া যেতে পারে।

প্রথমে নজর দিই, আওয়ামী লীগ ক্ষতায় থাকলে হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো অংশটি লাভবান হয়। মানে, সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলে সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মুজিব আমলে ১৯৭২-৭৫ সালের ১৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত হিন্দুদের অভিজাত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীটি ক্ষমতার উত্তাপে নিজেদের সুবিধা ষোলোআনা আদায়ে কোনো কসুর করেনি। ক্ষমতাবলয়ে অবস্থান করা হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশটির সাথে আওয়ামী লীগের বোঝাপড়া অত্যন্ত চমৎকার। অবশ্য এখানে আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদ অনুঘটক হিসেবে চমৎকার কাজ করেছে। প্রকৃত বাস্তবতায় সত্য হলো– বাঙালি জাতীয়তাবাদ উনবিংশ শতকে ইংরেজ কোলাবরেটর উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মস্তিষ্কপ্রসূত বেঙ্গল রেনেসাঁজাত। এ কথা বলা যায়, ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ আসলে প্যাগান কালচারের রাজনৈতিক ভার্সন। পৌত্তলিকতা যেখানে সারকথা। তাই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শন বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের আত্মার আত্মীয়। আওয়ামী লীগ ও বাঙালি হিন্দু একে অপরের হরিহর আত্মা। এ ছাড়া একাত্তরে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। উপমহাদেশে মুসলিম শক্তি দুর্বল হওয়ায় হিন্দু জনগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের প্রতি কৃতজ্ঞ। এসব কারণে হিন্দুদের আস্থা ও ভরসা আওয়ামী লীগে। আওয়ামী লীগও সংখ্যালঘু হিন্দুদের 'একক ত্রাণকর্তা' ও 'অন্তরঙ্গ মিত্র' বলে দাবি করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে আওয়ামী রাজনীতির সারথি। তাই দলটির সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে উচ্চ বর্ণের ও সচ্ছল হিন্দুরা বিন্দুমাত্র সংশয়ে ভোগে না। আর এই সমর্থনের বিনিময়মূল্য পকেটস্থ করে এলিট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণী। রাষ্ট্রের নানা অঙ্গের সংখ্যানুপাতিক সংখ্যালঘু হিস্যা এই অংশ কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নেয়। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের এ অংশের সব সময়ের চাওয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষমতায় যেন আওয়ামী লীগ অধিষ্ঠিত থাকে, যাতে ক্ষমতার স্বাদ পেতে কোনো অসুবিধা না হয়। হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের জমানায় জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা হিন্দু সম্প্রদায়ের এলিট অংশটি পেয়েছে। মুজিব-হাসিনা শাসনামলে রাষ্ট্রীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন হিন্দু এলিটরা।**(বাকী অংশ ২৯ পাতায়)**

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

দেশের চলমান সঙ্কট ও উত্তরণ

মাসুম খলিলী

বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশে এখন এক অদ্ভুত জটিল সময় যাচ্ছে। যেসব শক্তি বৈপরীত্য ভুলে সাধারণ লক্ষ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্তৃত্ববাদী শাসনের পতন ঘটিয়েছিল তাদের মধ্যে অবিশ্বাস ও দূরত্ব বাড়ছে। একই সাথে এক দিকে পতিত রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত হচ্ছে। অন্য দিকে স্বৈরাচারী দুঃশাসনে ব্যাংকের তহবিল পাচার ও লুটপাটের কারণে সরকার চালানোর মতো তহবিল নিঃশেষ হওয়ার মতো দেড় দশকের নানা সঙ্কট সরকারের সামনে। পাশাপাশি নিত্যপণ্যের উৎস কোনো কোনো দেশের সর্বাত্মক বৈরিতাও মোকাবেলা করতে হচ্ছে সরকারকে।

এ অবস্থায় কর্তৃত্ববাদের প্রতিপক্ষ শিবিরের বিভাজন সরকারের ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করছে, যদিও এখন পর্যন্ত এ সঙ্কট মোকাবেলার মতো অনেক টুলস সরকারের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তির রয়েছে। কি এ বিষয় নিয়ে সব পক্ষের উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয়। যদিও প্রকাশ্যে পক্ষগুলোর শীর্ষপর্যায় থেকে বলা হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতা শুধু তাদের ব্যর্থতা নয়, একই সাথে তা আরো কঠিন কর্তৃত্ববাদ ও আধিপত্যবাদের নিগড়ে রাষ্ট্রকে বন্দী করতে পারে।

রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতি নজর

শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী সরকারের নাটকীয় পতন দেশে, এই অঞ্চলে ও ভূরাজনৈতিকভাবে এক অসাধারণ মেরুকরণ ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। জুলাই আগস্টের ছাত্র আন্দোলন দেশকে ব্যাপক বিক্ষোভের দিকে নিয়ে যায়। নজিরবিহীন রক্তক্ষয়ী এই আন্দোলন দমনে আরো রক্তক্ষয়ে সামরিক বাহিনী অস্বীকার করায় শেখ হাসিনাকে পালিয়ে যেতে হয়।

অন্তর্বর্তী সরকার গত তিন মাসে অনেক জটিল সমস্যার সমাধানে সক্ষম হলেও নিত্যনতুন সঙ্কট হাজির হচ্ছে। আর দেশের ভেতরের গভীর ক্ষমতা বলয়ের পাশাপাশি বাইরের পর্যবেক্ষকরাও বাংলাদেশের আগামীর গতিপথ বুঝতে গভীর মনোযোগের সাথে ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করছেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। বিপ্লবোত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে একটি নতুন ও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির মতো নৈরাশ্য অথবা আশাবাদী উভয় দৃশ্যপটের দিকে নিয়ে যেতে পারে। হাসিনার শাসনামলকে রাজনীতিবিদরা 'গণতন্ত্রের মোড়কে কর্তৃত্ববাদী' হিসেবে উল্লেখ করেন। সে ব্যবস্থার আকস্মিক বিদায়ে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি উলটপালট অবস্থা দেখা দেয়। অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রে তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করতে হিমশিম খাচ্ছে। এখনো পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে পুরোপুরি সক্রিয় করা যায়নি। বেসামরিক প্রশাসনের শীর্ষে যারা আছেন তারা সবাই সরকারের এজেন্ডাকে সমর্থন করেন বলে মনে হয় না, যার ফলে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ধীরগতি দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনী ব্যবস্থা, পুলিশ, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ ও সংবিধানসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর সংস্কারের চেষ্টা করছে।

দেশের জন্য ইতিবাচক দিক হলো, এ ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসন-পরবর্তী অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ স্থিতিশীলতার দিক থেকে ভালো অবস্থানে রয়েছে। কোষাগার ফাঁপা এবং রাষ্ট্রের অঙ্গগুলোতে গুরুতর সংস্কারের প্রয়োজন হলেও রাষ্ট্রীয় কাঠামো বহাল রয়েছে। বৃহৎ আকারের আঞ্চলিক বা নৃতাত্ত্বিক বিভাজন না থাকায় রাষ্ট্রের বড় ধরনের ব্যর্থতা এবং প্রান্তিক রাজনৈতিক মেরুকরণের মতো বিষয় সামনে আসেনি। যদিও পার্বত্য অঞ্চলে অস্থিরতার কিছু উপাদান তীব্র হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়ে গেছে। সাবেক স্বৈরাচারের ইন্ধনে চাঙ্গা হওয়া শ্রম অসন্তোষও পুরোপুরি শেষ করা যাচ্ছে না।

তবে দেশ বিদেশের পর্যবেক্ষকদের মূল্যায়ন অনুসারে, বাংলাদেশে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সফলভাবে গড়ে তোলার শক্ত উপাদান রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে গুরুতর বিপদের শঙ্কাও। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ হল রাষ্ট্রের মৌলিক কার্যকারিতা, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলার ভাঙন রোধ করা। নিরাপত্তাহীনতা এমন এক বিষয়, যা অনেক সময় গণসহিংসতার উন্মুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। একই সাথে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে হিন্দুবিরোধী এবং ব্লাসফেমি-বিরোধী মনোভাব একসাথে উসকে দেয়ার চেষ্টাও সক্রিয়। এসব কাজে পতিত রাজনৈতিক শক্তির হাত আছে বলেই দেখা যাচ্ছে। কথিত হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে পতিত রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতাকর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষণীয়। পাশাপাশি সোস্যাল মিডিয়ায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে মহানবীর সা: অবমাননা করে তার প্রতিবাদ জানাতে আইএস মার্কা কালো কলেমাখচিত পতাকা নিয়ে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। একই সাথে পশ্চিমের জন্য সংবেদনশীল কিছু ধর্মীয় ইস্যুও অপ্রাসঙ্গিকভাবে সামনে আনা হচ্ছে।

বড় প্রশ্ন সংস্কার ও নির্বাচন

এই সময়ের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, রাজনৈতিক সংস্কার কেমন হবে, কিভাবে এবং কোনো ধারায় তা বাস্তবায়িত হবে। আর কখন কোন পদ্ধতিতে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঐতিহাসিকভাবে, আগস্ট বিপ্লবের মতো পরিবর্তন নানা উপায়ে ভেঙে পড়তে পারে। আন্তঃদলীয় অচলাবস্থা ও অভিজাতদের ক্ষমতার লড়াই অন্তর্বর্তী শাসনব্যবস্থাকে অচলাবস্থার দিকে চালিত করলে অভ্যুত্থানের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠতে পারে। বৈশ্বিকভাবে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার আশঙ্কা এটিকে সাধারণভাবে ঠেকিয়ে রাখে। তবে অচলাবস্থা ও কৌশলগত স্বার্থ সে বিরোধিতাকেও নমনীয় করে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় শঙ্কার উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে সরকারের সমর্থন ভিত্তিতে ভাঙন। যে আশঙ্কা সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেছেন হোসেন জিল্লুর রহমান।

অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ২০২৫ সালের মধ্যেই নির্বাচন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন। এর আগে সেনাপ্রধান রয়টার্সের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ১৮ মাসের মধ্যে নির্বাচনের কথা বলেন। পরবর্তীতে সম্পূরক ব্যাখ্যায় এটি অন্তর্বর্তী সরকারের টাইম লাইন কি না তাতে সংশয় দেখা দেয়। এ সংশয়ের অবসান ঘটা সম্ভব হতো যদি এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস কোনো ঘোষণা দিতেন। তিনি সংস্কার শেষ করে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তার সরকারের বিদায়ের কথা বলেছেন। এই আশ্বাসে বিএনপি আস্থা রাখতে পারছে বলে মনে হয় না। দলটির অন্যতম নেতা সালাউদ্দিন আহমদ সংস্কার শেষ করে ৭ মাসের মধ্যে নির্বাচন দেয়ার কথা বলেছেন।

আগস্ট বিপ্লবের প্রধান দুই রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে আস্থার সঙ্কটও দেখা যায়, যা মাঝে মধ্যে রেটরিক পর্যন্ত গড়ায়। দু'টি ভিন্ন ধরনের মতাদর্শের এই দুই দলের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ঐক্যের ভিত্তি ছিল সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ঐকমত্য বা সাধারণ স্বার্থ। সেই স্বার্থের বন্ধন এখনো থাকলেও তাদের মধ্যে সামনের পথ চলা ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপি দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানালেও জামায়াত প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে কালবিলম্ব না করে নির্বাচন চেয়েছে। আর নির্বাচনপদ্ধতি নিয়ে জামায়াত অন্য অনেক দলের মতো আনুপাতিক নির্বাচন চাইলেও বিএনপি বর্তমান পদ্ধতি বহাল রাখার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রী হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে রাষ্ট্রপতির মন্তব্যে সৃষ্ট বিতর্কে বিএনপি সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের তীব্র বিরোধিতা করেছে। জামায়াত এ বিষয়ে জোরালো কোনো অবস্থান নেয়নি। এতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের অবস্থান আর বিএনপির অবস্থান মুখোমুখি আর জামায়াতের কথাবার্তা মধ্যপন্থী বলে মনে হয়।

বিপ্লবপন্থীদের সুজ্জাতে কী হবে?

বিপ্লবপন্থীদের বিরোধে সরকার ভেঙে পড়লে দু'টি ঘটনা ঘটতে পারে। এর একটি হলো অন্তর্বর্তী সরকার ভেঙে গিয়ে সামরিক নিয়ন্ত্রিত সরকার ক্ষমতায় আসতে পারে। সেটি ঘটলে ইউনূস সরকারের সময় যে সংস্কার বা সময়ের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত হবে। আর কর্তৃত্ববাদীরা আবার ঘুরে দাঁড়ানোর পরিবেশ পেতে পারে। চাপে পড়তে পারে বিপ্লবের পক্ষের শক্তি।

কোনো কারণে বাইরের প্রভাবশালী শক্তির সমর্থনপুষ্ট হয়ে পতিত সরকার যদি ক্ষমতা গ্রহণের প্রচেষ্টায় সাফল্য পায় তাহলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও গতিপথেই অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। বাইরের সামরিক হস্তক্ষেপে গৃহযুদ্ধের অবস্থাও তৈরি হতে পারে। আমেরিকান থিংক ট্যাংক কার্নেগি ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশ বিষয়ক এক প্রতিবেদনে ক'দিন আগে এমন আশঙ্কার ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে। এ সময় এমন এক স্বৈরাচার ক্ষমতা দখল করতে পারে যাকে প্রতিবিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই বিপদের মুখে, সেনাবাহিনীর সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অংশীদারিত্বের বর্তমান রাজনৈতিক শক্তির কনফিগারেশনের স্বচ্ছ লক্ষ্য ও সময়সীমার স্পষ্ট ঘোষণা দরকার।

মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব ছিল হাসিনার সরকারের প্রতি গণঅসন্তোষের মূল উৎস। যদিও হাসিনাবিরোধী আন্দোলনের ত্যাগ ও সাফল্য অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রাথমিক বৈধতা দিয়েছে, তবে যত বেশি সময় সরকার ক্ষমতায় থাকবে, তত বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা ও রাজনৈতিক অগ্রগতি দেখাতে হবে।

কার্নেগি ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদক পল স্ট্যানিল্যান্ডের মতে, 'যদি রাজনৈতিক স্থবিরতার অনুভূতি দিয়ে এগিয়ে চলার প্রমাণ প্রতিস্থাপিত হয়, তাহলে সরকারকে নির্বাচনের উপযুক্ত সময় ও কাঠামো নিয়ে নাগরিকদের কাছ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো গণতান্ত্রিকভাবে কতটা বৈধ এবং কিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বণ্টন করা উচিত সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চেয়ে নির্বাচনের জন্য একটি ভিন্ন সময়রেখা প্রকাশ করেছে। এটি নির্বাচনের সঠিক সময় নিয়ে পরিস্থিতিকে সঙ্ঘাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একইভাবে, ভবিষ্যতের নির্বাচনে হাসিনার আওয়ামী লীগের অবস্থান এবং অধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ীদের কিভাবে শাস্তি দেয়া যায় তা বিতর্ক ও মতবিরোধের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। একটি নতুন এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের উপায়গুলো কিভাবে আটকে যেতে পারে সেদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মনোযোগী হতে হবে।'

জটিল বৈদেশিক নীতিজটিল বৈদেশিক নীতি ঢাকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। হাসিনার সরকারের পতনের কারণে ভারত হতাশ হয়েছিল এবং ভারতে অনেকেই হিন্দুবিরোধী সহিংসতা এবং বাংলাদেশী রাষ্ট্র ও সমাজের 'বৃহত্তর ইসলামীকরণের সম্ভাবনা' নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। অন্য দিকে অনেক বাংলাদেশী ভারতকে হাসিনা শাসন ও তার অপব্যবহারের নিঃশর্ত সমর্থক হিসেবে দেখেন। আর মানবাধিকার ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা সম্পর্কে ভারতীয় বক্তৃতা শোনার মুডেও নেই তারা।

পল স্ট্যানিল্যান্ডের পর্যবেক্ষণ মতে, 'ভারত দেরিতে পররাষ্ট্রনীতির ভুল পদক্ষেপ থেকে নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, তবে হাসিনার সাথে এর গভীর সম্পর্ক (পাশাপাশি তার বর্তমান, এমনকি অস্থায়ী হলেও, ভারতে বসবাস) দ্রুত ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে নতুন পথ তৈরি করা কঠিন করে তোলে। বিপরীতে, বাংলাদেশ ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার সামর্থ্য রাখে না; এর নিছক আকার ও নৈকট্য এটিকে এমন সুবিধা প্রদান করে যে চীন ও পশ্চিমের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে পারে না। অন্তর্বর্তী সরকার ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি স্থিতিশীল নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার আশা করছে, যা হাসিনার শাসনামলে হয়নি।

ভূরাজনৈতিক খেলা

মিয়ানমারে ক্রমবর্ধমান গৃহযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাখাইন রাজ্যে অস্বাভাবিক মাত্রার সঙ্ঘাত মোকাবেলাও বাংলাদেশকে করতে হবে। শরণার্থী প্রবাহ এবং রাখাইনের বেশির ভাগ নিয়ন্ত্রণকারী আরাকান আর্মি উভয়ই ঢাকার জন্য রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। ইরাবতীর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুসারে, রাখাইনের ঘাঁটিতে ৪০০ কিলোমিটারের অধিক পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে এসেছে মিয়ানমার জান্তা। আরাকান আর্মি দমনের জন্য এটি আনা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। এই ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লার মধ্যে বাংলাদেশের অধিকাংশ সেনানিবাস পড়বে। সর্বশেষ এই ঘটনার সাথে আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক থাকতে পারে।

বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক বিষয়গুলোও খেলার মধ্যে রয়েছে। কার্নেগির প্রতিবেদন মতে, হাসিনা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ২০২৪ সালের নির্বাচন এবং এর পরবর্তী সময়ে কৌশলগত মূল্যায়নে মতানৈক্য প্রকাশ পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাসিনার শাসনের পতনকে প্রমাণ হিসেবে দেখে যে তার শাসনের অন্তর্নিহিত অস্থিরতা এবং দমন-পীড়নের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতাকে নেতিবাচকভাবে চিহ্নিত করা সঠিক ছিল। ভারতে কেউ কেউ অবশ্য তার পতনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'বিদেশী হাত' দেখেন।

আমেরিকার দৃষ্টিকোণ থেকে, ড. ইউনূস ও অন্তর্বর্তী সরকারকে গণতন্ত্র পুনর্গঠনে সহায়তা করা এবং চীনকে উপসাগরে রাখা একটি প্রধান অগ্রাধিকার। ভারতে অনেকেই এই পদ্ধতিটিকে ইসলামবাদী প্রভাবের জন্য একটি বিপজ্জনকভাবে সুযোগ প্রদান বা এই অঞ্চলে ভারতীয় প্রভাব সীমিত করার একটি ধূর্ত কৌশল হিসেবে দেখেন। বাংলাদেশে চীনের প্রভাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত উভয়েই উদ্বিগ্ন। হাসিনা বেইজিংয়ের সাথে দৃঢ় সম্পর্কের সাথে নয়াদিল্লির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে ভারসাম্যপূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু চীন নতুন শাসন পরিবর্তনের সাথে নমনীয়ভাবে খাপখাইয়ে নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশে সুশাসন ও কার্যকরী গণতন্ত্রের অগ্রগতি, আদর্শভাবে তুলনামূলক ধর্মনিরপেক্ষ ও পশ্চিমাপন্থী রাজনৈতিক শক্তির শাসনের অধীনে রাখা চীনা প্রভাব রোধ করার সর্বোত্তম উপায় হিসেবে দেখা হয়। তবুও ওয়াশিংটনের জন্য এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে ঢাকা আমেরিকার চীন নিয়ন্ত্রণ কৌশলের অংশ হতে কমই আগ্রহ দেখিয়েছে। কারণ অন্তর্বর্তী সরকার তাদের স্বল্প পরিসর সময়ে বাংলাদেশ সঙ্ঘাতের কেন্দ্রভূমি হোক সেটি সম্ভবত চাইছে না।

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
পলিটিক্যাল এসাইলাম
বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
স্টুডেন্ট ভিসা
ডিপোর্টেশন কেইসেস
ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

SSNT REALITY
*BUY*SELL*RENT
Residential & Commercial

শরাফ সরকার
রিয়েল স্টেট ব্রোকার ও কোম্পানীর সিইও
ফোনঃ ৯১৭ ৮০৭-৫২১৪

বাড়ী ক্রয় -বিক্রয়ের জন্য আমাদের কাছে আসতে পারেন।
জ্যামাইকায় বাংলাদেশীদের এখন বাড়ী কেনার আগ্রহ বাড়ছে।
আমরা অত্যন্ত পেশাদার ও অভিজ্ঞ টিম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

20 Years experienced
Call: 718-291-8888

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

বিপুল বিত্তবৈভব, টাকা-পয়সা

রাজকীয় জীবন পলকের ‘ফাইভ স্টার’ বাহিনীর

ঢাকা,নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কারাবন্দি সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ২০০৮ সালে প্রথমবার এমপি নির্বাচিত হয়েই এলাকায় গড়ে তোলেন ‘ফাইভ স্টার বাহিনী’। পাঁচজনের এই বাহিনীর সদস্য ছিলেন-আরিফুল ইসলাম, জান্নাতুল ফেরদৌস, ডালিম আহমেদ ডন, শরিফুল ইসলাম শরীফ ও সোহেল তালুকদার। পলকের সহযোগী হিসাবে গত পনেরো বছরে বিপুল টাকা-পয়সা কামিয়ে এরা রাজকীয় জীবনযাপন করেছেন।

এই বাহিনীর সবচেয়ে চতুর ও ধূর্ত সদস্য উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ইটালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আরিফুল ইসলাম আরিফ। তিনি ছিলেন পলকের প্রধান পরামর্শদাতা। তার গ্রামের বাড়ি সাতপুকুরিয়া হলেও পলক প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সিংড়া পৌর শহরের চাঁদপুর মহল্লায় একটি চারতলা বাড়ি করে তিনি বসবাস করেন। বাড়িটির বাইরে থেকে তেমন কিছু বোঝা না গেলেও এটি সিংড়া উপজেলার অন্যতম ‘রাজকীয় প্রাসাদ’ বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বাড়ির ভেতরের প্রতিটি কারুকাজ দেখে মনে হয় যেন স্বর্ণখচিত। নিজের বাড়ির পাশেই গড়ে তুলেছেন তার আপন ছোট ভাই উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান ওরফে লিখনের আরেকটি রাজপ্রাসাদ। অভিযোগ রয়েছে, সহোদর এই দুই ভাইয়ের দ্বারা এই এলাকার সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বর্তমানে এই এলাকায় প্রায় দেড়শ বিঘা জমির মালিকানাসহ শতকোটি টাকার মালিক বনে গেছেন আরিফুল ইসলাম আরিফ। অথচ কর্মজীবন শুরু করেছিলেন একটি প্রাইভেট কোম্পানির মার্কেটিংয়ে চাকরির মাধ্যমে। তার বাবা আলাউদ্দিন পেশায় একজন আইনজীবী হলেও তাদের পরিবারে তেমন সচ্ছলতা ছিল না। পৈতৃক সূত্রে ৫ থেকে ৭ বিঘা কৃষিজমির মালিক ছিলেন। সিংড়া পৌর শহরের চাঁদপুর মহল্লার একটি টিনশেড ভাড়া বাড়িতে অতিকষ্টে ছিল তাদের জীবনযাপন। পলকের কথিত ফাইভ স্টার বাহিনীতে যোগদানের পর থেকে তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তার বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য ২০১৫ সালে আওয়ামী লীগের আমলেও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিএনপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন আরিফ। পরে ইটালী ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান হন তিনি। এরপর আরও দুবার ভয়ভীতি ও পেশিশক্তি খাটিয়ে অন্যদের বসিয়ে দিয়ে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এলাকায় সরকারি জলাশয় ও পুকুর দখল, টেন্ডারবাজি, কৃষি জমির মাটি বাণিজ্য, বিচার-সালিশ, স্কুল-কলেজে নিয়োগ এবং বদলি বাণিজ্য করে কমপক্ষে একশ কোটি টাকা কামিয়েছেন। আপন মামা আহসান হাবিব ও মামাতো ভাই যুবলীগ নেতা আবুল বাসার ওরফে আশিক এবং আপন খালু কাজল খাঁর মাধ্যমে এলাকায় সরকারি ঘর ও খাল-বিল বিক্রি, সালিশ-বিচারের নামে অর্থ আদায় ও বিরোধী মতের মানুষের ওপর দমন-নির্যাতন চালিয়েছেন। এলাকার অসংখ্য মানুষ এই অভিযোগ করেছেন।

ফাইভ স্টার বাহিনীর আরেক সদস্য সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার সদ্য সাবেক মেয়র মো. জান্নাতুল ফেরদৌস। তিনিও শতকোটি টাকার মালিক। জান্নাতুল ফেরদৌস এক সময় পলকের বাড়ির নিচে খৈল-ভুসির দোকান ও সিগারেট বিক্রেতা ছিলেন বলে জানা যায়। শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই বললেই চলে। আ.লীগ ক্ষমতায় আসার পর ফাইভ স্টার বাহিনীর নামে উপজেলাজুড়ে চাঁদাবাজি শুরু করেন। অভিযোগ রয়েছে, তৎকালীন বিএনপির পৌর মেয়র ও ম্যাব মহাসচিব শামিম আল রাজিকে অস্ত্র ঠেকিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেন। তার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে সিংড়া ছাড়তে বাধ্য করেন। ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সিংড়া পৌরসভা নির্বাচনে ভয়ভীতি, হুমকি ও ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে বিএনপির প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে পৌর মেয়র নির্বাচিত হন ফেরদৌস। এরপর শুরু করেন সিংড়া পৌর বাস টার্মিনালে দোকান বাণিজ্য, মহাসড়কে চাঁদাবাজি, দরপত্র নিয়ন্ত্রণ, ডিও ব্যবসা, সরকারি পুকুর দখল, গরুর হাট ভরাটের নামে অর্থ আত্মসাৎ এবং পৌরসভায় সোলার লাইট স্থাপন, রাস্তাঘাট সংস্কারসহ উন্নয়ন প্রকল্প দেখিয়ে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। তিনি শেরকোল এলাকায় গড়ে তোলেন বিটিএ ইটভাটা, গরুর খামার, তৎসংলগ্ন ১২ বিঘা জমিও কিনেছেন। নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে বালুভরা-নিংগইন এলাকায় প্রায় ৩০ বিঘা জমির ওপর তার রয়েছে মাটি-বালুর ব্যবসা। সিংড়ার আউকুড়ি মৌজায় তার দোতলা বিল্ডিং ও গোডাউন, সিংড়া বাজারে তিনতলা বিল্ডিং, নাটোর-বগুড়া মহাসড়কসংলগ্ন বিচিত্রা সিনেমা হলের কোটি টাকার সম্পদ, পৌর শহরের গার্লস স্কুল ও থানা মোড় এলাকায় শৈলাশ নন্দীর কাছ থেকে নেওয়া প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ, উপজেলা কৃষি কার্যালয়সংলগ্ন কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ, ডাহিয়া ইউনিয়নের কৈডালা, বিলপাকুরিয়া ও মিমলসি মৌজায় প্রায় শত বিঘা কৃষিজমি। ঢাকায় ফ্ল্যাট বাড়ি-গাড়ি। এছাড়া রূপালী ব্যাংক নাটোর শাখায় তার স্ত্রী আসমাউল হুসনা নিপার নামে প্রতি মাসে লাখ টাকা জমার ডিপিএস রয়েছে বলে তার আত্মীয়-স্বজন সূত্রে জানা গেছে। সিংড়া পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেনের আবাসন প্রকল্প ব্যবসায় মেয়র জান্নাতুল ফেরদৌস পার্টনার হিসাবে রয়েছেন বলেও একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। এই বাহিনীর আরেক সদস্য সিংড়া পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ডালিম আহমেদ ডন। শিক্ষাগত যোগতা বলতে কিছুই নেই। তার বাবা পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল মান্নান মাদক কারবার নিয়ন্ত্রণ করেন। সিংড়া ফেরিঘাট এলাকায় অবস্থিত রানীমহলে সকাল-সন্ধ্যা বসে মাদকের হাট। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ফেরিঘাটসংলগ্ন গরু-মহিষ হাট এলাকাজুড়ে ছিল ডনের রাজত্ব। মাদক ব্যবসা, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ সব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তারই নেতৃত্বে চলত। গরু হাটের জায়গা দখল করে গোডাউন ও দোকান বাণিজ্য করেছেন। প্রশাসনের নাকের ডগায় আইকুড়ি মৌজায় সরকারি প্রায় ৪০ বিঘা কৃষিজমি খনন করে মাটি বাণিজ্য এবং এখনো সেই জমিতে মাছের ঘের করে দখলে রেখেছেন। সিংড়া বাস টার্মিনাল এলাকায় তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পুরো সময়ে শ্রমিক সংগঠনের নামে যানবাহনে ব্যাপক চাঁদাবাজি চলত। শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও সিংড়া পৌর আ.লীগের সভাপতির পদ বাগিয়ে নেন ডন। প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর বরাদ্দের নামে চাঁদাবাজি, জায়গা দখলসহ তার ডনগিরির কাছে আওয়ামী লীগের আমলে উপজেলার সবাই জিম্মি ও বোবা হয়ে গিয়েছিল। সিংড়া গরু হাট এলাকার বিধবা নারী কাজীনুর জরিন জাহানের কাছ থেকে কোটি টাকার সম্পদ জবরদখল করে গোডাউন নির্মাণ, শিক্ষিকা জেসমিন সরকারের ৩০ লাখ টাকার জায়গা দখল, কৃষক শামসুল ইসলামের জায়গা দখল, ব্যবসায়ী আব্দুল মান্নানের জায়গা দখলসহ বিভিন্ন মানুষের জায়গা দখলের অভিযোগ রয়েছে।

উপজেলা যুবলীগের সভাপতি সোহেল তালুকদার এই বাহিনীর আরেক সদস্য। এক সময়ের মুদি দোকানি আর রেন্ট-এ-কারের গাড়ির চালক থেকে এখন তিনিও কোটিপতি। পুরো আওয়ামী লীগ আমলে সিংড়া মৎস্য আড়ত ও সিংড়া বাস টার্মিনাল এলাকাকেন্দ্রিক চলে তার দখলদারিত্ব। পুকুর দখল, টেন্ডারবাজিসহ নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন তিনি। সিংড়া বাস টার্মিনালের বাস, ট্রাক, সিএনজিসহ বিভিন্ন যানবাহনের চাঁদার ভাগ নিয়মিত যেত তার পকেটে। ২০১৭ সালে নিজের ছেলে ইশানের নামে একটি মৎস্য আড়ত বসিয়ে সিংড়া মৎস্য আড়ত নিয়ন্ত্রণে নেন সোহেল তালুকদার। চলনবিলের অবৈধ সোঁতি, বানা, বাদাই ও সরকারি খাল-বিল, জলাশয়ের কয়েক কোটি টাকার মাছ তার আড়তে কেনাবেচা করতে সাধারণ মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীদের বাধ্য করেন। আত্মসাৎ করেন মৎস্য আড়তদার সমিতির সদস্যদের গচ্ছিত অর্থ।

এই বাহিনীর আরেক সদস্য ছিলেন উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি শরিফুল ইসলাম। তবে তিনি অন্য চারজনের মতো অত বেশি সম্পদ গড়ে তুলতে পারেননি। ফাইভ স্টার বাহিনী গড়ে তোলার কয়েক বছর পরই তার সঙ্গে পলকের মতপার্থক্য হওয়ায় তাকে পদ-পদবি থেকে বঞ্চিত করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। জুনাইদ আহমেদ পলক বিমানবন্দর থেকে আটক হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়াতেই গা-ঢাকা দেন ফাইভ স্টার বাহিনীর আলোচিত এই পাঁচ সদস্য।

চট্টগ্রামে শ্রী চিন্ময় প্রভুসহ আরো ১৮জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

অক্টোবর ২০২৪ ভোর ৫টায় বাদীর এজাহার গ্রহণ করেন। তিনি লিখেন, বাদীর কম্পিউটারে টাইপ করা এজাহার মামলা নং ৫২, তারিখ ৩১শে অক্টোবর ২০২৪ ধারা ১২০-খ/১২৪-ক/ ১৫০-ক/১০৯/৩৪ পেনাল কোড রাজু করা হইলো।

মামলার বিবাদীরা হচ্ছেন: (১) চন্দন কুমার ধর প্রকাশ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ৩৮, (২) অজয় দত্ত ৩৪, সমন্বয়ক হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, চট্টগ্রাম (৩) লীলা রাজ্ দাস ব্রহ্মচারী ৪৮ (৪) গোপাল দাশ টিপু ৩৮ (৫) ডাঃ কথক দাশ ৪০ (৬) প্রকৌশলী অমিত ৩৮ (৭) রনি দাশ ৩৮ (৮) রাজীব দাশ ৩২ (৯) কৃষ্ণ কুমার দত্ত ৫২ (১০) জিকু চৌধুরী ৪০ (১১) নিউটন দে ববি ৩৮ (১২) তুষার চক্রবর্তী রাজীব ২৮ (১৩) মিথুন দে ৩৫ (১৪)রুপন ধর ৩৫ (১৫) রিমন দত্ত ২৮ (১৬) সুকান্ত দাশ ২৮ (১৭) বিশ্বজিৎ গুপ্ত ৪২ (১৮) রাজেশ চৌধুরী ২৮ (১৯) হৃদয় দাস ২৫ প্রমুখ।

বাদী তাঁর আর্জিতে বলেন: গত ২৫শে অক্টোবর লালদীঘি ময়দানে সমাবেশের প্রাক্কালে আসামীরা কোতয়ালী থানার নিউমার্কেটস্থ জিরো পয়েন্ট স্তম্ভ ও আশেপাশে শিক্ষার্থী বিপবের টাঙিয়ে রাখা পতাকার ওপর ইস্কনের ধর্মীয় পতাকা ঝুলিয়ে দেয়, যা দেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় পতাকার অবমাননার সামিল। এটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অখন্ডতাকে অস্বীকারের নামান্তর এবং দেশদ্রোহিতা। বাদী এতে শ্রেণী বিদ্বেষ ও জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

বাদীর পরিচয়টা জানা প্রয়োজন ছিলো, কারণ একজন সাধারণ নাগরিক রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করতে পারেন কিনা তা আমার জানা নেই। চিন্ময় প্রভু একটি ভিডিও বার্তায় তার অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেছেন, আমি গ্রেফতার হলেও আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

চিন্ময় প্রভুর সাথে আমরা কথা হয়েছে। তিনি শক্ত আছেন, জানালেন যে, বৃহস্পতিবারের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন। প্রভু বলেছেন, তিনি না থাকলেও যাতে আন্দোলন অব্যাহত থাকে সবাই যেন সেই চেষ্টা করি। হিন্দুরা যে যেখানে থাকুন প্রতিবাদে সোচ্চার হোন। (চলবে)

শিতাংশু গুহ , নিউইয়র্ক

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

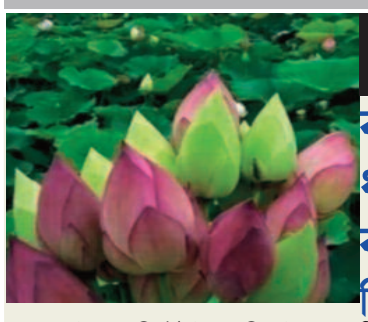

সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ধারায় বাংলাদেশী কবিদের অবদান

বিচিত্র কুমার

বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসে কবিদের স্থান অনন্য। এক অনন্ত যাত্রার প্রতীক হয়ে তারা সমাজের আয়না হিসেবে কাজ করেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশী কবিরা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জনগণের জীবনের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাদের কাব্যপ্রবাহ শুধুমাত্র সৃজনশীল রচনা নয়, বরং প্রতিটি শব্দে মিশে থাকা যন্ত্রণার, আনন্দের, সংগ্রামের গভীর অনুভূতির অনুরণন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের জন্মের প্রেক্ষাপটে কবিদের রচনা ছিল এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই সময়কার কবিরা স্বাধীনতার চেতনা, দেশের প্রতি প্রেম এবং আত্মত্যাগের অমর বার্তা তুলে ধরেছেন। তারা একদিকে জীবন, প্রকৃতি, সামাজিক অস্থিরতা এবং মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে বাঙালির পরিচয়কে এক শক্তিশালী ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে কবিতার এই বিশাল অবদান কেবলমাত্র ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং জাতীয় সত্তার নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশী কবিদের প্রথম দিকের অবদান এবং প্রভাব বোঝার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যদিও এই দুই কবি বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছেন, কিন্তু তাঁদের রচনায় বাংলার জীবন, বাঙালি সমাজের বাস্তবতা, এবং জাতিগত সংস্কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের অন্যান্য কবিরা তাদের আলাদা কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছেন এবং এক নতুন ধারার কবিতা সৃষ্টি করেছেন যা স্থানীয় সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরে।

বাংলাদেশের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ ছিল এক যুগান্তকারী অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন কবি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের মহিমাকে তাদের লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এ সময়কার কবিরা শুধু যুদ্ধের ভয়াবহতা কিংবা জনগণের কষ্টই দেখাননি, বরং স্বাধীনতার স্পৃহা এবং বিজয়ের গৌরবকেও রচনা করেছেন। কবি শামসুর রাহমানের "স্বাধীনতা তুমি" বা "তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা" কবিতাগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক হিসেবে আজও অম্লান হয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন কবি আল মাহমুদও এই ধারায় সমৃদ্ধ অবদান রেখেছেন।

বাংলাদেশী কবিরা যুগ যুগ ধরে মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, আর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনশীল চিত্র তুলে ধরেছেন। কবি রফিক আজাদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভাবান কবিরা বাংলাদেশের সাহিত্যকে এক নতুন রূপ দিয়েছেন, যা শুধুমাত্র তাদের যুগেই সীমাবদ্ধ নয় বরং উত্তরাধিকার হিসেবে আজও বেঁচে আছে। এঁরা জীবন ও প্রকৃতিকে নিজের লেখায় এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে পাঠক কেবল শব্দের বাহারি সাজে মোহিত হয়নি, বরং তাদের অন্তরে গেঁথে থাকা অনুভূতিগুলো মর্মে মর্মে অনুভব করেছে।

এছাড়াও কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা বাংলাদেশের কাব্যধারাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর সহজ, সরল ভাষায় গভীর দর্শন আর মানবিকতার চিন্তাধারা মানুষকে ভাবায় এবং নতুন কিছু শেখায়। সমাজের অসঙ্গতি, অর্থনৈতিক অসাম্য, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তিনি সবসময় সরব থেকেছেন। এই ধরনের কবিতাগুলি বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম এবং সামাজিক ন্যায়বিচার চেতনায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ এবং একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশী কবিরা কেবল দেশপ্রেম, প্রেম, প্রকৃতি কিংবা মানবিকতা নয়, বরং আধুনিক জীবনের জটিলতা, প্রযুক্তির প্রভাব এবং গ্লোবালাইজেশনের নানা দিক নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের লেখায় এই পরিবর্তনশীল সমাজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। যেমন হেলাল হাফিজের কবিতা সামাজিক জীবন এবং রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণকে বিশেষভাবে মূর্ত করে তোলে। তাঁর "এখন যুদ্ধে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না" বা "নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়" এর মতো কবিতাগুলি আধুনিক বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থাকে আঘাত করে চিন্তার খোরাক দেয়।বাংলাদেশের নারী কবিরাও বাংলা সাহিত্যে অবদান রেখে চলেছেন, এবং তাদের রচনা নারীর জীবনের এক আলাদা স্বর তৈরি করেছে। কবি সুফিয়া কামাল একজন প্রভাবশালী নারী কবি হিসেবে উদাহরণযোগ্য। তাঁর রচনায় নারীর সংগ্রাম এবং মুক্তি ছাড়াও সমাজের সামগ্রিক অবস্থান প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আসা কবি কবি রুবী রহমান, কবি তসলিমা নাসরিন প্রমুখ নারীর জীবনের অনুপ্রেরণা ও বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন, যা নারী অধিকার নিয়ে বাংলাদেশে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হিসেবে দেখা দেয়।

সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশী কবিদের রচনা পরিণত হয়েছে, আরও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারা শুধুমাত্র সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং ব্যক্তিজীবনের গভীর অনুভূতিগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রেও সমানভাবে দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই কবিরা বাংলা ভাষার ধ্বনি, ছন্দ এবং রূপকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। সমকালীন কবিরা অনেক বেশি সাহসী, তারা অবিরাম পরিবর্তনশীল পৃথিবীর নানা দিক নিয়ে কাজ করছেন। আজকের কবিদের মধ্যে কিশোরদাশী কবি রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ এবং নির্মলেন্দু গুণ নতুন ধারা তৈরি করেছেন। তারা শব্দের ব্যবহারে এবং কাব্যের গঠনপ্রণালীতে নতুন রীতির সূচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ধারায় বাংলাদেশী কবিদের অবদানকে কেবল কবিতার বিবর্তনের দিক থেকে বিচার করলে তা অপূর্ণ থেকে যাবে। কারণ এই কবিরা শুধু সাহিত্যিক ভাবধারাই সৃষ্টি করেননি, বরং স্বাধীনতা, সংস্কৃতি এবং সমাজের অগ্রগতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা একদিকে সমাজের প্রতিবিম্ব যেমন দেখিয়েছেন, অন্যদিকে দেশের মঙ্গল কামনায় জীবনকে রংধনুর মতো নানা রঙে গেঁথেছেন। তারা বাঙালির পরিচয়কে এক শক্তিশালী ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। সার্বিকভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশের কবিরা বাংলা সাহিত্যের ধারায় যে অবদান রেখে চলেছেন, তা তাদের নিজস্ব জীবন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ। কবিদের হাত ধরে বাংলা সাহিত্য এক মহীরুহের রূপ নিয়েছে, যা শুধু সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে না বরং প্রতিটি প্রজন্মের জন্য নতুন উপলব্ধি এবং চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে। বাংলাদেশী কবিরা ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে কালের আয়নায় নিজেদের অমরতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা আজও আমাদের হৃদয়ে চিরকালীন অনুপ্রেরণা হিসেবে গেঁথে আছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ!

কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা জন্মভূমি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমি অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ

www.jonmobhumi.com

নবনীতার চিঠি

সোমা মুৎসুদ্দী

গতকাল পুরনো বইয়ের ভাজে পেলাম
নবনীতার চিঠি।
নবনীতা কে জানতে চেওনা তবে এটুকু জানো
তার,হাসিতে সবুজ শ্যামল প্রকৃতিও যেনো হেসে উঠতো।
নবনীতার চলার ছন্দে ছিলো মাদকতা,নদীর উচ্ছলতা,
নবনীতা কথা বললেই যেনো অমিমাংসিত কোনও কবিতা
পূর্ণতা পেতো কবির কলমে
নবনীতা কে জানতে চেওনা,শুধু এটুকু জেনে রেখো নবনীতা,
আমর হৃদয়ের কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে প্রিয় সেই হাসিতে।

মজার খেলা

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

তাধিন ধিন তাধিন ধিন
খুকুর পায়ে নূপুর,
বাজছে তালে সাজছে তালে
কেমন রাঙা দুপুর।
খেলার সুখে অথই খুশি
চাঁদের হাটের মেলা,
রঙিন কত খেলার ধুম
জমছে সুখে খেলা।
লেজ দুলিয়ে পুষি বিড়াল
দৌড়ায় সারা ঘরে,
আনন্দ বয় খেলার ঘরে
কতই ফূর্তি করে।
খেলনা নিয়ে মজার খেলা
যায় তো সুখে বেলা,
সঙ্গী সাথীরা সাথে বেশ
আহা আনন্দ মেলা!
ছুটির দিনে অথই খুশি
হাসির বানে ভাসে,
খেলায় মেতে দুঃখ ভুলে
রঙিন মুখে হাসে।

দীপাবলীর দীপ

বিজন বেপারী

সূর্য হয়ে আসবে আলো
জ্বলবে শহর পাড়া
মিটিমিটি হাসি দেখে
হাসে চাঁদের তাঁরা।

দীপাবলীর দীপ জ্বেলে যাই
ঘোর আঁধারের মাঝে
জ্বলে উঠুক বিশ্ব বিবেক
মানবতার কাজে।

ত্রিনয়নীর আলো এমন
দুঃখ মুছে যাক
শ্যামা মায়রে মন্দিরেতে
বাজুক শঙ্খ ঢাক।

যুদ্ধ বোমা বিকল হয়ে
আতশবাজি হোক
মা তুমি সেই অসুরগুলোর
খোলো অন্তর চোখ।

ন্যায্য দাবী

মজনু মিয়া

কল কারখানা জমি জমায় দিনে রাতে
গায়ের ঘামে ফলায় ফসল দুটি হাতে,
দাবী তাদের জীবন যেনো বাঁচে তাতে
মরণ যেনো হয় না কভু অপঘাতে!
মিটাই দিয়ে ন্যায্য দাবী তাদের তরে
সহযোগির হাত বাড়াই তাই যত্ন করে।
বাঁচলে শ্রমিক বাঁচবে এ দেশ দেখুন ভেবে
অর্থ কড়ি আসে তাদের হাতে চেপে।

রাস্তায় কেনো শ্রমিক ঘুরবে পড়ে পড়ে মরবে
মাথায় হাত মনে রাখবে কর্মে কে আর লড়বে?
মালিক শ্রমিক মিলে গিয়ে চললে পরে
বাঁচবে শ্রমিক মালিক বাঁচবে দেশের তরে।

আয় দেখে যা আয়

রাজীব হাসান

ছোটন ঝোটন কই রে তোরা
আয় দেখে যা আয়
কেমন করে পায়রা জোড়া
আড়ে আড়ে সে চায়।

আয় দেখে যা কেমন করে
খায় সে খুটে খুটে
সুযোগ পেলে বাক বাকুম বাক
ডাক দিয়ে সে উঠে।

আয় দেখা আয় শীতের ভোরে
মেঘ কুয়াশার মেলা
কেমন করে ভাসছে জলে
শাপলা পাতার ভেলা।

আয় দেখে আয় রে তোরা আয়
শিশির ভেজা ঘাসে
কেমন করে মাকড়সা আজ
জাল বানিয়ে হাসে।

ভাঙ্গবে রসের মেলা

মহসিন আলম মুহিন

কেউ রবে না এই দুনিয়ায় ভাঙ্গলে রসের মেলা,
সময় হলে আসবে সমন সাঙ্গো হবে খেলা।।

মিছে মায়া, মিছে কায়া, কিসের এতো ডাট,
বেলা শেষে, ঐ দূরদেশে চার বেহারার খাট।।

আপন-আপন ভেবে গেলে, কেউতো আপন নয়,
ভাঙ্গবে আসর, ডুবলে বেলা, কিছুই তোমার নয়।।

আসলে ভবে, যেতেই হবে এটাই সত্য কথা,
থাকতে সময় করতে হবে আমল ভালো এথা।।

কয়দিন করবে কান্নাকাটি-আছে ওয়ারিশ যারা,
তারপর যাবে ভুলে সবাই-নাম নেবে না তারা।।

এই দুনিয়ার মিছে মায়ার লোভ লালসা ছাড়ো,
শত জনম থাকবে যেথায়-তাহার পুঁজি করো

শীতের দিনে বৃষ্টি

মহম্মদ সফিকুল ইসলাম

শীতেরদিনে বৃষ্টি এলে
শীত কমে যায় ক্ষণিক,
ঝিঙ্গা পটল গাজর মূলা
ক্ষেতে পায় তার টনিক।

মেঘলা আকাশ চুপটি করে
গুমরে মরে যেদিন,
বৃষ্টির রবির লুকোচুরি
রাতে কাঁপন সেদিন।

নিম্নচাপে বজ্রবিহীন
ইলশেগুড়ি জলে,
শীতের সবজি মাঠের পরে
সোনা হয়ে ফলে।

মাটি শুকোয় শীতের দিনে
তাপ কমে যায় রাতে,
নলেনগুড়ের মোয়া নাড়ু
কচিকাঁচার হাতে।

হঠাৎ যখন রোদের ঝিলিক
আবার আসে ফিরে,
আনন্দেতে বালকেরা
ভেড়ে নদীর তীরে।

শূন্যতা

রুস্তম আলী

কেউ কারও শূন্যতা পূর্ণ করে না
শূন্যতা থেকেই যায়।
চলে গেলে ফের কেউ ফিরে আসে না,
দৃষ্টিহীনতার আড়ালে চিরতরে থেকে যায়।
যেমন চলে গেছে দাদু, দাদি, নানা, নানি,
খালা, ফুফু ও আমাদের পূর্বসূরি'রা।
থেকে গেছে গেছে তাদের শূন্যতা।

শরতের পাকা তাল

সুশান্ত কুমার দে

শরতের পাকা তাল
গ্রীষ্মকালে চোখ,
হেমন্তে আঁটি কেটে
শাঁস খায় লোক।

গ্রীষ্মকাল কাঁচা তাল
চোখ কাটে গাছি,
রসে ভেজা চোখ দুটি
গাছি পায় হাসি।

সকাল সন্ধ্যায় গাছিরা
চোখে পাতে ভাঁড়,
খুব ভোরে পেড়ে আনে
চাপিয়ে দুই ঘাড়!

মৌমাছিরা গাছির পিছু
করে বুঝি ধাওয়া,
এমন স্বাদের মধুর রস
হয়না তার খাওয়া?

রস জ্বেলে গুড় পাটালী
কি যে মজার স্বাদ,
খোকা খাবে, তাল বড়া
খাবে সোনার চাঁদ!

রুপ করে ঝলমল!

শ্যামল বণিক অঞ্জন

প্রকৃতিতে যায় পাওয়া যায় শীতের পুর্বাভাস,
হেমন্তেরই হিম সকালে শিশির সিক্ত ঘাস।
শিউলী ফুলের সুগন্ধীতে মুগ্ধ মনও প্রাণ!
নেয় কেড়ে নেয় হৃদয় যেন আমন ধানের ঘ্রাণ!
কামরাঙা আর চালতাগুলো জিভে আনে জল!
ঋতু রাণী হৈমন্তির রুপ করে ঝলমল!

কিছু লোক

মোহাম্মদ মিজান মাঝি

কিছু লোক মন ভোলা
কিছু আছে স্বভাব
ধারদেনা খোঁজ নিলে
ধরে ভিষণ ভাব।

কিছু করে ছ্যাঁচড়ামি
সামর্থ্য থাকিতে
ঘুরাঘুরি করে খুব
বহুবার চাহিতে।

কিছু থাকে ধান্দায়
মেরে দেয়া ইচ্ছা
দেখা হলে এ-ই সেই
শোনায় যে কিচ্ছা।

কিছু খুব চিন্তায়
থাকে যে ক্লান্ত
পরিশোধ হলে ঋণ
হয় পরে শান্ত।

কিছু থাকে চুপচাপ
নিয়ে লাজ শরম
সহয়তা নিতে কারো
হয় না যে নরম।

কবি লেখকদের প্রতি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশের জন্য যারা কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখে পাঠান তারা পূর্বের লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরই পরবর্তী লেখা পাঠাবেন। কোন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ চার সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অমনোনীত বলে গণ্য হবে - **সম্পাদক**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

উৎসব একার নয়, সবার

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন বড় লেখকের লেখায় পড়েছি, যার শৈশব নেই তার মতো অভাগা বোধহয় কেউ নেই। আমি অভাগা নই। আমার অসম্ভব সুন্দর একটি শৈশব আছে। সেই শৈশবের উজ্জ্বল স্মৃতি প্রতিনিয়তই আমাকে নাচিয়ে বেড়ায়, সদ্য একাত্তর পার হওয়া বয়সে এসেও। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, আমার সেই সোনারং উজ্জ্বল শৈশব-স্মৃতির কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমার সকল শৈশব-স্মৃতির দলিল লুট হয়ে গেছে। বাড়ির সকল সহায়-সম্বলের সঙ্গে আমাদের পরিবারের স্মৃতি ধরে রাখা সাদাকালো অসংখ্য ফটোগ্রাফের অ্যালবামগুলোও বেরসিক তস্করের দল লুটে নিয়েছে। সেই সব অ্যালবামের ভাঁজে ভাঁজে কত না ছবি। তিন ভাইবোনের বেড়ে ওঠা, বাবা-মার অতি পবিত্র একজোড়া হাস্যোজ্জ্বল মুখ,আত্মীয় সহপাঠীদের সঙ্গে দুষ্টুমি ইত্যাদি কত না ছবি ছিল অ্যালবামগুলোতে। শত কাঁদলেও আর ফিরে পাওয়া যাবে না আমার শৈশব স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ ফটোগ্রাফিক ডকুমেন্টস।

একটা ফটো আছে আমার স্মৃতিতে ভীষণ উজ্জ্বল। গায়ে বোটল গ্রিন রঙের কর্ডের ব্লেজার, গলায় স্কার্ফ, পায়ে কালো নটিবয় শু। ছোট ভাইয়ের গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি পূজা মণ্ডপের সামনে। পেছনে বর্ণিল দুর্গা প্রতিমা। তার মানে দুর্গাপূজার কোনো একদিনের ছবি। হতে পারে সপ্তমী, অষ্টমী কিংবা নবমীর। ৬০-৬৫ বছর আগে তো হাতে হাতে মোবাইল ফোন ছিল না। তবে আমাদের ছোট্ট জেলা শহরে একটা ফটো তোলার দোকান ছিল। নাম ওরিয়েন্ট স্টুডিও। ফটো তুলতেন সুদর্শন যুবক সুব্রত দা। দা কারও উপাধি হয় কিনা জানি না। তবে শহরের একমাত্র ফটোগ্রাফার সুব্রত দা ছিলেন ছোট-বড় সবার কাছে সুব্রত দা। স্টুডিওর তিনিই ফটোগ্রাফার, তিনিই মালিক। সুদূর চট্টগ্রাম থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পার হয়ে সুব্রত দা কীভাবে যে সংসার বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের ছোট্ট ফরিদপুর শহরে এসে ফটোগ্রাফের স্টুডিও খুললেন তা ভাবনার বিষয় তো বটেই। মহালয়ার ভোর বেলা থেকেই শুরু হতো শীতের পোশাক পরা। সন্ধ্যে বেলা, পাড়াজুড়ে বাড়িতে বাড়িতে উলু আর শঙ্খধ্বনি আর উঠোনের তুলসীতলায় মা পিদিম জ্বেলে বাড়িময় ধুপ-ধুনো দিতেন। মায়ের গলা জড়িয়ে থাকা শাড়ির আঁচলে ঝুলত চাবির গোছা।

ফিরে আসি বোটল গ্রিন কোট আর স্কার্ফের ফটোতে। তখনকার কার্তিক মাসে ফরিদপুরে অতটাই কি শীত পড়ত, দার্জিলিংবাসীর মতো ওই রকমের শীতের পোশাক পরতে হতো। তাও আবার রোদেলা দিবালোকে? এরকম প্রশ্ন মনে আসতেই পারে। উত্তর হলো আগের রাতে ধুমজ্বর এসেছিল। সকালে জ্বরটা একটু কমে আসায় অনুমতি মিলেছিল পাড়ার মণ্ডপে গিয়ে প্রতিমা দর্শনের এবং সেটা যথাযথ গরম কাপড় গায় জড়িয়ে। জ্বরটা যে আবার ফিরে আসবে না তাই বা কে জানে ! হঠাৎ না বলে জ্বর আসার কারণ তখন বুঝতাম না, এখন বুঝি। তখনকার দিনে শরৎ আসতে না আসতে আকাশের কালচে রং বদলে স্বচ্ছ নীলচে হতে শুরু করত। সেই সঙ্গে দিনের বেলা রোদের তেজ বাড়লেও ভোর ভোর সময় কাঁথা গায়ে দিতে হতো। সন্ধ্যা বেলাতেও হালকা শীত। সেই সময় স্কুলে শুরু হতো শরৎকালীন লম্বা ছুটি। কোর্ট-কাচারী করা বয়স্করা বলতেন, অটাম ভ্যাকেশন। আমরা বলতাম পূজার ছুটি। পাড়ায় পাড়ায় তখন প্রতিমা গড়ার কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তেতে ওঠা রোদের ভেতর এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে ছোটাছুটি। আর মণ্ডপের গণেশ কতখানি আকৃতি পেল, কার সিংহ কতটা বিকৃতভাবে মুখ হা করে মহিষাসুরকে কামড়ে ধরেছে, আর ময়ূরটা পাখা মেলে উড়াল দিল বলে ইত্যাদি দেখতে দেখতে দুপুর পার। বড়দের কেউ এসে যখন টেনেহিঁচড়ে বাড়িতে নিয়ে হাজির করত তখন সারা শরীর ঘর্মাক্ত এবং কাদামাটি মাখা। ওই ঘর্মাক্ত শরীরে নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি হুটোপুটি। কোনোরকমে নাকেমুখে ভাত গুঁজে বড়দের চোখ ফাঁকি দিয়ে আবার রোদের মধ্যে দে দৌড়। দিনের বেলা তেতে ওঠা গরমের পর সন্ধ্যায় শীতের হিম। দিনের পর দিন এভাবে চললে জ্বর না এসে পারে! আমার এই জ্বরের ব্যাপারটি প্রায় প্রতি বছরেই হতো। পূজার সময় অন্তত একটি দিন ঘরে শুয়ে শুয়ে পার করতে হতো আমাকে। ডাকঘরের অমলের মতো জানালায় বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম বাইরে। দেখতাম নতুন জামাকাপড় পরে সমবয়সীরা প্রতিমা দেখতে যাচ্ছে। দুই চোখ বেয়ে জল গড়াত তখন। পূজার একটা দিন হাত ফসকে বেরিয়ে যাবার কষ্ট সহ্য করা খুবই কঠিন ছিল। একবার পুজোয় সপ্তমী-অষ্টমী দু'দিন রবিনসন্স বার্লি, অ্যালকালি মিক্চার আর সাবু মাখা। নবমীর সন্ধ্যায় জ্বরহীন শরীরে নতুন জামা-প্যান্ট জড়িয়ে যখন মামার হাত ধরে পাড়ার মণ্ডপে যাচ্ছিলাম তখন দুর্বলতায় মাথাটা বেশ টলছিল।

এরপর প্রতি বছর অবস্থা এমন হয়েছিল যে দুর্গাপূজার কথা ভাবলেই জ্বর আসার দুশ্চিন্তা আমাকে এমনই পেয়ে বসত যে পাঁচ দিনের আনন্দ উৎসব উপভোগ করার উৎসাহই দমে যেত। কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের ভয় কেটে যেতে শুরু করল এবং প্রতি বছরকার জ্বরও -বাকী ২৯ পাতায়

হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর মাজারে পিছনের কথা

এয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সিলেট অঞ্চল লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তিয়া নামে তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজা গৌড় ছিল সিলেটের শেষ হিন্দু রাজা। সিলেট শহর ছিল রাকা গৌড় গোবিন্দের রাজধানী। রাজা গোবিন্দ ছিলেন একজন পাহাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি এবং সিলেটের মগ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি এবং সিলেটের মগ সম্প্রদায়ের বর্তমান সিলেট জেলার জৈন্তা, কানইঘাট ও গোয়াইনঘাট থানা ছাড়া সমগ্র সিলেট জেলা এবং সুনামগঞ্জ জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা দৌড় গোবিন্দের রাজত্বকালে সিলেটে কয়েক ঘর মুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করত। শহরের অদূরবর্তী টুলটিকর এলাকায় এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান হযরত শেখ বুরহান উদ্দীন (রাঃ) নিজ ছেলের আকিকা উপলক্ষ্যে একটি গরু জবাই করেন। একটি পাখি এক টুকরো গরুর গোশ্ত রাজবাড়িতে ফেলে দেয়। তাই রাজ্যে গোহত্যার দুঃসাহসে গোবিন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার আদেশে বুরহানউদ্দিন (রাঃ) কে নবজাত শিশুসহ খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা হয়। অত্যাচারী রাজা বন্দি বুরহানউদ্দিনের হাত কেটে ফেলার এবং নবজাতক শিশুটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। রাজার নির্দেশ পালন করা হয়। বুরহানউদ্দিন (রাঃ) তৎকালীন সুলতান ফিরুজ শাহ'র কাছে এই অমানবিক জুলুমের বিচার প্রার্থনা করেন। সুলতান

সেনাপতি সিকান্দর খানকে প্রতিকারার্থে প্রেরণ করেন। সেনাপতি দীর্ঘকাল যুদ্ধ করার পর সৈন্যসহ বরাক নদী অতিক্রম করতে গেলে গোবিন্দ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। গোবিন্দের যাদু বিদ্যার কাছে সিকান্দর খান টিকতে না পেরে যুদ্ধ বন্ধ করে বাংলার তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁও অভিমুখে রওনা দেন। গৌড় গোবিন্দ তখনকার মত রক্ষা পান। সেনাপতির পরাজয়ের খবর জানতে পেরে সুলতান ফিরুজ শাহ সৈয়দ নাসির উদ্দিনকে সেনাপতি নিযুক্ত করে তার নেতৃত্বে একদল সৈন্য সিকান্দর খানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এই সময় হযরত শাহজালাল (রাঃ) ও সোনারগাঁয়ে অবস্থান করছিলেন। হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর সিলেট বিজয় সেনাপতি সিকান্দর খান এবং নাসির উদ্দীন সোনারগাঁওয়ে হযরত শাহাজালাল ইয়ামনীর (রাঃ) কাছে উপস্থিত হয় তাঁর সাহায্য কামনা করেন। হযরত শাহজালাল (রাঃ) তাদের সহযোগিতার জন্য ৩৬০ জন শিষ্যসহ জিহাদে শরীক হন। ইতিমধ্যে লাউড় রাজ্যের রাজা গৌড় গোবিন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। গুপ্তচরের মাধ্যমে হযরত শাহজালাল (রাঃ) ও ৩৬গ আউলিয়াসহ সিকান্দরের পু-নরাভিযানের খবর জানতে পেরে লাউড় রাজ গোবিন্দের পরামর্শ মতে ব্রক্ষপুত্র নদীর নৌকা পারাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি। হযরত শাহজালাল (রাঃ) হরিণচর্ম জায়নামাজে করে নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হন। নদী অতিক্রমের সংবাদ পেয়ে লাউড রাজ ভাবলেন এবার আর রক্ষা নেই। পূর্বে তিনি সিকান্দরের সঙ্গে যুদ্ধ করে একবার শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন, সে সময় লাউড় রাজার দল পিছু হটেছিল। এবারও তিনি পিছু হটলেন। হযরত শাহ-জালাল (রাঃ)-এর নেতৃত্বে তার দল অবলীলাক্রমে নদী অতিক্রম করে বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জের কাঝে দিনাজপুর পরগনার চৌকি নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। চৌকি ছিল রাজা গোবিন্দ'র দক্ষিণ সীমান্ত। চৌবি নামক স্থানেই এই বাহিনীকে আক্রমণ করা গোবিন্দ সুবিধাজনক মনে করলেন। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে চৌকিতে হযরত শাহজালাল (রাঃ) এবং গৌড় গোবিন্দ'র বাহিনীর প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৩০৩ খ্রিস্টব্দে হযরত শহজালাল (রাঃ) তাঁর ৩৬০ আউলিয়া নিয়ে প্রায় বিনা যুদ্ধে সিলেট জয় করেন। অত্যাচারী রাজা গৌড় গোবিন্দ নানা যাদু বিদ্যায় আশ্রয় নিলেও শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যান। সিলেটে হযরত শাহজালাল (রাঃ) হযরত শাহজালাল (রাঃ) সঙ্গে আনীত আরবের এক মুঠো মাটির (ওস্তাদ প্রদত্ত) সঙ্গে সিলেটের মাটির সাদৃশ্য পেয়ে সিলেটেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। হযরত শাহজালাল (রাঃ) যখন সিলেট-(বাকী ২৯ পাতায়)

ডাঃ ইফতেখার চৌধুরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন

দেবী লক্ষ্মীরও আটটি রূপ আছে, সেগুলি কী কী? কোন রূপের কী মাহাত্ম্য?

দেবী লক্ষ্মী আট রূপে পার্থিব এবং অপার্থিব আট প্রকার সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ঢাকা ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর : বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে দেব এবং অসুরের ক্ষীরসাগর মন্থন কালে দেবী লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। শাস্ত্রমতে দেবী লক্ষ্মীর আট রূপ। দেবী লক্ষ্মী আট রূপে পার্থিব এবং অপার্থিব আট প্রকার সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আদিলক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মী:

দেবী আদিলক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মীর চারটি হাত। দেবীর এক হাতে থাকে পদ্ম, এক হাতে থাকে সাদা পতাকা, অন্য দুই হাতে থাকে অভয় মুদ্রা এবং বরদা মুদ্রা। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে আদিলক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মীর সঙ্গে বৃহস্পতি গ্রহের সম্পর্ক রয়েছে।

ধনলক্ষ্মী:

দেবী ধনলক্ষ্মী লালবসনা। দেবীর ছয় হাতে ছয়টি জিনিস থাকে। সেগুলি হল– চক্র, আম্রপল্লব ও নারকেল বসানো কলসি, তির-ধনুক, পদ্ম, সোনার মুদ্রা এবং অভয় মুদ্রা। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে দেবী ধনলক্ষ্মীর শুক্র গ্রহের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।

ধান্যলক্ষ্মী:

ধান্যলক্ষ্মী দেবী সবুজ বসনা। মা লক্ষ্মীর এই রূপের আটটি হাত। আট হাতের দু'টি হাতে থাকে পদ্ম। অন্যান্য হাতগুলিতে থাকে গদা, ধান, আখগাছ, কলা, অভয় মুদ্রা এবং বরদা মুদ্রা। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে দেবী ধান্যলক্ষ্মীর সূর্য এবং চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।

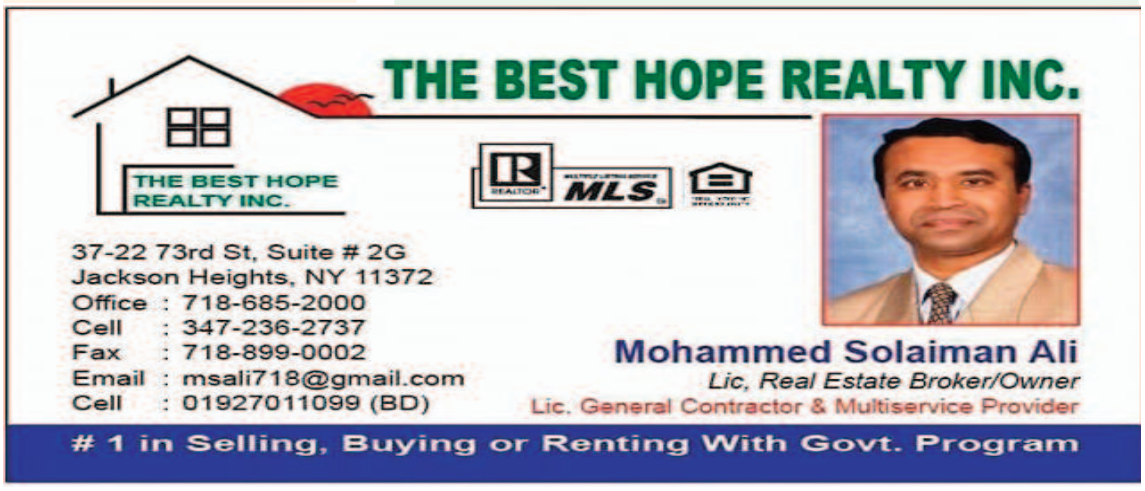

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ঢাকা কড়চা

সড়ক অবরোধ করে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের শাটডাউন, তীব্র যানজট

ঢাকা,স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৭ কলেজের শিক্ষার্থীরা শাটডাউন কর্মসূচি পালন করছেন। তারা গতকাল বেলা ১২টা থেকে দিনভর সায়েন্সল্যাব এলাকার সড়ক অবরুদ্ধ করে রাখে। এতে ওই এলাকা সংলগ্ন রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়, সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হন যাত্রীরা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এদিকে রূপান্তর কমিশন গঠনের দাবিতে আজও সকাল-সন্ধ্যা ব্লকেড কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তারা।

শাটডাউনের ফলে মিরপুর-আজিমপুর সড়ক, শাহবাগ-ধানমন্ডি সড়ক, ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আশপাশের এলাকাগুলোও স্থবির হয়ে যায়। যার পরোক্ষ প্রভাব পড়ে পুরো ঢাকায়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা রাস্তায় থাকতে চাই না, শিক্ষা বৈষম্য দূর করা জরুরি। তারা জরুরি ভিত্তিতে কমিশন গঠনের দাবি জানান। সেই লক্ষ্যে তারা সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য শিক্ষার্থী প্রতিনিধি বাছাইয়ের কাজ করছেন। এর আগে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর কমিশন গঠনের জন্য বেলা ১২টায় ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে এসে সায়েন্সল্যাব অবরোধ করেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ সময় শিক্ষার্থীরা সাত কলেজের বৈষম্য দূরীকরণে নানা ধরনের স্লোগান দিতে থাকে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি নিয়ে আগামী সপ্তাহে সভায় বসবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৭ কলেজের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গঠিত মন্ত্রণালয়ের ১৩ সদস্যের কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ খালেদ রহীম এই তথ্য জানান। এ ছাড়াও কলেজগুলোর একাডেমিক ও প্রশাসনিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রথম সভা গতকাল অনুষ্ঠিত হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের কলেজ শাখার অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহীম সভার বিষয়ে জানান, এ সভায় প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। অধ্যক্ষরা ৭ কলেজ শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী সভায় সমস্যাগুলো উপস্থাপন করবেন। একই সঙ্গে শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরাও এ সভায় উপস্থিত থাকবেন। কলেজ অধ্যক্ষরা নিজেদের কলেজের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভায় উপস্থিত হবেন। আগামী সপ্তাহে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কলেজ সংক্রান্ত বিষয় হওয়ায় এ সভায় মাউশির ডিজিও উপস্থিত থাকবেন। সাত কলেজে পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাটা বেশি হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকও উপস্থিত থাকবেন।

গত ২২শে অক্টোবর সাত কলেজ সংস্কারে একাডেমিক ও প্রশাসনিক সমস্যা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩ সদস্যের কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর কমিশন গঠনের দাবি জানায়। দাবি আদায় না হওয়ায় তারা কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ায় ঘোষণা দেন। গত ২১শে অক্টোবর এবং ২৩শে অক্টোবর সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। পরে ২ দফায় ২৪ ঘণ্টা করে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেয়া হয়। এরপর গত ২৪শে অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সাত কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক সমস্যা নিরসনকল্পে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

ডেঙ্গুতে একদিনে সর্বোচ্চ ১৩১২ রোগী হাসপাতালে ভর্তি, আরও ৬ প্রাণহানি

ঢাকা, ডেঙ্গুতে মৃত্যু ও আক্রান্তের তালিকা প্রতিদিনই লম্বা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও ৬ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে চলতি বছরে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৬ জনে। অক্টোবরের ২৯ দিনেই মারা গেছেন ১২৩ জন। যা এবছরে সর্বোচ্চ মৃত্যু। চলতি বছরে ডেঙ্গুতে একদিনে সর্বোচ্চ ১৩১২ রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ বছরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯ হাজার ৪২০ জনে। গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক তথ্যে এটা জানানো হয়। এতে বলা হয়, ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে আরও ১৩১২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময়ে ডেঙ্গুতে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকার ৫০৩ জন রয়েছেন। এ ছাড়াও ঢাকা বিভাগে ২৪৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৯ জন, বরিশাল বিভাগে ১১৮ জন, খুলনা বিভাগে ১৬৯ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ২৮ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪০ জন, রংপুর বিভাগে ১৭ জন, সিলেট বিভাগে ২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মোট ৫৯ হাজার ৪২০ জন। যাদের মধ্যে ৬৩ দশমিক ২ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৬ দশমিক ৮ শতাংশ নারী। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত মৃত ২৮৬ জনের মধ্যে ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৫৩ দশমিক ৫ শতাংশ নারী।

দুই রিটই প্রত্যাহার করে নিলেন হাস-নাত-সারজিস

ঢাকা ডেস্ক, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ১১টি দলকে কোনো রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে অনুমতি না দিতে এবং বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের (দশম, একাদশ ও দ্বাদশ) বৈধতা নিয়ে করা তিন ছাত্র নেতার করা দুটি রিট না চালানোর কথা জানানো হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে রিট দুটি না চালানোর কথা জানান রিট আবেদনকারীদের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম। এরপর আদালত রিট আবেদন দুটি উত্থাপিত হয়নি বলে খারিজ করে দেন। এ সময় আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী, আখতার হোসেন ও মো: আবদুল ওয়াহাব। সোমবার হাইকোর্টে পৃথক রিট আবেদন দুটি করেছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সারজিস আলম, আবুল হাসনাত (হাসনাত আবদুল্লাহ) ও হাসিবুল ইসলাম।

একটি রিটে আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলকে কোনো রাজনৈতিক কর্মকা- চালানোর অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চাওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সব ধরনের নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে দলগুলোকে বিরত রাখতে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, সেই বিষয়েও রুল জারির আবেদন করা হয় রিটে। রিট আবেদনে নির্বিচার মানুষ হত্যা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা, বেআইনি প্রক্রিয়ায় অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকা- নিষিদ্ধের কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, এ মর্মে রুল জারির আর্জি জানানো হয়।

অপর রিটে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছিল। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনের গেজেট কেন বাতিল ঘোষণা করা হবে না, সে বিষয়েও রুল চাওয়া হয়েছিল। রিটে ওই তিন নির্বাচনে সংসদ সদস্য হয়ে প্লট বরাদ্দ পাওয়া, ডিউটি ফ্রি গাড়ি আমদানিতে কাস্টম বেনিফিটসহ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বাতিলে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, সেই মর্মেও রুল জারির আবেদন করা হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছাড়াও অপর যে ১০টি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি না দেয়ার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে সেগুলো হলো : জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), গণতন্ত্রী দল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, তরিকত ফেডারেশন, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ, লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট (বদুয়া) ও সোস্যালিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালের হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার

ঢাকা ডেস্ক, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও দুবাইয়ে বিপুল অর্থ পাচারের অভিযোগ উঠেছে। তার নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ঘুষবাণিজ্যের হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছেন এসব দেশে। এ ছাড়া দুবাইয়ে স্বর্ণের ব্যবসায় রয়েছে অর্থলগ্নি। পাশাপাশি কামালসহ তার পরিবারের ৩২০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদেরও প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

এদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গড়ে ওঠা দুর্নীতি আর লুটপাট সিন্ডিকেটের 'পঞ্চপান্ডব খ্যাত' সেই কর্মকর্তারা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে সিন্ডিকেটের এই প্রভাবশালীদের অনেকেই আত্মগোপনে আছেন।

লুটপাট সিন্ডিকেটের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন, সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সাবেক পিএস (একান্ত সচিব) হারুন উর রশিদ বিশ্বাস, জননিরাপত্তা বিভাগের সাবেক যুগ্মসচিব ধনঞ্জয় কুমার দাস, সাবেক এপিএস (সহকারী একান্ত সচিব) মনির হোসেন ও সাবেক পিআরও (তথ্য কর্মকর্তা) শরীফ মাহমুদ অপু। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল হাতিরঝিল-তেজগাঁও নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এলাকায় তার তেমন জনপ্রিয়তা না থাকলেও শেখ কামালের বন্ধু হিসেবে ২০১৫ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে মন্ত্রী ছিলেন টানা ৯ বছর। ৪ আগস্ট গভীর রাত পর্যন্ত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের তার কার্যালয়ে। সরকার পতনের পর ভারতে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ রয়েছে। আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও দুবাইয়ে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। দুবাইয়ে স্বর্ণের ব্যবসায় রয়েছে অর্থলগ্নি। এছাড়া ঢাকার তেজগাঁও ছাড়া দাউদকান্দি ও কুমিল্লায় গড়েছেন সম্পদের পাহাড়। তার শ্যালক লতিফ ভূঁইয়া দুলাভাইয়ের ক্ষমতায় হাজার কোটি টাকার সম্পদের মালিক হয়েছেন।

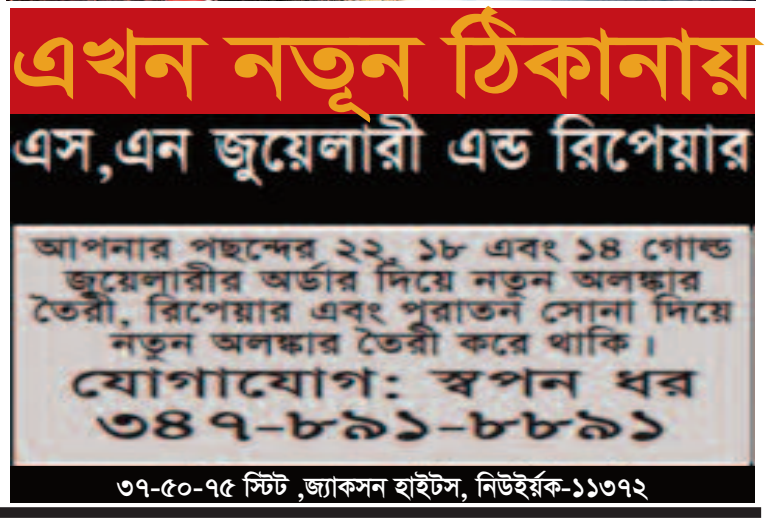

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা

উপনির্বাচনে ছয় আসনে সমঝোতা না-হলেও বাম-কংগ্রেসে 'ভুল বোঝাবুঝি' নেই!

কলকাতা ডেস্কঃ বাম আমলের প্রাক্তন মন্ত্রী সৈরানি ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেসে। আমৃত্যু প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রয়াত হয়েছেন সোমবার।

প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ় আলম সৈরানিকে শ্রদ্ধা জানাতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

রাজ্যে ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দু'পক্ষের সমঝোতা হয়নি। নানা চর্চা চলছে তা নিয়ে। এরই মধ্যে প্রয়াত হাফিজ় আলম সৈরানিকে শ্রদ্ধা জানাতে মিলে গেলেন বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে কংগ্রেস নেতাদের পাশে দাঁড়িয়েই প্রাক্তন মন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানালেন বাম নেতৃত্ব। পরে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে সিপিএমের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবেই জানিয়ে দেওয়া হল, উপনির্বাচনে সমঝোতা না-হলেও দু'পক্ষের মধ্যে 'কোনও ভুল বোঝাবুঝি' নেই।

বাম আমলের প্রাক্তন মন্ত্রী সৈরানি ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেসে। আমৃত্যু প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রয়াত হয়েছেন সোমবার। তাঁর মরদেহ মঙ্গলবার আনা হয়েছিল বিধান ভবনে। সেখানেই শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, সুখেন্দু পানিগ্রাহী-সহ বামফ্রন্টের প্রতিনিধিরা। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, অমিতাভ চক্রবর্তীরা। তার আগে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে মরদেহ বার করার সময়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন ফ ব-র রাজ্য নেতৃত্বের তরফে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডলি রায়, জীবন সাহা প্রমুখ। হাসপাতালে ছিলেন কংগ্রেসের আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ প্রসাদেরা। বিধান ভবনের পরে বিধানসভায় সৈরানির মরদেহে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার পরে সৈরানির মরদেহ নিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজন রওনা হয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায়। আগাগোড়া সঙ্গে আছেন সৈরানির ভাইপো, প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রামুজ (ভিক্টর)। চাকুলিয়ার বিনারদহে গ্রামের বাড়িতে আজ, বুধবার সৈরানির শেষকৃত্য হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, বিধান ভবনে সৈরানিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বেরোনোর সময়ে বিমানবাবুর সঙ্গে উপনির্বাচন ও সমঝোতা প্রসঙ্গে ঘরোয়া কথা হয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বের। পরে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের রাজ্য দফতরে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সেলিম বলেছেন, ''এই উপনির্বাচনে বৃহত্তর বাম ঐক্য হয়েছে। কংগ্রেসও সমঝোতায় থাকলে ভাল হত। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসে নেতৃত্ব বদল হয়েছে। উপনির্বাচনে এমনিই সময় কম ছিল, দান খেলতে একটু দেরিও হয়ে গিয়েছে। তাই সব কিছু খাপে খাপে হয়নি।'' সেই সঙ্গেই সেলিমের সংযোজন, ''প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের কথা হয়েছে। দু'পক্ষের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই।'' প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বও এর আগে বলছেন, উপনির্বাচনে আসন-রফা না-হওয়া মানেই বোঝাপড়ায় ইতি নয়।

ভারত-চিন সীমান্তে সেনা সরানোয় ভূমিকা নেই তাদের, সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলল আমেরিকা

কলকাতা ডেস্কঃ লাদাখে সেনা অবস্থান নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতায় পৌঁছেছে ভারত-চিন। চার বছরের বেশি সময় ধরে চলা অচলাবস্থা কেটেছে। চুক্তি অনুযায়ী, দুই দেশই দেপসাং, ডেমচক এলাকা থেকে সেনা সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) সমস্যার পুরোপুরি সমাধানে ভারত এবং চিনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানাল আমেরিকা। জো বাইডেন সরকার মনে করে, সেনা সরানোর সিদ্ধান্ত ভারত-চিন সীমান্তে 'উত্তেজনা হ্রাস' করবে। তবে আমেরিকা এ-ও স্পষ্ট করে, এই বিষয়ে তারা কোনও ভূমিকা পালন করেনি।

আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার তাঁর বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ভারত-চিন সীমান্তে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ের দিকে ওয়াশিংটন নজর রাখছে। ভারতের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু সীমান্তের 'উত্তেজনা হ্রাসে'র ব্যাপারে তাঁরা কোনও ভূমিকা নেননি।

গত সপ্তাহেই লাদাখে সেনা অবস্থান নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতায় পৌঁছেছে ভারত এবং চিন। চার বছরের বেশি সময় ধরে চলা অচলাবস্থা কেটেছে। চুক্তি অনুযায়ী, দুই দেশই দেপসাং, ডেমচক এলাকা থেকে সেনা সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই চার বছরে যে সব অস্থায়ী সেনা ছাউনি তৈরি হয়েছিল, তা-ও সরিয়ে ফেলা হবে। আগের মতোই দু'দেশের সেনাই টহল দেবে সীমান্তে। কিন্তু 'টহলদারি সীমানা' নিয়ে যাতে কোনও ভুল বোঝাবুঝি তৈরি না হয়, নজর থাকবে সে দিকেও। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর, সেনা প্রত্যাহারের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মঙ্গলবার চিনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান জানিয়েছেন, সেনা প্রত্যাহারের কাজ 'মসৃণ ভাবে' চলছে।

দু'দেশের সেনা সরানোর প্রক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে উপগ্রহচিত্রের মাধ্যমে। আমেরিকার ম্যাক্সর টেকনোলজির নেওয়া উপগ্রহ চিত্রে স্পষ্ট, ডেপসাং ও ডেমচক এলাকায় বিভিন্ন অস্থায়ী সেনা ছাউনি ভেঙে ফেলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে এলএসি পেরিয়ে পূর্ব লাদাখের বিভিন্ন এলাকায় অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠেছিল চিনা ফৌজের বিরুদ্ধে। উত্তেজনার আবহে ওই বছরের ১৫ জুন গলওয়ানে চিনা হামলায় নিহত হয়েছিলেন ২০ জন ভারতীয় সেনা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় জওয়ানদের পাল্টা হামলায় বেশ কয়েক জন চিনা সেনাও নিহত হয়েছিলেন। সেই থেকেই সীমান্তে উত্তেজনার পারদ চড়চড়িয়ে বাড়তে থাকে। গত চার বছরে দু'দেশের সেনাকর্তাদের মধ্যে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হয়নি। তবে গত ২১ অক্টোবর সীমান্তে চলমান উত্তেজনা হ্রাসের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছয় ভারত এবং চিন। আমেরিকার মতো রাশিয়াও দু'দেশের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

মাদার তেরেসার আশ্রমে কাজের অভিজ্ঞতা জানালেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

কলকাতা ডেস্কঃ কেরালার ওয়েনাডে লোকসভা উপনির্বাচনের প্রচারে এসে নিজের জীবনের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। মাদার তেরেসার সঙ্গে তার একান্ত আবেগঘন মুহূর্তের কথা স্মরণ করে আপ্লুত হন তিনি।

প্রিয়াঙ্কা জানান, তার বাবা রাজীব গান্ধী খুন হওয়ার পর মাদার তেরেসা তাদের বাড়িতে এসেছিলেন। সেই সময় কিশোরী প্রিয়াঙ্কাকে

মাদার বলেছিলেন, তিনি যেন আর্তদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

প্রিয়াঙ্কার কথায়, 'আমার তখন বেশ জ্বর... নিজের ঘরে শুয়েছিলাম। তার সঙ্গে দেখা করতেও বের হইনি। কিন্তু মাদার আমার ঘরে এসে আমার মাথায় ও কপালে হাত রাখলেন... হাতে একটা রোজারি (খ্রিস্টানদের ব্যবহৃত এক ধরনের জপমালা) দিলেন।'

জানালেন, মাদার বোধহয় বাবার মৃত্যুর পরে তার বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তাকে বলেন, 'ইউ কাম অ্যান্ড ওয়ার্ক উইথ মি।' প্রিয়াঙ্কা তার দিন কয়েক পরে দিল্লিতে মাদারের 'মিশনারিজ় অফ চ্যারিটি'তে কিছু দিন কাজ করেন।

কংগ্রেস প্রার্থীর কথায়, 'আমি এই প্রথম সাধারণ মানুষের সামনে এই কথা বলছি ... তবে সেটা একটা ঘটনা প্রসঙ্গে। আমার কাজ ছিল শিশুদের পড়ানো আর প্রতি মঙ্গলবার করে আমরা বাথরুম পরিষ্কার করতাম, বাসন মাজতাম ও বাচ্চাদের বেড়াতে নিয়ে যেতাম।আমি তাদের সঙ্গে কাজ করে বুঝতে পেরেছিলাম যে কী চূড়ান্ত কষ্ট ও বেদনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ওদের ও সেবার প্রকৃত অর্থ কী। সেখান থেকেই জেনেছিলাম কমিউনিটি কী ভাবে সাহায্য করতে পারে।'

হঠাৎ কেন এমন এক অজানা বিষয়ের কথা ভোট-মঞ্চে?

সে রহস্য ভাঙলেন প্রিয়াঙ্কা নিজেই। বললেন, 'গত সপ্তাহে আমি একজন সাবেক সেনাকর্মীর বাড়ি গিয়েছিলাম ... সেখানে তার বৃদ্ধা মা থেসিয়া আমার হাতে একটা রোজারি দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। ... এখন আমি বুঝতে শুরু করেছি সাধারণ মানুষের আসলে কী প্রয়োজন... সবে তো শুরু।'

প্রিয়াঙ্কা জনসভায় দাবি করেন, তিনি বারবার মানুষের কাছে এসে তাদের সমস্যার কথা শুনতে চান। বলেন, 'আমার দায়িত্ব কী কী, সেটা আমি আপনাদের কাছ থেকেই বুঝতে চাই।'

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ওই কেন্দ্র থেকে লোকসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী। রাহুল গান্ধী লোকসভা নির্বাচনে রায়বরেলি ও ওয়েনাড় কেন্দ্র থেকে জেতায় সাংবিধানিক বিধি মেনে একটি আসন তাকে ছেড়ে দিতে হতো। তিনি কেরালার এই আসনটি থেকে পদত্যাগ করেন। তার পরেই প্রিয়াঙ্কাকে সেই আসনে প্রার্থী করে দল। সেই প্রচারে নেমে প্রিয়াঙ্কা এই প্রথম জানালেন মাদার তেরেসার আশ্রমে তার কাজের অভিজ্ঞতার কথা।

রোগীকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে ধর্ষণ

কলকাতা ডেস্কঃ রোগীকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ডাক্তারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাসনাবাদের বরুণহাটে। মঙ্গলবার ওই ডাক্তারকে আদালতে হাজির করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ায় হাসনাবাদের বরুণহাটের এক স্থানীয় ডাক্তারের কাছে যান এক গৃহবধূ; কিন্তু ডাক্তার বিভিন্ন কথা বলে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে তাকে ধর্ষণ করেন। জ্ঞান ফেরার পর ঘটনা না জানানোর জন্য গৃহবধূকে হুমকি দেয় ডাক্তার।

শুধু তাই নয়, আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার কথা বলে ওই গৃহবধূকে একাধিবার ধর্ষণ করেন ডাক্তার। এমনকি ভয় দেখিয়ে অভিযুক্ত ডাক্তার ওই গৃহবধূর কাছ থেকে ৪ লাখ টাকা নিয়েছেন।

এসব অভিযোগ গৃহবধূ পুলিশকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ডাক্তারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নির্যাতিতা গৃহবধূ পুলিশকে জানান, দিনের পর দিন অত্যাচার বেড়েই যাচ্ছিল, সহ্য করতে না পেরে স্বামীকে পুরো ঘটনার কথা বলে দেন। স্বামী বাড়ি ফিরলে হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সোমবার রাতেই অভিযুক্ত ডাক্তারকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD
Board Certified Internal Medicine
Attending Physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

True Medical Care P.C
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst,NY 11373
167-02 Highland Ave,1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002, Fax: 917-503-5004

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কমলা-ট্রাম্প লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি!

আর সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার জর্জিয়ার আটলান্টায় এক সমাবেশে সাবেক ফাস্ট লেডি মিশেল ওবামাসহ সমালোচকদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। সেখানে তিনি মিশেল ওবামাকে 'ন্যাস্টি' বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি কমলা হ্যারিসকেও 'ফ্যাসিস্ট' বলে মন্তব্য করেন। মঙ্গলবার ট্রাম্পও হোইট হাউজের ঠিক কাছেই ইলিপসে এক নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য দেন।

এবারের নির্বাচনে দুই প্রার্থীর মধ্যেই হাড্ডাহাড়ি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাদের জয়-পরাজয় নির্ভর করতে পারে মূলত ৭টি অঙ্গরাজ্যের ওপর। এর মধ্যে রয়েছে পেনসিলভেনিয়া, উত্তর ক্যারোলাইনা, জর্জিয়া, মিশিগান, অ্যারিজোনা, উইসকনসিন ও নেভাদা। ভোটের এক সপ্তাহের কম সময় বাকি থাকলেও দুই প্রার্থী এসব অঙ্গরাজ্যে তাদের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারেননি।

মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব ভোট রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জটিল ইলেকটোরাল কলেজ ব্যবস্থার অধীন প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্টসংখ্যক ইলেকটর (নির্বাচক) থাকেন।

৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ৪৮টির জন্য নিয়ম হলো-যিনি পপুলার ভোটে (সাধারণ নাগরিকদের ভোট) জিতবেন, তিনিই সে অঙ্গরাজ্যের সবকটি ইলেকটোরাল ভোট পাবেন; সেখানে পপুলার ভোটের ব্যবধান যত কমই হোক না কেন।

নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে জয়ী হওয়ার জন্য ৫৩৮টি ইলেকটোরাল ভোটের মধ্যে ২৭০টি ভোট পেতে হয়। আর এক্ষেত্রে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলো (সুইং স্টেট) বড় ভূমিকা পালন করে।

ফাইভথার্টিএইট-এর দৈনিক পোল ট্র্যাকারের তথ্যানুসারে, কমলা হ্যারিস মিশিগানে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। আর ট্রাম্প পেনসিলভানিয়া ও নেভাদায় কমলার চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছেন আর উত্তর ক্যারোলিনা, অ্যারিজোনা ও জর্জিয়ায়ও তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। উইসকনসিনে দুইজনই প্রায় সমান অবস্থানে রয়েছেন। সাতটি অঙ্গরাজ্যেই দুই প্রার্থী

একে অপরের দুই পয়েন্টের মধ্যে রয়েছেন। তাই শেষ মুহূর্তে ফলাফল কী হবে, সেটা সময়ই বলে দেবে।

সোমবার প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা গেছে, আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আগে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৫ মিলিয়ন বা সাড়ে চার কোটি আমেরিকান আগাম ভোট দিয়েছেন বলে একটি পর্যবেক্ষক সংস্থা জানিয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার ইলেকশন ল্যাব প্রায় ৪ কোটি ৪০ লাখ ৮৭ হাজার ব্যালট গণনা করেছে।

ডাকের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগতভাবে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোটাররা এ আগাম ভোট দিয়েছেন। যারা আগেভাগে ভোটকেন্দ্রে গেছেন এবং যারা তাদের ব্যালটে মেইল করেছেন, তাদের সংখ্যা প্রায় সমান।

৫ নভেম্বর মঙ্গলবার অর্থাৎ সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে কর্মদিবস হওয়ায় অনেক ভোটার কেন্দ্রে যেতে পারবেন না। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে ভোটারদের আগাম ভোট দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কে হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট?

২০১৬ সালের ফলাফলেরই কি পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে? গাজা পরিস্থিতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় গত তিন বছরে তেমন সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়নি বাইডেন-কমলা প্রশাসন। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 'নারী নেতৃত্ব' নিয়ে অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের অনীহা। এ কারণে সব জনমত জরিপে এগিয়ে থেকেও হিলারি ক্লিন্টন ধরাশায়ী হয়েছিলেন ট্রাম্পের কাছে। এবার কমলা হ্যারিসকেও কী একই ফলাফল দেখতে হবে- এমন জিজ্ঞাসা ক্রমে প্রবল হচ্ছে ডেমোক্র্যাট শিবিরেও। কয়েকদিন আগে এক জরিপে দেখা যায়, মাত্র ১ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন কমলা। বিশ্লেষকরা বলছেন, লড়াই হতে পারে হাড্ডাহাড্ডি।

অপরদিকে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষমূলক বক্তব্যে রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক ভোটারদেরও বিষিয়ে তুলছেন ট্রাম্প। এর পরিণতি ৫ নভেম্বরের ব্যালট যুদ্ধে কতটা পড়বে, তার ওপরই ট্রাম্পের জয়-পরাজয় নির্ভর করবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মন্তব্য করছেন। তবে, নির্বাচনে জয়-পরাজয়ে দোদুল্যমান ৭ স্টেটের ইলেক্টোরাল কলেজের ভূমিকাই মুখ্য হবে- এটা প্রায় নিশ্চিত। পপুলাল ভোট আর ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটের মারপ্যাচে এর আগেও অধিকতর যোগ্য ও গ্রহণযোগ্যরা হোয়াইট হাউসে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। আর এভাবেই মার্কিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে যত বাহাদুরিই দেখানো হোক, সাধারণ আমেরিকানদের কাছে তা এক রহস্যের আবহেই জড়িয়ে রয়েছে। তার পরও সবাই অধির আগ্রহে রয়েছে বিশ্ব পরিস্থিতির টালমাটাল অবস্থার মধ্যে উদারচিত্তের একজন নেতা হোয়াইট হাউসে এবং শান্তি-সমৃদ্ধির পথ সুগম করতে কংগ্রেসের আসনগুলোও সুবিন্যস্ত হবে নির্বাচনি ফলাফলের মধ্য দিয়ে, এমন প্রত্যাশা নিয়ে।

নির্বাচনের বাকি ছয়দিন, এরই মধ্যে অর্থাৎ ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ডাকযোগে অথবা সশরীরে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন ৪ কোটি ৪১ লাখ ২৮ হাজার ৫৮০ জন। আগেকার যে কোনো নির্বাচনের তুলনায় আগাম ভোটে আমেরিকানদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। ইতোমধ্যেই প্রাপ্ত ভোটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়েছে টেক্সস স্টেটে ৫৩ লাখ ৬৫ হাজার ১১০। ফ্লোরিডায় ৪৫ লাখ ৯৮ হাজার ৯২৪ ভোট। ক্যালিফোর্নিয়ায় ৪২ লাখ ৮৫ হাজার ৬২৪ ভোট। এর পরের ক্রমিকে রয়েছে জর্জিয়ায় ২৮ লাখ ৩১ হাজার ৫১২, নর্থ ক্যারলিনায় ২৮ লাখ ২০ হাজার ২, মিশিগানে ২০ লাখ ৫৪ হাজার ৪৮২, ওহাইয়োয় ১৬ লাখ ৩৭ হাজার ৩, ইলিনয়ে ১৪ লাখ ৩৫ হাজার ৯৮, পেনসিলভেনিয়ায় ১৪ লাখ ১৪ হাজার ৮৩৯, ওয়াশিংটনে ১০ লাখ ৮০ হাজার ২০১, ইন্ডিয়ানায় ৯ লাখ ১২ হাজার ৩৩৪ ভোট। নিউ-ইয়র্কসহ অন্য স্টেটগুলোতেও আগাম ভোট শুরু হয়েছে ২৬ অক্টোবর থেকে। এর ফলে ৫ নভেম্বর ভোট কেন্দ্রে ভিড় এড়ানো সম্ভব হবে এবং ফলাফল ঘোষণায় ততটা বিলম্ব হবে না। যদি ব্যবধান অধিক হয়। কারণ, ডাকযোগে আসা ব্যালট গণনায় ৫ নভেম্বরের পরেও কদিন লাগতে পারে। প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়ে দোদুল্যমান ৭ স্টেটের সঙ্গে গ্রিন পার্টির অবস্থানেরও গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম-আমেরিকান ভোটারের বড় একটি অংশ এখন প্রকাশে ঝুঁকছে গ্রিনপার্টির প্রার্থী জিল স্টাইনের প্রতি। মিশিগান, পেনসিলভেনিয়া, জর্জিয়া, ফ্লোরি-ডায় মুসলিম-আমেরিকান ভোটাররা সম্মিলিতভাবে কমলা হ্যারিসের বিকল্প হিসেবে জিল স্টাইনকে বেছে নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। গাজা, লেবানন পরিস্থিতিতে বাইডেন-কমলার ভূমিকায় ক্ষুব্ধ নতুন প্রজন্মের ভোটারের বড় একটি অংশ কমলার বিকল্প হিসেবে জিল স্টাইন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বেছে নিচ্ছেন। এর ফলে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলার বিজয়ের সম্ভাবনা ক্রমে ক্ষীণ হচ্ছে। জনমত জরিপেও এমন আশঙ্কার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছে। মার্কিন সংবিধানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিটি স্টেটের নিজস্ব ভোট রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জটিল ইলেক্টোরাল কলেজ ব্যবস্থার অধীন প্রতিটি স্টেটে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্টসংখ্যক ইলেক্টর (নির্বাচক) থাকেন। ৫০ স্টেটের মধ্যে ৪৮টির জন্য নিয়ম হলো যিনি পপুলার ভোটে (সাধারণ নাগরিকদের ভোট) জিতবেন, তিনিই সে স্টেটের সব কটি ইলেক্টোরাল ভোট পাবেন; সেখানে পপুলার ভোটের ব্যবধান যত কমই হোক না কেন। নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে জয়ী হওয়ার জন্য ৫৩৮টি ইলেক্টোরাল ভোটের মধ্যে ২৭০টি ভোট পেতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে দোদুল্যমান স্টেটগুলো বড় প্রভাব রাখে। এ বছর দোদুল্যমান স্টেটের সংখ্যা সাত। এগুলো হচ্ছে পেনসিলভানিয়া ১৯, জর্জিয়া ১৬, নর্থ ক্যারোলিনা ১৬, মিশিগান ১৫, আরিজোনা ১১, উইসকনসিন ১০, নেভাদা স্টেটে ৬টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটের জটিল অঙ্কেও উভয় প্রার্থী সমানে সমান বলে প্রতিয়মান হয়েছে। আর এভাবেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তুমুল হাড্ডাহাড্ডি হবে তা দৃশ্যমান হচ্ছে সর্বসমক্ষে। এমনি একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প একে অপরের দিকে সমালোচ-নার তীর ছুড়ছেন। ট্রাম্পকে ফ্যাসিস্ট বলে অভিহিত করেন কমলা। এবার ট্রাম্পও একই তীর ছুড়লেন তার দিকে। তিনি বলেন, আসল ফ্যাসিস্ট হচ্ছেন কমলা। জর্জিয়ায় সোমবার এক নির্বাচনি সমাবেশে এমন মন্তব্য করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ সময় তিনি বলেন, তাকে নাৎসি বলা হলেও তিনি নাৎসির উল্টোদিকে রয়েছেন। ট্রাম্প বলেন, 'নির্বাচনি প্রচারে নতুন এক কথা খুঁজে পেয়েছেন কমলা হ্যারিস। কেউ তাকে ভোট না দিলেই তিনি বলে বসেন, ওই ব্যক্তি নাৎসি।' কিন্তু ট্রাম্পের এই দাবি পুরোপুরি সত্য নয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এমন কথা বলেননি। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন সে কথাই বলছে। গত বুধবার পেনসিলভেনিয়ার ডেলাওয়ার কাউন্টিতে এক অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একজন ফ্যাসিস্ট বলে মন্তব্য করেন কমলা

হ্যারিস। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের কাছে রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপারে জানতে চায় সিএনএন। তাকে প্রশ্ন করা হয়, ট্রাম্পকে তিনি ফ্যাসিস্ট মনে করেন কিনা। ওই প্রশ্নে হ্যারিস বলেন, 'হ্যাঁ আমি মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, ট্রাম্প একজন ফ্যাসিস্ট। আমি এটাও বিশ্বাস করি, যারা তাকে সবচেয়ে ভালো চেনেন, তাদেরও এ বিষয়ে বিশ্বাস করা উচিত।' ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট। এ অবস্থায় শেষ দিকের প্রচারে এসে হ্যারিস ট্রাম্পকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অসংলগ্ন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার অযোগ্য বলে দাবি করেছেন। এর জবাবও দিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প।

দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোর বড় ভূমিকা থাকবে

প্রার্থী বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুজনই প্রচারণায় মহাব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। ৫ নভেম্বরের নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন জনসভায় দুজনই একে অপরকে ঘায়েল করছেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার কমলা হ্যারিস ওয়াশিংটনে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প 'ব্যাটল গ্রাউন্ড' খ্যাত গুরুত্বপূর্ণ পেনসিলভেনিয়ার প্রচারণায় অংশ নেন। এদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রায় সাড়ে চার কোটি ভোটার আগাম ভোট দিয়েছেন।

নির্বাচনের ঠিক এক সপ্তাহ আগে সোমবার মিশিগানের এক নির্বাচনি সভায় ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস 'ভয় আর বিভাজনের দেওয়াল' গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ২০২২ সালে এখানে সবচেয়ে বেশি তরুণদের ভোট পড়েছিল। সেটি বিবেচনায় রেখেই ডেমক্র্যাটরা তরুণদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে ট্রাম্প বিভিন্ন সময় যেসব বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন, সেগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। তিনি স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে ২০ হাজার মানুষের সমাবেশে বক্তব্য দেন বলে জানা গেছে।

আর সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার জর্জিয়ার আটলান্টায় এক সমাবেশে সাবেক ফাস্ট লেডি মিশেল ওবামাসহ সমালোচকদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। সেখানে তিনি মিশেল ওবামাকে 'ন্যাস্টি' বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি কমলা হ্যারিসকেও 'ফ্যাসিস্ট' বলে মন্তব্য করেন। মঙ্গলবার ট্রাম্পও হোইট হাউজের ঠিক কাছেই ইলিপসে এক নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য দেন।

এবারের নির্বাচনে দুই প্রার্থীর মধ্যেই হাড্ডাহাড়ি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাদের জয়-পরাজয় নির্ভর করতে পারে মূলত ৭টি অঙ্গরাজ্যের ওপর। এর মধ্যে রয়েছে পেনসিলভেনিয়া, উত্তর ক্যারোলাইনা, জর্জিয়া, মিশিগান, অ্যারিজোনা, উইসকনসিন ও নেভাদা। ভোটের এক সপ্তাহের কম সময় বাকি থাকলেও দুই প্রার্থী এসব অঙ্গরাজ্যে তাদের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারেননি। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব ভোট রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জটিল ইলেকটোরাল কলেজ ব্যবস্থার অধীন প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্টসংখ্যক ইলেকটর (নির্বাচক) থাকেন। ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ৪৮টির জন্য নিয়ম হলো-যিনি পপুলার ভোটে (সাধারণ নাগরিকদের ভোট) জিতবেন, তিনিই সে অঙ্গরাজ্যের সবকটি ইলেকটোরাল ভোট পাবেন; সেখানে পপুলার ভোটের ব্যবধান যত কমই হোক না কেন। নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে জয়ী হওয়ার জন্য ৫৩৮টি ইলেকটোরাল ভোটের মধ্যে ২৭০টি ভোট পেতে হয়। আর এক্ষেত্রে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলো (সুইং স্টেট) বড় ভূমিকা পালন করে।

ফাইভথার্টিএইট-এর দৈনিক পোল ট্র্যাকারের তথ্যানুসারে, কমলা হ্যারিস মিশিগানে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। আর ট্রাম্প পেনসিলভানিয়া ও নেভাদায় কমলার চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছেন আর উত্তর ক্যারোলিনা, অ্যারিজোনা ও জর্জিয়ায়ও তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। উইসকনসিনে দুইজনই প্রায় সমান অবস্থানে রয়েছেন। সাতটি অঙ্গরাজ্যেই দুই প্রার্থী একে অপরের দুই পয়েন্টের মধ্যে রয়েছেন। তাই শেষ মুহূর্তে ফলাফল কী হবে, সেটা সময়ই বলে দেবে।

সোমবার প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা গেছে, আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আগে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৫ মিলিয়ন বা সাড়ে চার কোটি আমেরিকান আগাম ভোট দিয়েছেন বলে একটি পর্যবেক্ষক সংস্থা জানিয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার ইলেকশন ল্যাব প্রায় ৪ কোটি ৪০ লাখ ৮৭ হাজার ব্যালট গণনা করেছে। ডাকের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগতভাবে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোটাররা এ আগাম ভোট দিয়েছেন। যারা আগেভাগে ভোটকেন্দ্রে গেছেন এবং যারা তাদের ব্যালটে মেইল করেছেন, তাদের সংখ্যা প্রায় সমান।

৫ নভেম্বর মঙ্গলবার অর্থাৎ সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে কর্মদিবস হওয়ায় অনেক ভোটার কেন্দ্রে যেতে পারবেন না। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে ভোটারদের আগাম ভোট দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

প্রচারণার শেষ বক্তব্যে যা বললেন কমলা-ট্রাম্প

রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ভোটারদের উদ্দেশে তাদের সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেছেন।

কমলা হ্যারিস তার বক্তব্য এমন স্থানে দিয়েছেন, যেখানে প্রায় চার বছর আগে 'ক্যাপিটল দাঙ্গা'র ঠিক আগে আসন্ন নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পও বক্তব্য রেখেছিলেন।

কমলা হ্যারিস ভোটারদেরকে নির্বাচনের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন, 'এই নির্বাচন সম্ভবত আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভোট এবং এটির মানে স্বাধীনতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে একটিকে বেছে নেয়া। এর মাধ্যমে মার্কিন ভোটাররা সবচেয়ে অসাধারণ কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায়টি লিখতে পারেন।'

তিনি তার এই সমাপনী বক্তব্যে আসন্ন নির্বাচনের প্রার্থী ও দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও আক্রমণ করতে ভুলেননি।

তিনি বলেন, 'প্রায় চার বছর আগে এই স্থানে ডোনাল্ড ট্রাম্প দাঁড়িয়েছিলেন এবং জনগণের ইচ্ছেকে দমন করার জন্য সশস্ত্র জনতাকে পাঠিয়েছিলেন।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মূল্যস্ফীতি এখন বড় একটি সমস্যা। এ বিষয়ক তার বক্তব্য হলো, 'এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো খরচ কমানো, যা মহামারীর আগেও বাড়ছিল এবং এখনো অনেক বেশি।'

জীবনের ব্যয় সঙ্কট নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি বুঝতে পারি।'

তিনি তার এই সমাপনী বক্তব্য গর্ভপাতের অধিকার রক্ষারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মানুষ তাদের নিজের শরীরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মৌলিক স্বাধীনতা রাখে।'

এর আগে বক্তব্যের শুরুতেই কমলা হ্যারিস বলেছিলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের গর্ভধারণ করতে বাধ্য করবেন আপনারা প্রজেক্ট ২০২৫ গুগল করুন।'

যদিও ট্রাম্প এ ধরনের কিছু করার পরিকল্পনা করছেন বলে কোনো প্রমাণ এখনো মেলেনি।

কমলা হ্যারিস যে প্রজেক্ট ২০২৫-এর কথা উল্লেখ করেছেন, তা থিংক ট্যাঙ্ক হ্যারিটেজ ফাউন্ডেশন দ্বারা পরবর্তী রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের জন্য তৈরি একটি অতিরক্ষণশীল নীতি প্রস্তাবের তালিকা।

যদিও ডোনাল্ট ট্রাম্প 'প্রজেক্ট ২০২৫' থেকে বারবার নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন ও বলেছেন, 'প্রজেক্ট ২০২৫ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। এর পেছনে কে আছে, তা নিয়েও আমার ধারণা নেই।'

ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা, 'চার বছর আগের তুলনায় আপনি কি এখন ভালো অবস্থায় আছেন?'

ওয়াশিংটনে সমাপনী বক্তব্য দেয়ার সময় রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প পেনসিলভেনিয়ার অ্যালেন্টাউনে একটি প্রচারণা সমাবেশ করেছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য, যেটির ফলাফল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ট্রাম্প তার ভাষণ শুরু করেন একটি সহজ প্রশ্ন দিয়ে। ভোটারদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'চার বছর আগের তুলনায় আপনি কি এখন ভালো অবস্থায় আছেন?'

এরপর একে একে তিনি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো পুনরাবৃত্তি করেন। সেগুলোর মাঝে রয়েছে মূল্যস্ফীতি কমানো এবং যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

তিনিও কমলা হ্যারিসের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'কমলা আমাদের লজ্জিত করেছে। তার মাঝে নেতৃত্বের যোগ্যতা নেই।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প জনগণকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান এবং কোনো প্রমাণ ছাড়াই দাবি করেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্বাচনে 'কারচুপি' করবে, ইতোমধ্যে তেমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

এরপর তিনি পেনসিলভেনিয়ার ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টির একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সেখানকার কর্মকর্তারা এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছিলেন যে তারা ভোটার নিবন্ধন ফর্ম তদন্ত করছেন, যা জাল হতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

যদিও নির্বাচনী কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, কাউন্টির নির্বাচন সুরক্ষিত রয়েছে এবং সন্দেহভাজন প্রতারণার বিষয়টি চিহ্নিত করা তাদের 'সিস্টেমের কার্যকারিতার' একটি লক্ষণ।

শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট দলের বাংলাদেশে

টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারের বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এসব মন্তব্য করেন। আজ বুধবার পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণে এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়েছে।

পত্রিকাটি বলেছে, এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো ও বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে অবস্থান স্পষ্ট করলেন শান্তিতে নোবেলজয়ী এই অধ্যাপক। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে চলে যান দলটির প্রধান ও টানা ১৫ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা শেখ হাসিনা।

সাক্ষাৎকারে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, তাঁর অন্তর্বর্তী সরকার এখনই ভারত থেকে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইবে না। পত্রিকাটি বলছে, সর্ববৃহৎ প্রতিবেশী দেশের (ভারত) সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উত্তেজনায় বাড়িয়ে দিতে পারে এমন চিন্তা থেকে হয়তো এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে।

ড. ইউনূসের ধারণা, আওয়ামী লীগ একটি দুর্বল ও ব্যর্থ দলে পরিণত হতে পারে। তবে তিনি গুরুত্ব দেন যে তাঁর অন্তর্বর্তী প্রশাসন দলটির ভাগ্য নির্ধারণ করবে না। কেননা, এটি কোনো 'রাজনৈতিক সরকার নয়'।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'স্বল্প মেয়াদে হলেও নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশে তাঁর (শেখ হাসিনা) কোনো জায়গা নেই–আওয়ামী লীগের কোনো জায়গা নেই।'

Wanted
Priest and Chaaplain,
Ratan K Chakrobarty
durg Puja, Kali Puja, santiSwastyan, marriage, register, annaprsashan, srdaah et. NYScertified priest and Chaplin License no-4677.

'নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাড়িয়ে নিতে তারা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ (দমন-পীড়ন) করেছে, তারা রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তারা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে,' বলেন ড. ইউনূস। তিনি আরও বলেন, 'একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো ফ্যাসিস্ট দলের অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়।'

শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কুক্ষিগত করা, বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- পরিচালনা এবং সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোয় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ার অভিযোগ করেছেন রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীরা ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো।

শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর তাঁর দলকে রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে রাখা, সংস্কার, নাকি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা উচিত, সে বিষয়ে বিতর্ক চলছে।

ড. ইউনূসের ধারণা, আওয়ামী লীগ একটি দুর্বল ও ব্যর্থ দলে পরিণত হতে পারে। তবে তিনি গুরুত্ব দেন যে তাঁর অন্তর্বর্তী প্রশাসন দলটির ভাগ্য নির্ধারণ করবে না। কেননা, এটি কোনো 'রাজনৈতিক সরকার নয়'।

আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কি না, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যকার 'ঐকমত্যের' ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে উল্লেখ করে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া নিয়ে তাদেরই (রাজনৈতিক দলগুলোকে) সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

হাসিনা ভারতের কোথায় আছেন, তা পরিষ্কার নয়। সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেছেন, তাঁর দল যেকোনো সময় নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুত।

তাদের (আওয়ামী লীগ) রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া নিয়ে তাদেরই (রাজনৈতিক দলগুলোকে) সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অর্থনীতির একজন সাবেক অধ্যাপক ও 'দরিদ্রদের ব্যাংকার' ড. ইউনূস ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে খ্যাতিমান এই অর্থনীতিবিদকে নিশানা বানান শেখ হাসিনা। তাঁর (হাসিনা) সমালোচকেরা একে প্রতিহিংসার ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেন।

রাজনীতিতে যোগ দেওয়া বা কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করার ইচ্ছা তাঁর নেই বলে জানিয়েছেন ড. ইউনূস। বলেছেন, নির্বাচনের সময়সূচি (এখনই) ঘোষণা করা হবে না। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের কাজ বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্পত্তি করা ও নতুন সংস্কার এজেন্ডার বাস্তবায়ন। যখন নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ হবে, তখন আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করব।'

শেখ হাসিনার পতনে তাঁর সরকারের সবচেয়ে বড় বিদেশি সমর্থক ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে টানাপোড়ন শুরু হয়েছে।

অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন, তাঁর সরকার শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইবে। তবে তা চাওয়া হবে শুধুই দেশের অভ্যন্তরীণ অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল) রায়ের পর। ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনা ও অন্য ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

'তাঁর (শেখ হাসিনা) বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে...রায় পেলে ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় তাঁকে দেশে ফেরত আনার চেষ্টা করব আমরা। আমি মনে করি না যে রায় পাওয়ার আগে আমাদের এটি করার মতো কিছু আছে,' বলেন ড. ইউনূস।

গত আগস্টে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেছিলেন, বিক্ষোভকারীদের ওপর সহিংসতা চালানোর যে অভিযোগ তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে, তা মিথ্যা। তাঁর মা 'কোনো বেআইনি কাজ করেননি', তাই যেকোনো অভিযোগ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত তিনি।

ড. ইউনূসের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। নয়াদিল্লির অনেকে এ সরকারের প্রতি বৈরী মনোভাব দেখিয়েছেন। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে সরকার পরিবর্তন হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

শেখ হাসিনা উৎখাত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী হয় দেশের বাইরে পালিয়েছেন, নয় আত্মগোপন করে আছেন।

ড. ইউনূস স্বীকার করেছেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছু সহিংসতার ঘটনা এবং তাতে খুব

অল্প প্রাণহানি ঘটেছে। অবশ্য তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁদের সংশ্লিষ্টতা থাকায় এসব হামলা হয়েছে। ধর্মীয় পরিচিতির কারণে তাঁদের ওপর হামলা হয়নি। তিনি বলেন, 'হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ (আগস্টে হামলার প্রসঙ্গ) আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছেন। সমালোচকেরা ওই বয়ানকে (হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা) ভিন্নরূপ দিয়েছেন।'

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকালে সহিংসতায় বিক্ষোভকারী, পুলিশ, পথচারীসহ ৮০০ জনের মতো নিহত হয়েছেন। তবে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক নির্যাতন-নিপীড়ন চালানোর অভিযোগ নিশ্চিত করেনি মানবাধিকার সংস্থাগুলো।

এ বিষয়ে ড. ইউনূস স্বীকার করেছেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছু সহিংসতার ঘটনা এবং তাতে খুব অল্প প্রাণহানি ঘটেছে। অবশ্য তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁদের সংশ্লিষ্টতা থাকায় এসব হামলা হয়েছে। ধর্মীয় পরিচিতির কারণে তাঁদের ওপর হামলা হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান বলেন, 'হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ (আগস্টে হামলার প্রসঙ্গ) আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছেন। সমালোচকেরা ওই বয়ানকে (হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা) ভিন্নরূপ দিয়েছেন।'

নয়াদিল্লির কাছ থেকে সমর্থনের ঘাটতি তাঁর সরকারকে 'আহত' করেছে বলেও মন্তব্য করেন নোবেলজয়ী ঐ অধ্যাপক। তবে বলেন, দেশে এলে মোদিকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হবে। তিনি আরও বলেন, 'এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে আমরা প্রতিবেশী, আমাদের একে অপরের প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে অবশ্যই সবচেয়ে ভালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকতে হবে, যা যেকোনো দুই প্রতিবেশীর মধ্যে থাকা উচিত।'

স্পেনে ভয়াবহ বন্যায় ৫১ জনের মৃত্যু

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে বুধবার রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মঙ্গলবারের এই ভয়াবহ বন্যায় ভ্যালেন্সিয়ার রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে এবং অনেক শহর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। উদ্ধারকারীরা রাতেও বন্যাকবলিত এলাকায় সন্ধান চালাচ্ছিলেন।

উটিয়েল শহরের ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, উদ্ধারকর্মীরা ডিঙ্গি নৌকা ব্যবহার করে জলমগ্ন এলাকাগুলোতে উদ্ধার তৎপরতা চলাচ্ছেন।

ভ্যালেন্সিয়ার আঞ্চলিক নেতা কার্লোস মাজন জানান, অনেক এলাকা এখনও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তিনি বলেন, যদি জরুরি সেবাগুলো পৌঁছাতে না পারে, তবে তা সক্ষমতার অভাবে নয় বরং অ্যাক্সে না থাকার কারণে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, কিছু এলাকায় পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে দেখা যায় যে, অনেকে বন্যার পানির মধ্যে আটকে আছেন এবং কিছু মানুষকে বন্যার পানি থেকে বাঁচতে গাছে চড়ে থাকতে দেখা গেছে।

এছাড়া, আলজিরা শহরে অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা বন্যায় আটকে পড়া চালকদের গাড়ি থেকে উদ্ধার করতেও দেখা গেছে। স্থানীয় জরুরি সেবাগুলো নাগরিকদের রাস্তায় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে এবং পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অফিসিয়াল উৎসগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর একটি বিশেষ উদ্ধারকারী ইউনিটকেও মোতায়েন করা হয়েছে।

ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে স্পেনের আবহাওয়া সংস্থা অউগউএঃ মঙ্গলবার ভ্যালেন্সিয়ায় রেড অ্যালার্ট জারি করে।

টুরিস এবং উটিয়েলের মতো কিছু এলাকায় প্রায় ২০০ মিলিমিটার (৭.৯ ইঞ্চি) বৃষ্টি হয়েছে। যদিও এখন বৃষ্টিপাত কমে আসায় সেই সতর্কতা স্তর নামিয়ে হলুদ করা হয়েছে।

ভূমধ্যসাগরের উষ্ণতার কারণে এ ধরনের বৈরী আবহাওয়ার ঘটনা এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। যা ভূমধ্যসাগরের বর্ধিত পানি বাষ্পীভবনের ফলে বৃষ্টিপাতের তীব্রতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

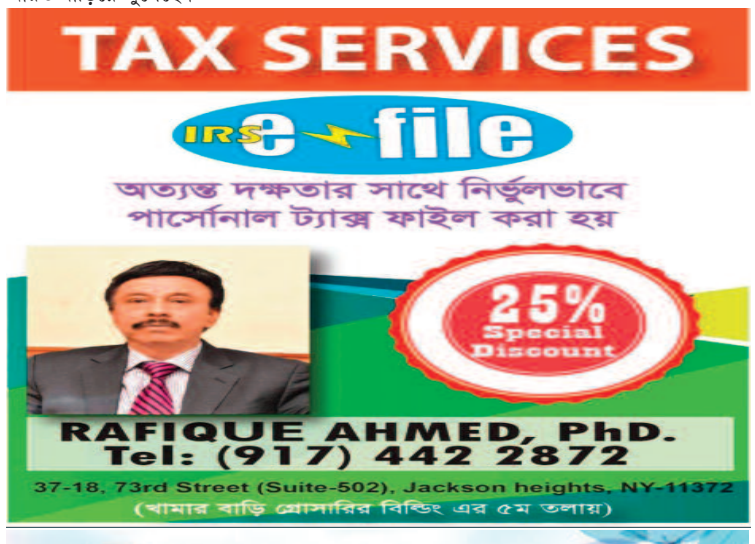

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বিদেশে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

থেকে তাকে তৃতীয় একটি দেশে মাল্টি ডিসিপ্লানারি মেডিকেল সেন্টারে নেয়া হবে। ইতিমধ্যে বেগম খালেদা জিয়ার এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও চিঠি দেয়া হয়েছে।

খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেয়ার কাজ শুরু হয়েছে জানিয়ে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, ম্যাডামের শারীরিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করে আমরা যাতে অতি দ্রুত উনাকে বিদেশে মাল্টি ডিসিপ্লানারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি আমরা সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছি। তার অংশ হিসেবে আমরা 'লং ডিসটেন্স স্পেশালাইজড এয়ার এম্বুলেন্সে'র ভাড়া করার জন্য কাজ শুরু করেছি, যোগাযোগ চলছে। প্রথমে ম্যাডামকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে স্টেওভারের পরে মাল্টি ডিসিপ্লানারি মেডিকেল সেন্টার যে দেশে আছে, সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা আশা করছি, সব কাজগুলো সম্পন্ন করেই অতিদ্রুতই ম্যাডামকে বিদেশে নিয়ে যেতে পারবো।

বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা কেমন জানতে চাইলে ডা. জাহিদ বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। ম্যাডাম গুলশানের বাসায় আগের মতোই মেডিকেল বোর্ডের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়নে আছেন। বলতে পারেন উনার অবস্থা স্থিতিশীল।

তিনি জানান, বেগম খালেদা জিয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইতিমধ্যে তার বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাবেন, সে বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও তার কার্যালয় থেকে চিঠি দেয়া হয়েছে। কারণ ম্যাডামের সঙ্গে চিকিৎসক-নার্সসহ আত্মীয়স্বজন যারা যাবেন, তা জানানো হয়েছে।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, বিএনপি চেয়ারপারসনের লিভার ট্রান্সপারেন্ট করতে হবে। এটি করতে যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র দুই-একটি সেন্টার রয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

চিকিৎসকরা জানান, খালেদা জিয়াকে এমন এয়ার এম্বুলেন্সে বিদেশে নেয়া হবে, সেখানে সব ধরনের চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বর্তমান শর্ট ডিসটেন্সে চার ঘণ্টার যাওয়ার এয়ার এম্বুলেন্স রয়েছে যা সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে রোগী নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু লন্ডন যেতে ১৪ ঘণ্টার লং ডিসটেন্স এয়ার এম্বুলেন্স পৃথিবীর কয়েকটি দেশে রয়েছে, সেসব দেশের সঙ্গে চিকিৎসকরা আলোচনাও করেছেন।

৭৯ বছর বয়সী সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী লিভার সিরোসিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, আর্থ্রাইটিস, কিডনি, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে আইসিইউতে রেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে তাকে দীর্ঘ সময়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পরে সর্বশেষ ২১শে আগস্ট এভারকেয়ার হাসপাতালে এক মাস চিকিৎসাধীন থেকে বাসায় ফেরেন।

এভারকেয়ার হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ মেডিকেল বোর্ড খালেদা জিয়ার চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। এই টিমে দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়াও লন্ডন থেকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী কার্ডিওলজিস্ট ডা. জোবাইদা রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন চিকিৎসকও রয়েছেন।

www.jonmobhumi.com

শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তারেক রহমান

তারেক রহমান বলেছেন, সবাই আমরা একমত পতিত স্বৈরাচার মাফিয়া সরকারের বেনিফিশিয়ারিদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রেখে অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ নয়। আজ রাজধানীর ইস্কাটন লেডিস ক্লাবে এক শুভেচ্ছা মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃহৎ উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কেন্দ্রীয় বিএনপি। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-ধর্মবিষয়ক সম্পাদক অমলেন্দু দাশ অপুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, ড. আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, অধ্যাপক ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন, দলের ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লাহ বুলু, অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, গণফোরাম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সুব্রত বুড়ুয়া, বিজন কান্তি সরকার, আফরোজা খানম রিতা, বিএনপির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের মহাসচিব ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা তরুণ দে, বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য সুশীল বড়ুয়া, ফ্রন্টের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মিল্টন বৈদ্য, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মা, ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেবসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সনাতন ধর্মীয় প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। তারেক রহমান বলেন, হিন্দু সমাজের কোনো ধর্মীয় উৎসব এলেই নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে পতিত পরাজিত শক্তি দেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের কোনো একটি ঘটনার বিচার করেনি তারা। গত ১৫ বছরে তাঁবেদার সরকারের সময় আমরা দেখেছি- সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, যারা অপকর্মের সঙ্গে জড়িত তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মপ্রাণ মানুষদের রাখা হয়েছিল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায়। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ৫ আগস্ট ছাত্রজনতার গণ অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসক পালানোর পর দেশের মুসলমান, হিন্দুসহ সব ধর্মের মানুষ এখন আয়নাঘরের ভীতিমুক্ত। আজ আমরা আতঙ্কমুক্ত ও স্বাধীনভাবে এখানে একত্রিত হতে পেরেছি। তবে বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠীর স্বার্থকে পুঁজি করে বা তাদের ব্যবহার করে বা কোনো ধর্মকে ব্যবহার করে পলাতক স্বৈরাচারের রেখে যাওয়া দোসররা যাতে কোনো ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে না পারে, সে ব্যাপারে আপনাদেরকে ও আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। ভবিষ্যতে সব ধর্মের মানুষ তার ধর্ম নিশ্চিন্তে যাতে উদযাপন করতে পারে তেমন একটি দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে বাংলাদেশের পক্ষের শক্তি আজ ঐক্যবদ্ধ। তারেক রহমান বলেন, ধর্ম যার যার, কিন্তু নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার। মাফিয়া সরকারের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর রাষ্ট্রকে মেরামত করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। ১৫ বছরের জঞ্জাল শেষ করে চলমান সংস্কার কার্যক্রম শেষ করা বিশাল কর্মযজ্ঞ। তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে গিয়ে জনগণের প্রতিদিনের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করা না গেলে এবং জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকলে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রম প্রশ্নের মুখে পড়বে। ফলে এই সরকারের কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এজেন্ডাভিত্তিক করা অত্যন্ত জরুরি। বিএনপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করে দিতে প্রশাসনে থাকা পরাজিত অপশক্তির দোসররা নানা কৌশলে ষড়যন্ত্র করছে। এই কারণে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি থাকলেও একটি বিষয়ে বিএনপিসহ সবাই আমরা একমত, মাফিয়া সরকারের বেনিফিশিয়ারিদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রেখে অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ নয়। সভাপতির বক্তৃতায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর একটা যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার কারণে দুর্ভাগ্যজনকবশত সেই সম্ভাবনাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি নাই। এবার ৫ আগস্টের পর আবার একটা নতুন সম্ভাবনা এসেছে, আসুন আমরা সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলি। আসুন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ইরানের হামলা নিয়ে মুখ খুলল ইসরাইলি প্রতিরক্ষাবাহিনী

ইরানের হামলার পর থেকে ইসরাইলকে ‘উপযুক্ত জবাব’ দেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছে ইরান। হার্জি হালেভির মতে, যদি ইরান পুনরায় হামলা করতে উদ্যত হয়, তাহলে ইসরাইল জানে কীভাবে ইরানে আঘাত করতে হয়।

বুধবার (৩০ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে টাইমস অব ইসরাইল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ইসরাইলের রেমন বিমান ঘাঁটিতে এয়ার ক্রুদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন আইডিএফের এই শীর্ষকর্তা।

সেখানে তিনি বলেন, ‘ইরান যদি ভুল করে এবং ইসরাইলে আরেকটি ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যারেজ চালায়, আমরা আবারও জানতে পারব কীভাবে ইরানে পৌঁছাতে হবে’।

হালেভি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘ইসরাইল ইরানের কাছে এমন সক্ষমতা নিয়ে পৌঁছাবে, যা আমরা এই সময় ব্যবহারও করিনি। এই সময় আমরা যে সক্ষমতা এবং জায়গাগুলো লক্ষ্যবস্তু করিনি, সেগুলোকেই অত্যন্ত কঠোরভাবে আঘাত করা হবে’।

তিনি বলেন, ‘শনিবার ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা ও অন্যান্য স্থানে আঘাত হানার সময় ইসরাইল গুরুতর আক্রমণ করেনি। তার কারণ, আমাদের আবার সেখানে হামলা করতে হতে পারে। আমরা ইরানে হামলার অভিযান পুরোপুরি শেষ করিনি, ঠিক এর মাঝখানে আছি’।

গাজার জাবালিয়ায় চার ইসরাইলি সেনার মৃত্যু

উত্তর গাজার জাবালিয়া অঞ্চলে পুঁতে রাখা বিস্ফোরকের আঘাতে চার সেনা হারিয়েছে ইসরাইল। দেশটির প্রতিরক্ষাবাহিনী (আইডিএফ) আজ সকালে নিহত চার সেনার পরিবারকে এ তথ্য জানিয়েছে।

বুধবার (৩০ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে টাইমস অব ইসরাইল।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আক্রমণের নতুন কেন্দ্রবিন্দু এখন উত্তর গাজা। চলতি মাসের ৬ অক্টোবর থেকে সবকিছু অবরুদ্ধ করে ওই অঞ্চলে ইসরাইলি সেনারা সেখানে নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে। গত ২৪ দিনের বিশেষ অভিযানে ১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরাইলি সেনারা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চার সেনার মৃত্যুর ঘটনাটি আজ খুব ভোরে ঘটে। এদের সবাই অভিজাত ‘মাল্টিডোমেন’ ইউনিটের সদস্য। এই ইউনিটের কিছু সদস্য, জাবালিয়ায় একটি ভবনে প্রবেশ করেছিল। সেনাবাহিনীর চলমান অভিযানের জন্য ভবনটি ব্যবহার করতে চেয়েছিল তারা।

ইসরাইলি বাহিনীর তদন্তে দেখা গেছে, ভবনের উপরের তলায় একটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত হয়, যাতে তীব্রভাবে আক্রান্ত হয় দলটি। বিস্ফোরকটি আগে থেকে পুঁতে রাখা ছিল ভবনে।

আর্জেন্টিনায় ধসে পড়ল ১০ তলা হোটেল

ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়াদের উদ্ধারে ফায়ার ফাইটার, প্যারামেডিক এবং পুলিশ কাজ করছে। তারা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে চাপা পড়াদের বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

যে ব্যক্তি মারা গেছেন তার বয়স ৮০ বছর বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি হোটেলটির পাশের একটি বাড়িতে থাকতেন। হোটেল ধসে কীভাবে তিনি মারা গেলেন সেটি এখনো স্পষ্ট নয়। তার স্ত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু তাদের ছেলে ঘটনাস্থলে ছিল কিনা সেটিও নিশ্চিত নয়।

যারা আটকা পড়েছেন তারা নির্মাণ শ্রমিক। সেখানে তারা কাজ করছিলেন। স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে, হোটেলটিতে সংস্কার

কাজ চলছিল। এ ছাড়া গোপনে পৌরসভার অনুমতি ছাড়া এটি চালানো হচ্ছিল।

সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে ১৯৮৬ সালে হোটেলটি চালু হয়েছিল। যার অর্থ এটি বেশ পুরোনো। আর এ কারণে হোটেলটির ভেতর সংস্কার কাজ চালানো হচ্ছিল।কিন্তু সংস্কার কাজ চালানোর মতো অবস্থা না থাকায় পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কাজ বন্ধ করে দেয়। তা সত্ত্বেও এটি আবারও চালু করার চেষ্টার সময় ঘটল ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

আগাম ভোটের প্রস্তুতিতে বিএনপি

মহানগরসহ সব সাংগঠনিক জেলায় সমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী সব দলকে নিয়ে আমরা এগোতে চাই। তিনি বলেন, বিএনপি বিজয়ী হলে সবাইকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করতে চান দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এই বার্তা যুগপৎ জোট ও বাকি দলগুলোকে দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় সরকার গঠনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

জোট নেতাদের আসন ছাড় ও জাতীয় সরকার : জানা যায়, নির্বাচনি আসনভিত্তিক যুগপৎ আন্দোলনের জোট নেতাদের আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দিয়ে কেন্দ্র থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। অনুলিপি জোট নেতাদেরও দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে জোটভুক্ত নেতাদের জনসংযোগ ও তার দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে সহায়তা করতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি আসনের থানা, উপজেলা, পৌরসভা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, বিএনপির নেতৃত্বাধীন যুগপৎ আন্দোলনে থাকা বিভিন্ন দলের ছয় নেতাকে এ চিঠি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রবকে লক্ষ্মীপুর-৪ আসন, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নাকে বগুড়া-২, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকিকে ঢাকা-১২, গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরকে পটুয়াখালী-৩, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে ঝিনাইদহ-২ এবং জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদাকে কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। এসব চিঠির বাইরে ১২-দলীয় জোট নেতা ও বাংলাদেশ এলডিপির শাহাদাত হোসেন সেলিমকে মৌখিকভাবে লক্ষ্মীপুর-১ আসনে কাজ করতে বলা হয়েছে। চিঠি প্রাপ্তির বিষয়টি একাধিক নেতা নিশ্চিত করেছেন। তবে এ নিয়ে কেউই আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে চাননি। তারা বলেন, বিষয়টি এত বেশি ‘সেনসেটিভ’ যার কারণে প্রকাশ্যে কিছু বলা এই মুহূর্তে ঝুঁকি হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু বলেননি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, দীর্ঘ আন্দালনের পর সামনে নির্বাচন আসছে। নির্বাচনে ১০টি দল জিতল। পাঁচজন, ১০ জন, ১৫ জন- যা নিয়ে হোক জিতল। তাদের নিয়ে আমরা একটা জাতীয় সরকার করব। আমাদের কিন্তু পরিষ্কার বলা আছে, ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে চাই এই কনসেপ্টের ভিত্তিতে; যেখানে এই দলগুলোকে নিয়ে জাতীয় সরকার করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। বিএনপির দায়িত্বশীলরা বলছেন, গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনা সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় থাকা দলের নেতাদের পাশাপাশি সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর যারা শীর্ষ নেতা আছেন তাদের সহায়তার জন্য কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের নেতাদের চিঠি দিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে বিএনপি জিতলে ‘সমমনা দলগুলোকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন’ এবং ‘দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টে’র ঘোষণা দিয়েছিলেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এখন সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশজুড়ে বিএনপির প্রস্তুতি ও কর্মকান্ডে সেটিই প্রাধান্য পাচ্ছে। সমমনা দলগুলোর শীর্ষ নেতাদেরও নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকায় বিএনপি যে তাদের সহযোগিতা করবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেতারা বলছেন, বিএনপির সার্বিক নির্বাচনি প্রস্তুতিতে এবার মূলত প্রাধান্য পাবে ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলীয় প্রার্থী, বিশেষ করে বিএনপির সহযোগী সংগঠন ছাত্রদল থেকে উঠে আসা নেতারা। এ ছাড়া দলের সাবেক এমপিদের মধ্যে যারা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন তারাও নির্বাচনের জন্য দলের বিবেচনায় থাকার ইঙ্গিত পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, নির্বাচনমুখী দল হিসেবে নির্বাচন কেন্দ্রিক একটি প্রস্তুতি সবসময়ই দলের থাকে এবং সে অনুযায়ীই এখন তারা কাজ করছেন। নির্বাচনের প্রস্তুতি সবসময়ই আমাদের ছিল এবং এটি থাকেও।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

নিউ ইয়র্কের লালন উৎসবে মানুষের

মিডিয়া সমন্বয়ক পিনাকী তালুকদারসহ আয়োজকরা। উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রবীন শিল্পী নীনা হামিদ বলেন, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির এই নান্দনিক বিকাশ দেখে ভীষণ ভালো লাগছে। আয়োজকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আরো বলেন, নতুন প্রজন্মকে আরো বেশি করে আমাদের বাংলা সংস্কৃতির সাথে সম্পৃত করতে হবে। এবারের উৎসবমুখর ও নান্দনিক এই অনুষ্টানে নতুন প্রজন্মের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। উৎসবে বাংলাদেশ থেকে আসা লালন কন্যা খ্যাত লায়লা, নৃত্য শিল্পী মন্দিরা চক্রবর্তী , নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী, শাহ মাহবুব, আলভিন, মাইশা জেরিন ও সাগনিক মজুমদারদের

পরিবেশনা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। উৎসবে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে যোগ দেন দিনার মনি। লন্ডন থেকে আসা অদিতি রায়ের বিশেষ আলেখ্য হু এম আই, দর্শকরা প্রাণভরে উপভোগ করেন। উৎসবের অন্যতম আকর্ষন ছিলো রোড আইল্যান থেকে যোগ দেয়া মহিতোষ তালুকদার তাপস ও তার দলের বিশেষ পরিবেশনা। নিউজার্সির চন্দ্রা ব্যানার্জির দলের দলীয় নৃত্য পরিবেশনা উৎসবটিকে এক উচ্চমাত্রায় নিয়ে যায়। আন্তর্জাতিক মানের এই অনুষ্ঠানটি সন্চালনা করেন সাদিয়া খন্দকার , স্বাধীন মজুমদার ও সেঁজুতি তালুকদার। এবারের লালন উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক নিউ ইয়র্কের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার। ওয়াহিদুজ্জামান লিটন.এস্টুরিয়া হোম কেযার।

মহামানব লালন কোনো জাতিভেদ মানতেন না। তাই তিনি গেয়েছেন, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/ লালন কয় জাতির কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।' এরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিমুক্ত এক সর্বজনীন ভাবরসে সিক্ত বলে লালনের গান বাংলার হিন্দু- মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমান জনপ্রিয়। তাঁর 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'বাড়ির কাছে আরশী নগর', 'আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে' ইত্যাদি গান বাউল তত্ত্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।লালনের গান এক সময় এতই জনপ্রিয় ছিল যে, তা সাধারণ মানুষ ও নৌকার মাঝি-মাল্লাদের মুখে মুখে শুনা যেত। এমনকি বর্তমানেও সকল মহলে এ গানের কদর বাড়ছে। লালন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালি, যিনি ফকির লালন, লালন সাঁই, লালন শাহ, মহাত্মা লালন ইত্যাদি নামে পরিচিত। তিনি একাধারে একজন আধ্যাত্মিক ফকির সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক এবং দার্শনিক। লালনকে বাউল গানের অগ্রদূতদের অন্যতম একজন হিসেবেও বিবেচনা করা হয় এবং তার গান উনিশ শতকে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। লালন ছিলেন একজন মানবতাবাদী সাধক। যিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্রসহ সব প্রকার জাতিগত বিভেদ থেকে সরে এসে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক এই থেকেই তিনি তার গান রচনা করেছেন। লালন শাহ এমন একজন মানুষ যিনি সংগীতের মাধ্যমে সারাবিশ্বে প্রচার করে গেছেন মানবধর্ম।

দুই বছর পর আবারও ইতিহাসের স্মরণীয় এই অনুষ্ঠান ঢাকা ও কলকাতার বাইরে সবচেয়ে বড় আয়োজনে আন্তর্জাতিক লালন ও লোক উৎসব। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক লালন ও লোক উৎসব কমিটিতে আছেন, প্রধান উপদেষ্টা নুরুল আমিন বাবু, আহবায়ক মো: আবদুল হামিদ সমন্বয়কারী গোপাল সান্যাল, স্বীকৃতি

বড়ুয়া, সুখেন জোসেফ গমেজ ও হাসানুজ্জামান সাকী, শিল্প নির্দেশনা জাহেদ শরীফ, মিডিয়া সমন্বয়ক পিনাকী তালুকদার, অনুষ্ঠান সহযোগী: শুভ রায় ও সাহানা ভট্টাচার্য। উৎসবের বাংলাদেশ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেন উষ্ণীষ কিশোর চক্রবর্তী।।

নিউজার্সির চন্দ্রা ব্যানার্জির দলের দলীয় নৃত্য পরিবেশনা উৎসবটিকে এক উচ্চমাত্রায় নিয়ে যায়। আন্তর্জাতিকমানের এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাদিয়া খন্দকার, স্বাধীন মজুমদার ও সেঁজুতি তালুকদার।

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
OUR SERVICES
Federal & All States Tax
Payroll Tax
Sales Tax
Business Tax :
Individual
Corporation
Partnership
Not for Profit
Business Formation
Tax Planning & Others
Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
Travels (Air Ticket)
Notary Public
NOTARY PUBLIC
AUTHORIZED e-file PROVIDER
TAX FILING
Subal C Debnath
OPEN 7 DAYS A WEEK
37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
Residential, Commercial, Investment,
Hud, Auction & Bank Owned
Property available in Queens,
Bronx, Brooklyn & Long Island
আপনার বাড়ী বিক্রয়
ও ভাড়ার জন্য
আজই কল করুন
347-465-3220
SILVER GOLD 22
First Real Estate Inc.
LICENSED REAL ESTATE BROKER
141-37 Grand Central Pky.
Jamaica, NY 11435
Tel: 718 752-2100
kamruz Zaman Bachchu
(Licensed Real Estate Salesperson)
kamruzbaccu@aol.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets
Mirza M Zaman
(Shamim) - CEO
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Bangladesh Puja Udjapan Parishad, New York, Inc.
Since: 2003

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

শ্রীশ্রী
শ্যামা পূজা

৩১শে অক্টোবর'
২০২৪ইং, বৃহস্পতিবার
পূজা প্রাঙ্গনঃ কুইন্স প্যালেস
৩৭-১১, ৫৭ স্ট্রিট
উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ-
কৃষ্ণা তিথী

Celebrating 22nd
Sree Sree Kali Puja 2024

Happy
Diwali

পূজার সময় সূচী
পূজা আরম্ভ
সন্ধ্যা ৮:৩০ ঘটিকা থেকে
অঞ্জলীঃ রাত ৯:৩০ঘটিকায়

আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য!

শ্রী বিকাশ সরকার
সভাপতি
(৯১৭)-৪৯৭-৩২৪৭

শ্রী ঝলক রায়
প্রচার সম্পাদক
(৩৪৭)-৪০০-৯১১৭

শ্রী নিত্যানন্দ রায়
সাধারণ সম্পাদক
(৬৪৬)-৬০৬-৭৭৩৯

আয়োজনেঃ বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, নিউইয়র্ক ইন্‌ক

Bangladesh Pujaudjapan Parishad, New York Inc.
bdpujaudjapanparishadny
Email: info@bdpujaudjapanny.com
Visit us: https://bdpujaudjapanny.com/

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ELECTION NIGHT

Result Watch Party

ভোট গণনার সন্ধ্যা উদযাপন

Tuesday, Nov 5, 2024
6:30 PM to 10:30 PM
Diversity Plaza, Jackson Heights
New York 11372

মঙ্গলবার, নভেম্বর ৫, ২০২৪
সন্ধ্যা ৬:৩০ টা থেকে রাত ১০:৩০টা
ডাইভারসিটি প্লাজা, জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক ১১৩৭২

এলইডি মনিটরে নির্বাচনী ফলাফল প্রচার

সঙ্গীত পরিবেশনায়:

শিল্পী রানো নেওয়াজ,
বাউল শিল্পী কালা মিয়া, শিল্পী বাঁধন,
শিল্পী রেশমি মির্জা ও তরুণ শিল্পী আলভান

PEOPLE UNITED PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
www.peopleupusa.com

www.peopleupusa.com

Address : 72-26 Broadway, Jackson Heights, NY 11372. Cell : 646 769 0966.
email : info@peopleupusa.com Head Quarter : 150 State Street, Albany, NY 12207.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বাংলাদেশ পূজা সমিতি অব নিউইয়র্ক, ইনক

Bangladesh Puja Samiti of New York, Inc

৩৫তম শ্যামা পূজা ২০২৪

www.bpsny.com

Puja Venue

November 2nd, 2024

6 PM - 11:59 PM

Gujarati Samaj Hall

173-15 Horace Harding Expy

Fresh Meadows, NY 11365

পূজা সূচি

শনিবার, নভেম্বর ২ ২০২৪

পূজারম্ভ ঃ সন্ধ্যা ৬ঃ৩০

অঞ্জলী ঃ সন্ধ্যা ৭ঃ৩০

প্রসাদ ঃ সন্ধ্যা ৮ঃ০০

সুধী,

বাংলাদেশ পূজা সমিতি অব নিউইয়র্ক আয়োজিত ৩৫তম শ্রী শ্রী শ্যামা পূজায় আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ।

পূজা প্রাঙ্গণ উৎসব মুখরিত হয়ে উঠুক আপনাদের উপস্থিতিতে।

সংগীত শিল্পী

Bishakh Jyoti

67TH INDIAN NATIONAL AWARD WINNER

আমন্ত্রণে -

Ranojit Purkayastha (Biju)
President
347-653-5163

Biplob K Paul
General Secretary
646-461-0494

শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা ১৪৩১

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক
CHITTAGONG ASSOCIATION OF NORTH AMERICA INC.
546 MCDONALD AVE BROOKLYN, NY 11218

নির্বাচন কমিশন ২০২৪ | ELECTION COMMISSION 2024

FINAL RESULTS 10 / 26 / 2024

নাম ও পদবী	প্রাপ্ত ভোট	মন্তব্য
PRESIDENT / সভাপতি		
A1 Mohammed Abu Taher / মোহাম্মদ আবু তাহের	1030	ELECTED
B1 Moksudul H Chowdhury / মাকসুদুল হক চৌধুরী	1028	
SR. VICE PRESIDENT / সিনিয়র সহ-সভাপতি		
A2 Mohammed Ali Noor / মোহাম্মদ আলী নুর	920	
B2 Mohammed M Billah / মোহাম্মদ মুজাদ্দির বিল্লাহ	1109	ELECTED
VICE PRESIDENT / সহ-সভাপতি		
A3 Hazi Mohammed T Alam / হাজী মোহাম্মদ টি আলম	950	
A4 Farid A Chowdhury / ফরিদ আহমেদ চৌধুরী	975	
B3 Ali Akbar (Bappi) / আলী আকবর (বাপ্পী)	1068	ELECTED
B4 Mohammed Ayub Ansary / মোহাম্মদ আইয়ুব আনছারী	1024	ELECTED
GENERAL SECRETARY / সাধারণ সম্পাদক		
A5 MD Ariful Islam / মো: আরিফুল ইসলাম	962	ELECTED
B5 Mohammed Masud H Sirazi / মোহাম্মদ মাসুদ এইচ সিরাজী	933	
I5 Mohammed Mohiuddin Chowdhury (Khokan) / মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরী (খোকন)	145	
JOINT GENERAL SECRETARY / যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক		
A6 MD Kalim Ullah / মো কলিম উল্যাহ	956	
B6 Iqbal H Bhuiyan / ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া	1064	ELECTED
ASSISTANT GENERAL SECRETARY / সহ-সাধারণ সম্পাদক		
A7 MD Nowshad Kamal / মোঃ নওশাদ কামাল	995	
B7 Mohammad H Meah / মোঃ হারুন মিয়া	1034	ELECTED
TREASURER / কোষাধ্যক্ষ		
A8 MD Shafiqul Alam / মোঃ শফিকুল আলম	1014	ELECTED
B8 Mohammed Suman Uddin / মোহাম্মদ সুমন উদ্দিন	1013	
ASSISTANT TREASURER / সহকারী কোষাধ্যক্ষ		
A9 Mohammed N Amin / মোহাম্মদ নুরুল আমিন	1031	ELECTED
B9 Tamal Kanti Chowdhury / তমাল কান্তি চৌধুরী	981	
ORGANIZING SECRETARY / সাংগঠনিক সম্পাদক		
A10 MD T Mohsin / মোঃ তানিম মহসিন	989	
B10 Mohammad Forhad / মোহাম্মদ ফরহাদ	1032	ELECTED
OFFICE SECRETARY / দপ্তর সম্পাদক		
A11 Ajoy P Talukder / অজয় প্রসাদ তালুকদার	1004	ELECTED
B11 Shimul Barua / শিমুল বড়ুয়া	1003	
ASSISTANT OFFICE SECRETARY / সহকারী দপ্তর সম্পাদক		
A12 Imrul Kaiser / ইমরুল কায়সার	1022	ELECTED
B12 Mohammed J Abedin / মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (আন্তিক)	1003	
EDUCATIONAL & CULTURAL SECRETARY / শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক		
A13 Mohammed A Chowdhury / মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী	1021	ELECTED
B13 Sushanta Datta / সুশান্ত দত্ত	993	
PUBLICITY & PUBLICATION SECRETARY / প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক		
A14 Mohammed Z Shafi / মোহাম্মদ জাবের শফি	1022	ELECTED
B14 MD A. Wodud / মোঃ আব্দুল ওদুদ	994	
SOCIAL WELFARE SECRETARY / সমাজকল্যাণ সম্পাদক		
A15 Mohammed A Hossain / মোঃ আকতার হোসেন	979	
B15 Akter Ul Azam / আকতার উল আজম	1034	ELECTED
SPORTS SECRETARY / ক্রীড়া সম্পাদক		
A16 Mohammed Icha / মোহাম্মদ ইসা	1013	ELECTED
B16 Mohammad Jahadul Azam / মোঃ জাহেদুল আজম (জাহেদ)	1007	
EXECUTIVE MEMBERS / কার্যনির্বাহী সদস্য		
A17 Mohammed Nasir Chowdhury / মোহাম্মদ নাসির চৌধুরী	996	
A18 Pallab Roy / পল্লব রায়	965	
A19 Mohammed Mohim Uddin / মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন	960	
B17 Nurus Sopha / নুরুস সোফা	1019	ELECTED
B18 Mohammed Shah Alam / মোহাম্মদ শাহ আলম	1021	ELECTED
B19 Mohammed S Ali / মোহাম্মদ শওকত আলী	1048	ELECTED

Sheikh M Khalid
Chief Election Commissioner

Shahab Uddin Sagor
Election Commissioner

Mohammed A Hannan Chowdhury
Election Commissioner

Mohammed Salim
Election Commissioner

Ruhul Amin
Election Commissioner

PUBLISHED BY : ELECTION COMMISSION

www.jonmobhumi.com

এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ রাশি : ভাল কোনও সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে পারে। কারও কাছ থেকে বড় কোনও উপকার পেতে পারেন।হতাশার জন্য শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। মানুষের সেবায় শান্তিলাভ। নতুন কিছু কেনার পরিকল্পনা হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে ভ্রমণ হতে পারে। স্বজনবর্গের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। বন্ধুদের সাহায্যে ভাল কিছু হতে পারে। দুপুর নাগাদ ব্যবসা ভাল যাবে। ইচ্ছাপূরণ হওয়ার দিন। সন্তানের জন্য খরচ বাড়তে পারে। পিতার শরীর নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি।

বৃষ রাশি : ধর্মীয় স্থানে দান করায় শান্তিলাভ। কাজের জন্য বাড়ির কেউ বাইরে যাওয়ায় মনঃকষ্ট।সঙ্গীতচর্চায় নতুন রাস্তা খুলতে পারে। পরিশ্রমের সুফল পাবেন। কোনও প্রতিবেশীর দ্বারা ব্যবসায় উপকার পেতে পারেন। কারও প্ররোচনায় হঠাৎ উত্তেজিত হবেন না। পরিবারের অশান্তি মিটে যাওয়ার যোগ। অতিরিক্ত কথায় ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি ভাল যাবে। সকলে মিলে দূরে ভ্রমণের সম্ভাবনা। বাড়তি খরচের জন্য সঞ্চয় কম হবে।

মিথুন রাশি : সুবক্তা হিসাবে সুনাম পেতে পারেন। প্রেমের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে, প্রতারিত হওয়ার যোগ রয়েছে।মনের কথা বলার জন্য সঠিক মানুষ পাবেন। গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। বাড়িতে চুরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কর্মজগতে জনপ্রিয়তা পেতে পারেন। দেহের কোথাও খুব ব্যথা হতে পারে। কিছু কেনার জন্য অর্থ খরচ। সারা দিন প্রচুর পরিশ্রম হতে পারে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে মাঙ্গলিক কাজের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। চোখের রোগ বাড়তে পারে।

কর্কট রাশি : পড়াশোনার খুব ভাল সুযোগ আসতে পারে। মা-বাবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।নতুন কাজের সন্ধান করতে হতে পারে। প্রতিবাদী মনোভাবে কর্মস্থানে সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকবে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একটু চিন্তার কারণ থাকতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই শ্রেয়। অতিরিক্ত ক্রোধ কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। পুলিশি ঝামেলা মিটে যাবে।

সিংহ রাশি : কোনও ভুল কাজ করার জন্য অনুতপ্ত হবেন। সারা দিন ব্যবসা ভাল চললেও পরে জটিলতা দেখা দিতে পারে।সম্পত্তি কেনাবেচার শুভ সময়। যানবাহন চড়ার সময় সতর্ক থাকুন। উপার্জনের ভাগ্য ভাল ও আর্থিক উন্নতি বজায় থাকবে। অযথা কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বাড়বে। নিজের সমস্যার কথা কাউকে না জানানোই ভাল হবে। বয়সে ছোট কারও কাছ থেকে উপকার নিতে হতে পারে। সুগারের সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন নিয়ে সমস্যা হতে পারে। নিজের চিকিৎসায় বহু অর্থ ব্যয় হতে পারে।ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা পড়তে পারে। প্রেমের জট ছেড়ে যাবে। ব্যয়ের প্রতি একটু বেশি নজর দিতে হবে। শরীরে বিভিন্ন রোগের উপদ্রব বাড়তে পারে। স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধ কেটে যাবে। সন্তানের সুবুদ্ধি ঘটতে পারে। দুপুরের পরে কোনও ভাল কাজ প[illegible] হতে পারে।

তুলা রাশি : কর্মক্ষেত্রে বৈরী মনোভাব ত্যাগ করাই ভাল। মামলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।স্নেহভাজন কারও সঙ্গে বিবাদ বাধতে পারে। প্রেমে নতুন মোড় ঘুরতে পারে। ব্যবসায় জটিলতা কাটিয়ে ওঠার ভাল সময় এসেছে। বাড়িতে অতিথি আগমনের যোগ দেখা যাচ্ছে। ঋণ পরিশোধ করার জন্য সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। মা-বাবার সঙ্গে অকারণে বিবাদ বাধতে পারে। শ্বশুরকুলকে সাহায্য করতে হতে পারে। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তির যোগ। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : কাজের জায়গায় আঘাত লাগা থেকে সাবধান থাকুন। সংসারে খুব সংযত থাকতে হবে।সন্তানদের নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। কর্মস্থানে সহকর্মীদের সাহায্য পেতে পারেন। কারও কাছ থেকে হঠাৎ কোনও দামি উপহার পেতে পারেন। নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন, উন্নতির যোগ রয়েছে। প্রেমে নতুন মোড় ঘোরার আশা। বুদ্ধিমান ব্যক্তির সুপরামর্শ কাজে লাগান। উপার্জনের ভাগ্য ভাল, কিন্তু কিছু ব্যয়ও থাকবে। বিদ্যুৎ থেকে সতর্ক থাকুন। সকলের সঙ্গে খুব বুঝে কথা বলুন। কারও কাছ থেকে ব্যবসায় উপকার পেতে পারেন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় ভাল লাভ হতে পারে। প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পাবেন।দায়িত্ব পালন নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। শারীরিক দুর্বলতার জন্য পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কোনও হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার আশা রাখতে পারেন। প্রতিবেশীরা আপনাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারেন। কাজের জায়গায় চালাকি না করাই ভাল হবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে। প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে গিয়ে অপবাদ জুটতে পারে। কর্মস্থানে আগুন থেকে সাবধান থাকুন।

মকর রাশি : উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির অনুগত থাকলে লাভবান হবেন। প্রতিবেশীর ঝামেলায় বেশি কথা না বলাই শ্রেয়।প্রেমের ব্যাপারে না এগোনোই ভাল হবে। ত্বকে একটু সমস্যা দেখা দেবে। আপনার বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা সফল না-ও হতে পারে। মিথ্যের আশ্রয় নিলে ফাঁসতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে ঝগড়ার সৃষ্টি হলে আপসে মিটিয়ে নিন। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যেতে পারে। কোমরের নীচে যন্ত্রণা হতে পারে। কাজের চাপে সংসারে সময় না দেওয়ায় বিবাদ হতে পারে।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্যের যোগ। কুসঙ্গে পড়ে ক্ষতি হতে পারে বায়ুপথে ভ্রমণ হতে পারে। অজান্তেই আপনার কাছ থেকে কেউ কষ্ট পাবেন। কাজে সুফল পাবেন। অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। আত্মীয়দের নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন। পিতা-মাতার জন্য বাড়তি খরচ হতে পারে। গরিব মানুষের জন্য কিছু সাহায্য করতে পেরে আনন্দ লাভ। ব্যবসায় সুখবর আসতে পারে। রক্তচাপ নিয়ে চিন্তা বাড়বে।

মীন রাশি : কোনও যন্ত্র খারাপ হওয়ায় প্রচুর খরচ হতে পারে। কর্মে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।কোনও দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হতে পারে। রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। উচ্চশিক্ষার শুভ যোগ রয়েছে। সঞ্চয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হতে পারে। পরিচিত কেউ বাড়িতে আসতে পারেন। দরকারি কাজ মেটানোর শুভ দিন। অতিরিক্ত লোভনীয় সুযোগের দিকে না এগোনোই শ্রেয়। মহার্ঘ আহারের জন্য খরচ বাড়তে পারে। প্রিয়জনের কাছ থেকে ভালবাসা পাবেন। গহনা ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ভাল।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

নির্বাচনে বিপুল ভোটে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্যানেল জয়ী

নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের অভিমমত, যেভাবে ভোটার বানানো হয়েছে, সেভাবে ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে প্রার্থীরা ব্যর্থ হয়েছেন। তবে ১৮ হাজারোধীক ভোটারের মধ্যে দুই প্যানেল মিলে ৮/৯ হাজারোধিক ভোটারের কেন্দ্রে উপস্থিতি অনেকেই হতাশ করেছে।

এদিকে নির্বাচনে 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী রুহুল আমীন সিদ্দিকী এক বিবৃতিতে বলেছেন, উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বহুল প্রতিক্ষীত একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকলের অংশগ্রহনে উৎসব মুখর পরিবেশে। এই নির্বাচনে আপনারা যারা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে আপনার মূল্যবান ভোট প্রদানের মাধ্যমে যে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করেছেন আমি একজন প্রার্থী হিসেবে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি সহ নির্বাচন কমিশনারের সকল কমিশনারগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিয়েছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল নির্বাচনে মাঠে ছিলেন। এছাড়াও প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা পর্ষদের আহবায়ক কমিটির সকল সদস্যদেরকে, যারা দীর্ঘদিন 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের সাথে থেকে অভিভাবক হিসেবে কাজ করেছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি অভিনন্দন 'সেলিম-আলী' প্যানেলের সকল নির্বাচিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের।

বিবৃতিতে রুহুল আমীন সিদ্দিকী আরো বলেন, নেতৃত্ব আল্লাহ নির্ধারণ করেন। কিন্তু মানুষের ভালোবাসা ও যে আন্তরিকতা আমি পেয়েছি তা আজীবন ধরে রাখতে চা। 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সকল ভোটার, শুভাখাঙ্খী ও সহযোগীদের যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি তার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শোকরিয়া এবং আমি আমার পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি নব নির্বাচিত পরিষদ আগামী দুই বছর সুন্দর ও আন্তরিকতার সাথে বাংলাদেশ সোসাইটিকে পরিচালনা করবে এবং সকলের জন্য যে শ্লোগান ছিল তা বাস্তবায়ন করবেন। মহান আল্লাহতালা সবাইকে সুস্থ ও ভালো রাখুন। আমিন।

নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনী টুকিটাকি

সালাহউদ্দিন আহমেদঃ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউইয়র্ক এর দ্বি-বার্ষিক (২০২৫-২০২৬) নির্বাচন। রোববার (২৭ অক্টোবর) এই নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠ হয়। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচনে ভোটার ছিলো সংখ্যা ছিলো ১৮ হাজার ৬১৩ জন। নিউইয়র্ক সিটির ৫টি ভোট কেন্দ্রে ৫৮টি মেশিনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ছোট-খাটো অভিযোগ ছাড়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আর দেশীয় স্টাইলে এই নর্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের দিন জ্যামাইকা কেন্দ্রে সকাল ৯টায় প্রথম ভোট দেন প্রবীণ প্রবাসী ছদরুণ নূর। অপরদিকে উডসাইড কেন্দ্রে রাত ৯টার পর শেষ ভোট দেন কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরী।

আবেগ-আপ্লুত 'সেলিম-আলী': সোসাইটির নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার আগেই রাত ১০টার দিকে অনেকটা জানাজানি হয়ে যায় রোববারের নির্বাচনে 'সেলিম-আলী' প্যানেল জয়ী হতে চলেছে। এসময় উডসাইড কেন্দ্রে শত শত প্রবাসী অপেক্ষায় চুড়ান্ত ফলাফর ঘোষণা শুনার অপেক্ষায়। একে একে কেন্দ্রের ভিতরে আসলেন সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম আর সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্য প্রার্থীরা। আসলে প্রতিদ্বন্দ্বি সভাপতি পদপ্রার্থী রুহুল আমীন সিদ্দিকীও। 'সেলিম-আলী' তার সমর্থকদের সাথে হাত মেলানো, বিজয়ের শুভেচ্ছা বিনিময় আর কোলাকুলি সময় আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। একসময় আতাউর রহমান সেলিমের চোখে খানিকটা জল দেখা যায়।

'সেলিম-আলী'র আশা পূরণ: অবশেষে আশা পূরণ হলো 'সেলিম- আলী'র। সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম সোসাইটির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছিলেন জালালাবাদ এসোসাসিয়েশন অব আমেরিকা আর বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত।

এবার সোসাইটির সভাপতি হতে তিনি নাকি বিগত দু'বছর ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অপর দিকে সোসাইটির সাবেক নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী গত নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রুহুল আমীন সিদ্দিকীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তাই এবারের নির্বাচন ছিলো তার জন্য 'প্রেসটেজিয়াস ইলেকশন'। বিজয়ী মোহাম্মদ আলীও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত।

'সেলিম-আলী' প্যানেলের বিজয়ের নেপথ্যে ছিলেন যারা: 'সেলিম-আলী' প্যানেলের বিজয়ের নেপথ্যে থেকে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক লায়ন শাহ নেওয়াজ এবং সদস্য সচিব কাজী তোফায়েল ইসলাম সহ উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও এই প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আজমল হোসেন কুনু, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি আজহারুল হক মিলন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি কাজী আজম, সন্ধীপ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার একাংশের সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চনুই, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম অপু, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবব, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নাঈম টুটুল প্রমুখ বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এছাড়াও জ্যামাইকা, ওজনপার্ক, ব্রুকলীন এবং ব্রঙ্কস নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমও রয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

রুহুল আমীন সিদ্দিকীর প্রশংসা: নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার আগ থেকেই উডসাইড কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী এবং সোসাইটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী। তিনি বসেছিলেন সামনের সারিতে। যখন চারিদিকে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের জয়জয়কারের আওয়াজ এবং নির্বাচনে 'সেলিম-আলী'-ই জয়ী হতে চলেছেন- এমনটি টের পেয়ে রুহুল আমীন সিদ্দিকী দ্বিতীয় সারিতে গিয়ে বসেন। এরপর তিনি ফলাফল মেনে নিয়ে এক সাথে কাজ করারও অঙ্গীকার করেন। অপরদিকে আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলীর সাথে কোলাকুলি করেন। সেলিম-রুহুল একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ সময় কাটালেন। যা উপস্থিত সকলের কাছে প্রশংসিত হয়। এছাড়াও ফলাফল ঘোষণার শেষ পর্যন্ত রুহুল আমীন সিদ্দিকী সহ তার প্যানেলের ২/৪জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যার জন্য রুহুল আমীন সিদ্দিকী আরো প্রশংসিত হন।

ইসি সদস্যদের বক্তব্যে বিরক্তি প্রকাশ: রাত ৯টায় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হলেও নির্বাচন কমিশন (ইসি) এর প্রয়োজনীয় কর্ম শেষ করে ফলাফল প্রকাশ করতে দুই ঘটনা লেগে যায়। রাত ১১টার দিকে ফল ঘোষণা করা হয়। এর আগে নির্বাচন কমিশনের সদস্যার একে একে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এতে বিরক্তি প্রকাশ করেন উপস্থিত শত শত প্রবাসীবাংলাদেশীরা। পাশাপাশি ফল ঘোষণার সময় এক এক প্রার্থীর ফল ঘোষণার পর পরই বারংবার উপস্থিত প্রবাসীরা উল্লাস প্রকাশ করলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি নিজেও বিরক্ত হন এবং এক পর্যায়ে প্রয়োজনে ফল ঘোষণা স্থগিত করার ঘোষণা দিলে প্রবাসীরা শান্ত হন।

জ্যামাইকা কেন্দ্রে ঐক্যের ঘোষণা দিলেন 'আলী-জাহিদ': রোববার ভোট গ্রহণ চলকালে বেলা আড়াইটার দিকে জ্যাকাইকা কেন্দ্রে মুখোমুখি হন দুই প্যানেলের দুই সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী ও জাহিদ মিন্টু। এসময় তারা একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় আর হ্যান্ডশেক করেন। তাদের দেখে মিডিয়া কর্মীরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে উভয়ে হার-জিত উপক্ষো করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং একে অপরকে আবারো জড়িয়ে ধরেন ব্রুকলীন কেন্দ্রে অপ্রীতকর ঘটনা: নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ব্রুকলীন কেন্দ্র ছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়। ব্রুকলীন কেন্দ্রে বেলা আড়াইটার দিকে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় সালেহ আহমেদ মানিক নামের একজন আহত হলে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। মনিক জানান, কে বা কারা অতর্কিতে আমার উপর হামলা করে এবং শারীরিকভাবে আঘাত করে। তাদের মধ্যে ২/১জনকে আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু কেন আমার ওপর হামলা হলো তা বুঝতে পারিনি। হামলার পর আহত হলে অ্যাম্বুলেস যোগে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছি।'গড ফাদার' মুক্ত হোক সোসাইটি: সোসাইটির নির্বাচনী ফলাফল ঘোষনার পর পরই উডসাইড কেন্দ্রে কেউ কেউ বলে উঠেন 'গড ফাদার' মুক্ত হোক সোসাইটি। কেউ কেউ মন্তব্য করেন 'সেলিম-আলী' প্যানেল জয়ের মধ্য দিয়ে সোসাইটি 'গড ফাদার' মুক্ত হবে। তাহলে প্রশ্ন উঠে আসলেই কি সোসাইটি এতোদিন 'গড ফাদার' আবিষ্ট ছিলো। প্রশ্ন কে সেই 'গড ফাদার'?১৪৫ টি প্রেস আইডি: বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক 'প্রেস আইডি' ইস্যূ করেতে হয়েছে নির্বাচন কমিশন-কে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি ফলাফল ঘোষণার আগে জানান নির্বাচন কভার করার জন্য এবার ১৪৫টি 'প্রেস আইডি' ইস্যু করেছেন। তার ভাষায় সংশ্লিস্ট মিডিয়া ও সাংবাদিকরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করায় তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু 'প্রেস মিডিয়া'র এই তালিকার কবথা শুনে সেখানে উপস্থিত পেশাদার সাংবাদিকদের মধ্যে কানাঘুষা শুনা যায় যে, এতো মিডিয়া আর এত্তো সাংবাদিক কোথায়? কারা তারা? ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। বিব্রতবোধ করলাম আমি নিজেও।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জাতীয় পার্টির উপজেলা দিবস পালন

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় বাংলাদেশের গরিব শ্রমিক মেহনতী মানুষের জন্য সাবেক সফল রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেব উপজেলা পরিষদ গঠন করেছিলেন। আজ উপজেলা দিবসের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরোও বক্তব্য রাখেন জাপার উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস মজুমদার, সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, জাপার উপদেষ্টা জসিম চৌধুরী, জাপার সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ সভাপতি ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম, সহ সভাপতি শফিউল আলম , যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আক্তার চৌধুরী, যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ওয়াহিদ ফেরদৌস, সদস্য মোঃ মুসলিম, সদস্য মহসিন আলী, মহিলা সভানেত্রী ডা. নারগিস আহমেদ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুজিবুর রহমান, সভার শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে উপস্থিত সবাই দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং সকলে উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বক্তব্যে পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মানবতার কথা উল্লেখ করেন। পল্লীবন্ধু উপনিবেশ ও ব্যবস্থা ভেঙে সাধারণ মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। উপজেলা পর্যায়ে ১৮টি দপ্তরে বিসিএস কর্মকর্তা নিয়োগ করে মানুষের চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষের বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। শহরের সেবা গ্রামীণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিলেন পল্লীবন্ধু। উপজেলা পর্যায়ে বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্ট ব্রাঞ্চ স্থাপন করে আইনি সেবা মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করেছেন পল্লী বন্ধু এরশাদ। পল্লীবন্ধু এরশাদ উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক একটি শাসন সৃষ্টি করেছিলেন।

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক সফল রাষ্ট্রপতি মরহুম পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের অনন্য সৃষ্টি উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন। উপজেলা দিবস আজ বাংলার ১৮ কোটি মানুষের সেই স্বপ্নের উপজেলা। সেই দিনের উপজেলা অনেক স্মৃতি কারণ উপজেলা আদালত ছিল মানুষ ঘর থেকে ভাত খাইয়ে পায়ে হেঁটে উপজেলা আদালতে বিচার চাইতে যাইতেন। এখন শুধু উপজেলা একজন নির্বাহী অফিসার মাত্র দেখাশোনা করেন উপজেলা থেকে মানুষ কোন সুবিধা পাইতেছে না।

পরিশেষে জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা সাবেক ছাত্রনেতা জসিম চৌধুরীর প্রিয়তমা মাতার অকাল মৃত্যুতে জাতীয় পার্টির যুক্তরাষ্ট্র শাখার সকল নেতৃবৃন্দ গভীরভাবে শোকাহত। তাহার মাতার আত্মার মেগফেরাত কামনায়, পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া চাওয়া হয়। আল্লাহ্ যেন তার মাতাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন, সেই দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

৩ নভেম্বর রবিবার জেলহত্যা দিবস

টা, নিউইর্য়ক এর বাংগালি অধ্যাষিত জ্যাকসন হাইটসের স্থানীয় ইটজি চাইনিজ রেষ্টুরেনটে এক স্বরণ সভার আয়োজন করেছে। উক্ত স্বরণ সভায় সবাইকে সাদর আমন্ত্রন জানিয়েছেন সংগঠনের পক্ষথেকে ।খবর বাপসনিউজ।

রোববার থেকে এক ঘণ্টা পিছিয়ে যাবে ঘড়ির কাঁটা

ভোরে যুক্তরাষ্ট্রে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে পিছিয়ে যাবে। ডে লাইট সেভিংয়ের কথা মাথায় রেখে প্রতি বছর এ সময় ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রে দিন শুরু হয় এক ঘণ্টা আগে। ফলে নিউইয়র্কে যখন হবে রাত ১টা, বাংলাদেশে তখন দুপুর ১২টা বাজবে। এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে আগামী বছরের ৯ মার্চ রোববার রাত ২টা পর্যন্ত।

ডেলাইট সেভিং টাইম প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গৃহীত হয়েছিল। ডেলাইট সেভিং টাইম সিস্টেমটি ১৯৬৬ সালে ইউনিফর্ম টাইম অ্যাক্ট পাসের সাথে প্রমিত হয়েছিল এবং এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

২০০৭ সালে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের অধীনে আইনটি সংশোধন করে মার্চ থেকে নভেম্বর বাড়ানো হয়েছে। যা ২০০৭ সালের ১১ মার্চ কার্যকর হয়েছিল পূর্বে, ডেলাইট সেভিং টাইম এপ্রিলের প্রথম রবিবারে শুরু এবং অক্টোবরের শেষ রবিবারে শেষ হতো। যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই, আমেরিকান সামোয়া, গুয়াম, পুয়ের্তো রিকো, ইউএস ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ এবং অ্যারিজোনায় দিনের আলো সংরক্ষণের সময় পালন করে না। কংগ্রেসের কিছু সদস্য এই অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে এবং দিবালোক সঞ্চয়ের সময়কে স্থায়ী করার জন্য চাপ দিয়েছেন।

২০২২ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র সিনেট সানশাইন প্রোটেকশন অ্যাক্ট নামে একটি দ্বিপক্ষীয় বিল পাস করে, তবে এটি হাউজে থেমে যায়। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে সিনেটর মার্কো রুবিও বিলটি পুণরায় উত্থাপন করেছিলেন, তারপরে কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছিল, যেখানে এটি নিষ্ক্রিয় ছিল।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশির ওপর হামলায় শ্বেতাঙ্গ তরুণীর বিরুদ্ধে চার্জশিট

জেনিফার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

গত ৩১ জুলাই মধ্যরাতে ম্যানহাটান ওয়েস্ট সাইড থেকে উবারে উঠেন জেনিফার। পথিমধ্যে আরেকজনকে উঠান এবং গন্তব্যে যেতে বলেন সোহেল মাহমুদকে। সোহেল সেন্ট্রাল পার্কের পাশ দিয়ে ট্যাক্সি চালিয়ে আপটাউনে যাবার সময় ৬৫ স্ট্রিট এবং লেক্সিংটন এভিনিউতে ট্রাফিক লাইটে ট্যাক্সি থামান। এ সময়ই পেছনের সিট থেকে সোহেলের ওপর হামলে পড়েন জেনিফার। কিল-ঘুষি মারতে থাকেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব সোহেল নিজেকে কোনমতে জেনিফারের কবল থেকে রক্ষা করেই দরজা খুলে বাইরে বের হন। সে সময়েও গাড়ি চালু ছিল বলে মুহূর্তেই দৌড়ে ড্রাইভিং সীটে বসেন এবং রাস্তা থেকে সরিয়ে পার্ক করেন। সে সময়ে মরিচের গুড়া মিশ্রিত পানি অনবরতভাবে নিক্ষেপ করেন জেনিফার। এবং আবারো মারধোর করতে থাকেন। গাড়ি পার্ক করার পর দরজা খুলে বের হয়েই সোহেল পাল্টা প্রশ্ন করেন, কেন তার ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। জেনিফারের সাথী প্যাসেঞ্জার (তরুনী)ও জানতে চান কেন সোহেলের ওপর এমন হামলা করা হলো। জবাবে জেনিফার বলেছেন, হি ইজ ব্রাউন। অর্থাৎ সোহেল হচ্ছেন বাদামি রংয়ের মানুষ এবং মুসলমান-এটাই হচ্ছে ক্ষোভের কারণ।

ভোটের লড়াইয়ে ৫ বাংলাদেশি

রহমান এবং ভার্জিনিয়া সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৩৭ থেকে সাদ্দাম সেলিম।

রিপাবলিকান পার্টি থেকে আবুল বি খান এবং অন্য চারজনই ডেমোক্র্যাট। এবার ষষ্ঠ মেয়াদে দায়িত্ব পালনের জন্য লড়ছেন পিরোজপুরের সন্তান আবুল খান। চতুর্থ মেয়াদের সিনেটর হওয়ার জন্য লড়ছেন জর্জিয়ার সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৫ থেকে কিশোরগঞ্জের সন্তান শেখ রহমান। একই স্টেটের সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৭ থেকে পুনরায় বিজয়ী হতে লড়ছেন নোয়াখালীর সন্তান নাবিলা ইসলাম। কানেকটিকাট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৪ থেকে পুনরায় সিনেটর হতে মাঠে রয়েছেন চাঁদপুরের সন্তান মো. মাসুদুর রহমান। ভার্জিনিয়া সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৩৭ থেকে পুনরায় একই আসনে বিজয়ের জন্য লড়ছেন নোয়াখালীর সন্তান সাদ্দাম সেলিম।উল্লেখ্য, এই পাঁচজনই মার্কিন মুল্লুকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি এবং পাঁচজনই এবারও বিজয় পাবেন বলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটাররা মনে করছেন।

বৈষম্যবিরোধী প্রবাসী নাগরিক আন্দোলন রাষ্ট্রপতি চুপ্পুর পদত্যাগ

সরকারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রকারী দাবী করে সাবেক শেখ হাসিনা সরকার কতৃক নিয়োজিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন চুপ্পুর অনতিবিলম্বে পদত্যাগের দাবিতে নিউইয়র্ক এর জ্যাকসন হাইটসের এর আইটি প্রতিষ্ঠান- আইডাটাকোর ইনফোটেক এর হলরুম এ গত বুধবার ,২৩ অক্টোবর ২০২৪,সন্ধ্যায় এক জরুরি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা-বিশিষ্ট কলামিস্ট রিটা রহমান সভাপতিত্ব করেন এবং সংগঠনের আহ্বায়ক রাসেক মালিক এবং মেম্বার সেক্রেটারি এবং বিশিষ্ট আইটি বিশেষজ্ঞ আহমেদ সোহেল যৌথ ভাবে পরিচালনা করেন।অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক তাসের মাহমুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সুরুজ্জামান, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী জাকির চৌধুরী , উপদেষ্টা শাহ আলম দুলাল, যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল বাশার, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল হামিদ সোহেল, যুগ্ম সদস্য সচিব এ.আউয়াল, আহবাব, নাজমুল জনি, রাজু আহমেদ, হারুন মিয়া , আশরাফুল আসাদ সহ আরো অনেকেই।বৈষম্যবিরোধী এ সভায় বক্তারা অতি দ্রুত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবউদদীন চুপ্পুর পদত্যাগ দাবি করেন।একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যাক্তিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়ে ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করে বাংলাদেশে অতি দ্রুত একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়ার জোর দাবি জানান ।এই প্রতিবাদ সভায় রিটা রহমান বলেন, যে রাজনৈতিক সরকার তার জনগণের উপর গুলি চালানোর আদেশ দিতে পারে, হাজারের উপর মানুষকে হত্যা করে নির্মম উল্লাস করতে পারে, তাদের রাজনীতি করার অধিকার কিভাবে থাকতে পারে? ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে সাত দফা গোপন চুক্তি করে, যার আওতায় ভারতের নাগরিকদেরকে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি দেয়া হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান তা শুরু করেছেন তার কন্যা শেখ হাসিনা ও তা অব্যাহত রাখেন। এজন্য সরকারি চাকরির বিভিন্ন স্তরে প্রচুর ভারতের নাগরিক রয়েছেন। তাদের এই অপকর্মের কারণেই তাদের এই করুণ পরাজয় নিশ্চিত হয়েছে এবং তারা পালিয়ে গিয়ে আবার সেই ভারতেই আশ্রয় নিয়েছে ! সাংবাদিক তাসের মাহমুদ বলেন– শেখ হাসিনা ও তার দলের সকল নেতাদের পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আওয়ামী রাজনীতির ইতোমধ্যে কবর রচিত হয়েছে।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

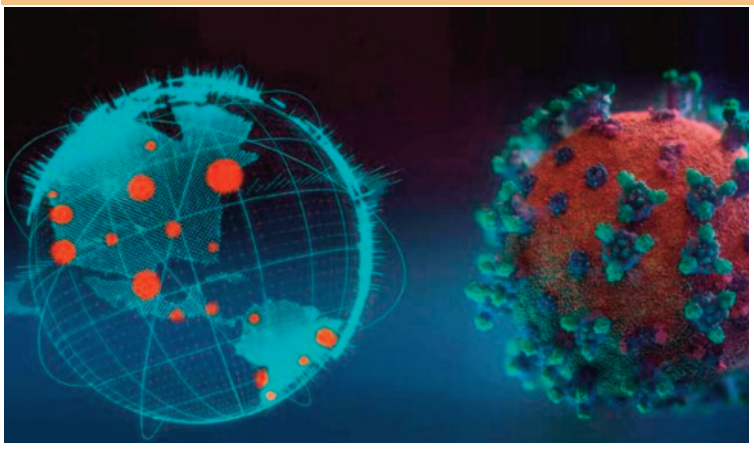

ক্যালশিয়ামের ঘাটতি...

সুস্থ থাকার জন্য শরীরে সকল পুষ্টি সমানভাবে জরুরি। প্রতি দিনের ডায়েটে যেমন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট রাখতে হবে, তেমনই ভিটামিন ও মিনারেলও প্রয়োজন। আর এই মিনারেলের তালিকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ক্যালশিয়াম। আমাদের হাড়, দাঁত সুস্থ রাখতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ক্যালশিয়ামের। শরীরে যদি ক্যালশিয়ামের ঘাটতি দেখা যায় তাহলে ধীরে ধীরে হাড় ক্ষয় হতে শুরু করে। যদিও শরীরে এই খনিজের অভাব হলে কয়েকটি লক্ষণ দেখা যায়। সেগুলো কী চলুন দেখে নেওয়া যাক- শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে পেশি ব্যথা, ক্র্যাম্প এবং খিঁচুনির মতো লক্ষণগুলো দেখা যায়। এতে কোমরে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, উরুতে টান লাগার মতো সমস্যা দেখা দেয়। পাশাপাশি হাত, বাহু, পা ও মুখের চারপাশে অসাড়তা লক্ষ্য করা যায়। হালকা মাথাব্যথা, মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। মূলত ক্যালশিয়ামের ঘাটতির কারণে অনেক সময় শরীরে ক্লান্তি দেখা দেয়। কিন্তু এই লক্ষণগুলো শরীরে ক্যালশিয়ামের অভাবে দেখা দিতে পারে। তাই ক্যালশিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি হলে...

শরীরের পেশি গঠনে প্রোটিনের ভূমিকা অনেক। এ ছাড়াও রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখতে ইস্ট্রোজেন হরমোন, সুস্থ থাইরয়েডসহ শরীরের সামগ্রিক সুস্থতায় পর্যাপ্ত প্রোটিনের প্রয়োজন। প্রোটিন আমাদের শরীরের যাবতীয় গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মূলত প্রোটিন ছাড়া আমাদের শরীরের অনেক কাজই সংঘটিত হতে পারে না। তাই আমাদের প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ প্রোটিন ছাড়া আমাদের জীবন চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠতে পারে। প্রতিদিন পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ করা না হলে শরীরে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। তবে কীভাবে বুঝবেন আপনার শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি রয়েছে? কয়েকটি শারীরিক উপসর্গই জানান দেবে যে শরীরে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অভাব আছে কি না- প্রোটিন জাতীয় খাবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরা রাখে। তবে পর্যাপ্ত প্রোটিন না খেলে বারবার ক্ষুধা লাগা স্বাভাবিক। রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে প্রোটিনের ঘাটতি। এজন্য ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্যতালিকায় অবশ্যই রাখা উচিত ডাল, মাছ, ডিম, বাদাম ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার।

শরীরের প্রোটিনের ঘাটতির আরও একটি লক্ষণ হলো চুল পড়া। এমনকি পর্যাপ্ত প্রোটিনের অভাবে ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যেতে পারে।

প্রোটিন ত্বকের যে কোনো ক্ষতস্থান দ্রুত সারাতে সাহায্য করে। তবে অনেকদিন ধরে কোনো ক্ষত যদি না শুকায় সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে শরীরের প্রোটিনের ঘাটতি রয়েছে।

সব সময় কি শরীরে ক্লান্ত লাগে? এটিও হতে পারে প্রোটিনের অভাব। কারণ প্রোটিন শরীর চনমনে রাখতে সাহায্য করে। তাই প্রোটিনের ঘাটতি ক্লান্তি ভাব এনে দেয়। প্রোটিনের অভাব হলে যকৃতের ওপর চাপ পড়তে থাকে। ফলে হাত-পা ফুলে যেতে থাকে। তাই এ বিষয়ে যত্নবান হোন।

নিমপাতার গুণাগুণ

নিম একটি ঔষধি গাছ। যার ডাল, পাতা, রস সবই কাজে লাগে। নিম ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া নাশক হিসেবে নিম খুবই কার্যকর। আর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও এর জুড়ি মেলা ভার।

আসুন জেনে নেওয়া যাক নিমের উপকারিতাগুলো;

ত্বক : বহুদিন ধরে রূপচর্চায় নিমের ব্যবহার হয়ে আসছে। ত্বকের দাগ দূর করতে নিম খুব ভালো কাজ করে। এ ছাড়াও এটি ত্বকে ময়েশ্চারাইজার হিসেবেও কাজ করে।

চুল : উজ্জ্বল, সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন চুল পেতে নিমপাতার ব্যবহার বেশ কার্যকর। চুলের খুসকি দূর করতে শ্যাম্পু করার সময় নিমপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে চুল ম্যাসেজ করে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। খুসকি দূর হয়ে যাবে।

দাঁতের রোগ : নিমের পাতা ও ছালের গুঁড়া কিংবা নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত হবে মজবুত, রক্ষা পাবেন রোগ থেকেও।

আর্থ্রাইটিস কী ও তার চিকিৎসা

ডা. এম ইয়াছিন আলীঃ বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস ছিল গতকাল। প্রতি বছর ১২ অক্টোবর পালিত হয় এ দিনটি। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল- ওহভড়ৎসবফ ঈযড়রপবং, ইবঃঃবৎ ঙঃপড়সবং। এর মূল লক্ষ্য হলো আর্থ্রাইটিস রোগীদের সঠিক তথ্য পাওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরা, যাতে তারা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে মিলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং চিকিৎসা প্রক্রিয়া উন্নত করা যায়। এ প্রতিপাদ্য রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ পরামর্শ এবং সঠিক তথ্যের ওপর জোর দেয়, যা রোগীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে। আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং এর ফলে মানুষ দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলে, তাই আসুন জেনে নিই আর্থ্রাইটিস কী, কেন হয় ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে-

আর্থ্রাইটিস কী : আর্থ্রাইটিস হলো একধরনের রোগ যা শরীরের বিভিন্ন অস্থিসন্ধি বা জোড়াকে প্রভাবিত করে। এটি মূলত সংযোগস্থলগুলোর প্রদাহ, ব্যথা, ফোলা, এবং হাড়ের ক্ষয় সৃষ্টির জন্য পরিচিত। আর্থ্রাইটিসের বিভিন্ন ধরন আছে, যেমন অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, গাউট ইত্যাদি।

আর্থ্রাইটিস কেন হয় : আর্থ্রাইটিসের কারণ নির্ভর করে এর ধরনের ওপর। কিছু সাধারণ কারণ হলো : ১. বয়স : বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অস্থিসন্ধির ক্ষয় ও হাড়ের ঘর্ষণ বেড়ে যায়, যা অস্টিওআর্থ্রাইটিসের প্রধান কারণ।

২. জেনেটিক ফ্যাক্টর : আর্থ্রাইটিস কিছুটা বংশগত হতে পারে। কিছু মানুষের শরীরে জিনগতভাবে এ রোগের ঝুঁকি বেশি।

৩. ইমিউন সিস্টেমের সমস্যা : রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভুলক্রমে নিজ অস্থিসন্ধিকে আক্রমণ করে। এটি একটি অটোইমিউন রোগ। ৪. আঘাত : কোনো ধরনের গুরুতর আঘাত বা সংযোগস্থলের বারবার ক্ষতি অস্থিসন্ধিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। ৫. অতিরিক্ত ওজন : অতিরিক্ত ওজন অস্থিসন্ধির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, যা হাড় ও কার্টিলেজ ক্ষতি করে আর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি বাড়ায়।

৬. সংক্রমণ ও অন্যান্য রোগ :

কিছু সংক্রমণ বা অন্যান্য রোগ যেমন লুপাস বা গাউট, অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ সৃষ্টি করে আর্থ্রাইটিসের সৃষ্টি করতে পারে।

আর্থ্রাইটিসের সাধারণ লক্ষণ : * জোড়ায় ব্যথা বা অস্বস্তি। * জোড়া ফুলে যাওয়া। * জোড়ার শক্ত হয়ে যাওয়া বা নড়াচড়া করতে সমস্যা। * জোড়ার চারপাশে লালচে ভাব বা উত্তাপ অনুভব করা। * সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অস্থিসন্ধি শক্ত মনে হওয়া।

আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা : আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা নির্ভর করে এর ধরনের ওপর। তবে, নিম্নলিখিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয় : ১. ওষুধ : * প্রদাহনাশক ও ব্যথানাশক ওষুধ : ইবুপ্রোফেন, অ্যাসপিরিন এবং অন্য নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ (ঘঝঅওউং) প্রদাহ কমাতে ও ব্যথা উপশম করতে ব্যবহৃত হয়।

* ডিএমএআরডি (উগঅজউং) : রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে পরিবর্তন করে এর গতিবিধি ধীর করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

* স্টেরয়েড : প্রদাহ কমানোর জন্য স্টেরয়েড ইনজেকশন বা ওষুধ হিসেবে দেওয়া হয়।

২. ফিজিওথেরাপি : * আর্থ্রাইটিসে ফিজিওথেরাপি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি যা জোড়ার ব্যথা, প্রদাহ, এবং কার্যক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে। এটি ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের বিকল্প নয়, বরং চিকিৎসার একটি সম্পূরক অংশ হিসেবে কাজ করে। ফিজিওথেরাপি মূলত শরীরের চলাচল ও নমনীয়তা বাড়াতে, জোড়ার শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং ব্যথা কমাতে ব্যবহৃত হয়।

৩. ওজন নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম :

* হালকা থেকে মাঝারি ব্যায়াম যেমন হাঁটাহাঁটি, সাঁতার, সাইক্লিং ইত্যাদি অস্থিসন্ধিকে শক্তিশালী ও নমনীয় রাখে। এ ছাড়া, সুস্থ ওজন বজায় রাখলে অস্থিসন্ধিতে চাপ কমে।

৪. উপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস : ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ খাদ্য, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার হাড়ের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়তা করে।

* পানি বেশি পান করা এবং অ্যালকোহল ও উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার থেকে দূরে থাকা গাউটের মতো আর্থ্রাইটিসের নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

৫. সার্জারি : অস্থিসন্ধির খুব বেশি ক্ষতি হলে কখনও কখনো অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়। এতে জোড়া প্রতিস্থাপন (লড়রহঃ ৎবঢ়ষধপব-সবহঃ), অ্যানকাইলোসিস (হাড় জোড়া করা) বা অর্থোস্কোপি (মেরামত অস্ত্রোপচার) করা হয়।

৬. জীবনযাত্রার পরিবর্তন :

* দৈনন্দিন কাজের সময় অস্থিসন্ধির ওপর কম চাপ দেওয়ার জন্য সঠিক অঙ্গভঙ্গি, আরগোনমিক আসবাব এবং উপকরণ ব্যবহার করা জরুরি।

আর্থ্রাইটিসের প্রতিরোধ : * নিয়মিত ব্যায়াম করা। * সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা।

রোবট দিয়ে হৃদযন্ত্রের রিং পরানোর যুগে বাংলাদেশ

মাহমুদুল হাসান নয়ন ঃ হার্ট অ্যাটাকের পর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ভর্তি হন কুষ্টিয়ার বৃদ্ধ কৃষক আজম আলী। এনজিওগ্রাম করলে তার হৃদযন্ত্রে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে। এর মধ্যে দুটিতে ৯৫ ভাগ এবং একটিতে ৯০ ভাগ ব্লক ছিল। হৃদরোগ ইনস্টিটিউট সহযোগী অধ্যাপক ডা. প্রদীপ কুমার কর্মকার তার হৃদযন্ত্রে রিং পরানোর সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য বিনামূল্যে সর্বাধুনিক রোবটিক এনজিওপ্লাস্টি প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব দেন তাকে। এতে সায় দিলে রোববার হাসপাতালটির ক্যাথল্যাবে নেওয়া হয় আজম আলীকে। অত্যাধুনিক এই ক্যাথল্যাবেই স্থাপন করা হয় রোবট প্রযুক্তি। যা এক মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে। যন্ত্রটির মাধ্যমে দূর থেকে নির্দেশনা দিয়ে দিয়ে ৩০-৪০ মিনিটেই সম্পন্ন হয় তিনটি রিং পরানোর কাজ। একই দিনে অত্যাধুনিক এ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আরও একজনের হার্টে সফলভাবে রিং পরানো হয়। এভাবেই রোবট দিয়ে হৃদযন্ত্রের রিং পরানোর যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ।

হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের কেবিন ফ্লোরে মঙ্গলবার কথা হয় আজম আলীর সঙ্গে। স্ত্রী ইজারুন্নেসা ও ছেলে মো. মনিরুল ইসলামকে নিয়ে তিনি তখন হাসপাতাল ছাড়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। শরীর কেমন-জিজ্ঞেস করতেই মুখে মৃদু হাসি আর চিকিৎসকের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা। আজম আলী বলেন, ২২ বছর ধরে হৃদরোগের সমস্যা। অনেক কষ্ট পেয়েছি। হাঁটাচলাও করতে পারছিলাম না। স্বাভাবিক জীবন বলতে কিছু ছিল না। সর্বশেষ বুধবার ভর্তি হই। রোববারই রোবট দিয়ে আমার চিকিৎসা হলো। বিনামূল্যে এত ভালো চিকিৎসা পাব চিন্তাও করিনি। এখন পুরোপুরি সুস্থ। স্বাভাবিকভাবেই হাঁটছি-চলছি। আমি সবাইকে পরামর্শ দেব-সরকারি হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নিতে। দেশের সবাই যেন এমন চিকিৎসা পান-সরকারের কাছে অনুরোধ করব সেই ব্যবস্থা করার।

আজম আলীর হৃদযন্ত্রে রিং পরানোর মাধ্যমে দেশে হৃদরোগের চিকিৎসায় নতুন মাইলফলক যুক্ত হয়। দেশের হৃদরোগের চিকিৎসাসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতসহ বিশ্বে ১৬০টি রোবটিক এনজিওপ্লাস্টি (রোবট দিয়ে হার্টের রিং পরানো) সেন্টার রয়েছে। এর মধ্যে ভারতের ছয়টি সেন্টার রয়েছে। রোববার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালও রোবটিক যুগে পদার্পণ করল। হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. প্রদীপ কুমার কর্মকার ও তার দল পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন। তাদের সহযোগিতা করেন ফ্রান্স, চীন ও ভারতের তিন সদস্যের একটি টেকনিক্যাল গ্রুপ। এই গ্রুপটি এক মাস বাংলাদেশে থেকে একটি প্রশিক্ষিত দল তৈরিতে কাজ করবে। এই সময়ে তাদের যন্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করে বিনামূল্যে ১০টি রোবটিক এনজিওপ্লাস্টি করা হবে। এরপর যন্ত্রগুলো তারা ফিরিয়ে নেবে।

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেস্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি

Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

www.jonmobhumi.com

চরাঞ্চলে 'আইনি তথ্যসেবা' নিয়ে

গোলাম মাহবুবঃ কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার দুর্গম চরাঞ্চলের নারীদের একযুগেরও বেশি সময় ধরে বিনা খরচে আইনি তথ্যসেবা ও পরামর্শ দিয়ে আসছেন ফ্রেন্ডশিপ নারী কর্মীরা। এতে চরাঞ্চলের নারীদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে দুর্গম চরাঞ্চলগুলোয় অনেকাংশে কমেছে পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব। আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে আইনি তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলো। জানা গেছে, ২০১২ সালে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ফ্রেন্ডশিপের সুশাসন প্রকল্পের আওতায় উপজেলার তিন ইউনিয়নে চালু করা হয় 'আইনি তথ্যসেবা কেন্দ্র'। বর্তমানে ২০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এসব আইনি তথ্যসেবা দিয়ে আসছে তারা। প্রতিটি কেন্দ্রে দুজন নারী কর্মী নিযুক্ত আছেন। একজন ফ্রেন্ডশিপ কমিউনিটি প্যারালিগ্যাল (এফসিপি), অপরজন ফ্রেন্ডশিপ কমিউনিটি গভর্ন্যান্স এইড (এফসিজিএ), যারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন শ্রেণির নারীদের আইনি তথ্যসেবা দিয়ে আসছেন। এফসিপি সরাসরি পরামর্শদাতা এবং এফসিজিএ সভা-সমাবেশের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করে। তাদের হিসাবে গত এক মাসে তিন ইউনিয়ন মিলে অন্তত ২০০ নারীকে আইনি তথ্য সেবা দিচ্ছেন তারা। উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদবেষ্টিত অষ্টমীরচর, নয়ারহাট ও চিলমারী ইউনিয়নগুলোয় প্রায় একযুগেরও বেশি সময় এসব আইনি সেবা পাচ্ছেন চরাঞ্চলের অসহায় নারীরা। এতে ওই অঞ্চলে অনেকাংশে কমেছে অপরাধ। স্বাভাবিকভাবে ওইসব আইনি সেবা বা পরামর্শ নিতে যেতে হতো থানায়। নদী পাড়ি দিয়ে থানায় যেতে সময় লাগে কয়েকঘণ্টা। ফলে দেখা যেত অনেকেই এ সেবাগুলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বর্তমানে সহজেই এসব সেবা পাচ্ছেন তিন চরের প্রায় ১৫ হাজার নারী।

নয়ারহাট ইউনিয়নের খেরুয়ারচর গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, রেহেনা আক্তার (এফসিপি) ও ইরিনা খাতুন (এফসিজিএ) নিরলসভাবে চরাঞ্চলের নারীদের আইনি তথ্যসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। তারা জানান, এ আইনি তথ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গত সেপ্টেম্বর মাসে অন্তত ১৭ নারীকে আইনি তথ্যসেবামূলক পরামর্শ দিচ্ছেন। কেন্দ্রে সেবা নিতে আসা মোছা. মেহেরা বেগম বলেন, 'আমার বয়স হয়েছে। ছেলেমেয়েরা ভরণ-পোষণ দিচ্ছে না। পরে আইনি তথ্যসেবা কেন্দ্রে এসে সহায়তা চাইলে আপারা আমাকে সহযোগিতা করেন। আমার সন্তানদের কাছে গিয়ে কথা বলেন। বর্তমানে ছেলেমেয়েরা নিয়মিত আমার ভরণ-পোষণ দিচ্ছে এবং আমি খুব সুখে আছি।'

মোছা. সুফিয়া বেগম বলেন, 'আমার স্বামী প্রায়ই আমাকে নির্যাতন করতেন। কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে এখানে এসে কথা বললে, এখানকার আপারা গিয়ে আমার স্বামীকে বুঝিয়েছেন। আইনি প্রক্রিয়া কী কী হতে পারে। আমার স্বামী বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। এখন পারিবারিক সমস্যা আর নেই। আমি এখন ভালো আছি।'

রেহানা আক্তার জানান, সপ্তাহে তিন-চার দিন বিভিন্ন সমস্যার আইনি সমাধান পেতে নারীরা আমাদের কাছে আসেন। তাদের সমস্যাগুলো শুনে এর আইনি কী কী পদক্ষেপ রয়েছে, সেগুলো তাদের জানিয়ে দিই। এ ছাড়া আমরা অভিযোগগুলো নিয়ে বা সহায়তা দেওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা করি। তিনি আরও বলেন, চলতি মাসে এখন পর্যন্ত আইনি সেবাসহ সব ধরনের সেবা পেয়েছেন ১৭ নারী।

প্রজেক্ট ম্যানেজার মো. আবদুল মান্নান জানান, 'আমাদের কর্মীরা ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করেন। চরাঞ্চলের ২০টি আইনি তথ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। ফলে দিন দিন চরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এ আইনি তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলো। স্থানীয়ভাবে যে সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব হয় না, সেগুলো জেলা লিগ্যাল এইডে পাঠানো হয়। সব মিলিয়ে চরাঞ্চলের নারীরা সেবা পেয়ে তাদের অনেক সমস্যার সমাধান হচ্ছে।'

শূন্য থেকে সফল সাবিকার মাসিক আয় ৪৫ হাজার

মো. মাসুদ হোসেনঃ উচ্চশিক্ষা নিয়েও অনেক নারী চাকরি করার ফুরসত পান না। পড়াশোনা শেষ করে তারা সংসার সামলান। ফলে চাকরি করে স্বাবলম্বী হওয়ার যে স্বপ্ন সেটা অধরাই থেকে যায়। কিন্তু কিছু কিছু নারী আছেন যারা অদম্য। স্বামী, সংসার, সন্তানদের দেখভাল করেও তারা ঘরে বসেই স্বাবলম্বী হতে চান। মেধাকে কাজে লাগিয়ে নিজের চেষ্টায় হয়ে ওঠেন অনুকরণীয়। তাদেরই একজন মাহমুদা ইয়াসমিন সাবিকা। যিনি ঘরে তৈরি করা খাবার অনলাইনে বিক্রি করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। পঁচিশ পার হওয়া এ নারী এখন এলাকায় অনেকেরই আদর্শ।

বগুড়া সদর উপজেলার দত্তবাড়ি এলাকার মেয়ে মাহমুদা ইয়াসমিন সাবিকা। দুই ভাইবোনের মধ্যে ছোট সাবিকা ২০১৩ সালে এসএসসি পাশ করেন নিজ এলাকার কাটনার সেন্ট্রাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। পড়াশোনার এক পর্যায়ে অনার্স ৩য় বর্ষে থাকাকালীন ২০১৮ সালে পছন্দের এক বেকার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় তার। কর্মহীন ছেলেকে বিয়ে করায় মেনে নেয়নি সাবিকার পরিবার।

স্বামীর বেকারত্ব আর সাংসারিক খরচ মেটাতে না পেরে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান পড়াশোনা জানা এ নারী। কোনো উপায় না পেয়ে শখের বসে খাবারের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসার ইচ্ছা জাগে তার। বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে খাবারের প্রচার শুরু করে দেন তিনি। হঠাৎ একদিন সবজি শিঙাড়ার অর্ডার পেয়ে যান সাবিকা। গোপনে মায়ের কাছ থেকে ধার নেওয়া ৪০০ টাকা দিয়ে শুরু করেন শিঙাড়া তৈরির কাজ। দ্রুত সময়ে রুচিসম্মত এ খাবারটি ডেলিভারি দিয়ে প্রশংসিত হন ক্রেতার কাছ থেকে। সাবিকার এ ব্যবসার প্রচার যখন এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকে তখন নিজ পরিবার, আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিবেশীরা বিষয়টি ভিন্ন চোখে দেখত। সাহস জোগানোর পরিবর্তে কটূক্তি করতে থাকে প্রায় সবাই। বেকার স্বামীর অনুপ্রেরণায় এ সময় দুজনে মিলে ব্যবসার পরিধি বাড়াতে থাকেন তারা। এক সময় সাবিকার এ ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে চলতে থাকে তাদের দুজনের সংসার।

খাবারের ওপর টিএমএসএস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করা শখের ব্যবসার জন্য প্রথমে নয় হাজার ও পরে ৫০ হাজার টাকা সরকারি অনুদান পান এ নারী উদ্যোক্তা। ক্রমান্বয়ে তার ব্যবসার এমন সফলতায় পরিবারসহ সবাই খুশি। এর মধ্যে বগুড়া আজিজুল হক কলেজ থেকে সমাজ কর্মের ওপর মাস্টার্স পাশ করেন সাবিকা। নিজের প্রতিষ্ঠানের নামে খোলেন ফেসবুক পেজ। সেখানে চলতে থাকে তার ব্যবসার চাকা। কাস্টমাইজ দেশি খাবার, পোলাও, বিরিয়ানি, খিচুড়ি প্যাকেজ, বিভিন্ন স্ন্যাকস আইটেম, ডেজার্ট আইটেম, শীতের পিঠা, গরুর মাংসের আচারসহ প্রায় ৩০ ধরনের খাবার নিয়ে কাজ করছেন সাবিকা। তার এ ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন ৬ সহযোগী। তারাও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। শূন্য থেকে উঠে আসা শিক্ষিত এ নারী উদ্যোক্তা এখন প্রতি মাসে আয় করছেন প্রায় অর্ধ লাখ টাকা। হোমমেড খাবার তৈরি করে এবং যথাসময়ে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিয়ে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন সাবিকা। বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে অর্জন করেছেন সম্মাননা। খাবারের ওপর প্রায় ৮-১০টি প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে ঘরে বসেই ব্যবসা করছেন। মেয়ের এমন সাফল্যে গর্বিত বাবা নাসিমুল গনি। মেনে নিয়েছেন তাদের বিয়ে।

মাহমুদা ইয়াসমিন সাবিকা বলেন, 'এত বছরের ব্যবসায় ব্যর্থতা যেমন ছিল সফলতাও তেমন পেয়েছি। তবে অন্য ১০ জন নারীর মতো বিয়ের পর বাচ্চা নেওয়ার পরিকল্পনা নিতে পারিনি আমি। প্রথমে অভাবের সংসার ও পরে স্বাবলম্বী না হতে পারার কারণে এ স্বপ্নকে পিছিয়ে দিতে হয়েছে। কেননা ব্যবসার প্রথম দিকে পরিবারসহ প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি বাধা এবং হতাশামূলক কথা। সামাজিকভাবে প্রথম পর্যায়ে নারী হয়ে এমন কাজ কখনো ভালো চোখে দেখেনি কেউ। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক সব বাধা পেরিয়ে সামাজিকভাবেও অনেক সম্মান পাচ্ছি। ব্যবসাটা শুরু করি মাত্র ৪০০ টাকা দিয়ে। অথচ গত ছয় বছরে এত ভালো বিক্রি হবে তা ভাবিনি। এ পর্যন্ত রিপিট কাস্টমার পেয়েছি হাজারের বেশি। তবে বিজনেসটা শুরু করেছিলাম একটা স্বপ্ন থেকে শখের বশেই। প্রথম যেদিন নিজ হাতে বানানো খাবার কাস্টমারের হাতে পৌঁছে দিই, সে অনুভূতিটা ছিল অসাধারণ। কাস্টমারের কাছ থেকে পাওয়া ফিডব্যাক ছিল কাজের প্রতি অনেক বড় অনুপ্রেরণা। আগে বাবার পরিচয়ে বড় হয়েছি, এখন নিজের পরিচয়ে সমাজে আরও বড় হতে চাই।'

বৈষম্য কমেছে কতটুকু?

লীনা দিলরুবা শারমিন ঃ আজকাল অধিকাংশ চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে 'ওমেন আর এনকারেজড টু অ্যাপ্লাই' লেখা একটি সুন্দর অভ্যাস হয়ে উঠেছে। এ কথার পেছনে আধুনিক চিন্তার প্রকাশ ও নারীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে, কিন্তু তাতে কতটুকু সামগ্রিক চিন্তা প্রতিফলিত হয়, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আপনি যদি ছয় মাসের গর্ভবতী নারীকে চাকরি পরীক্ষা দিতে দেখেন এবং একমাত্র তার মেধা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করে তাকে মূল্যায়ন করতে পারেন, শুধু সে ক্ষেত্রেই সাম্য চর্চা করা হবে।

নারীর প্রতি একটি বড় ধরনের বৈষম্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ও আইনি অধিকারের বৈষম্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী পৈতৃক সম্পত্তির অংশ কাগজে-কলমে তো দূরে থাক, স্বাভাবিক ভোগদখলেও পান না। বাবা, স্বামী, সন্তান নানা স্তরে তিনি অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন এবং বলাইবাহুল্য, তার এক জীবনে নিজের সহজ প্রয়োজন ও শখের জন্যও অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকাকে নিয়তি বলে মেনে নেন। অথচ, তার বাবার সম্পদ ও স্বামীর সম্পদে তার যে অধিকার আছে, সেটি তাকে না বুঝিয়ে দেওয়া হয়, না বুঝে নেওয়ার মতো আইনি অভিজ্ঞতা, না সেই জ্ঞান বা সাহস থাকে। আমার যে অঞ্চলে বাড়ি, সেখানে মেয়েরা বাবার সম্পত্তি নিলে সেটিকে খুব নিচু স্তরের কাজ হিসাবে দেখা হয়।

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে-এ অঞ্চলে মেয়েরা যদি জানেও বাবার সম্পত্তি সম্পর্কে, স্বামীর সম্পত্তি সম্পর্কে তাদের একেবারেই ধারণা থাকে না। তাই, এ স্বামীর মৃত্যুতে মালিকানা বদলের কথা শোনা ছাড়া কিছুই আর পরিবর্তিত হয় না। সম্পদ ছেলেদের মধ্যে ভাগ হয়। না তার মধ্যে মায়ের অধিকার থাকে, না বোনের। স্ত্রীর কথা তো একই চক্রে বাদ। প্রতিদিনের দুমুঠো ভাত থেকে শুরু করে এই যে ক্রমাগত চলতে থাকা বৈষম্য তাতে আমাদের দেশ, উপমহাদেশ এমনকি বিশ্বজুড়ে মেনে এবং মানিয়ে নিতে নিতে এক সময় নারীরা এটাকেই বাস্তবতা এবং জীবনের নিয়ম বলে মেনে নেন। খেয়াল করে দেখবেন, যে বাচ্চা মেয়েটি তাকে তার ভাইদের থেকে ভিন্নভাবে দেখা নিয়ে প্রশ্ন করে, এক সময় সে নিজেও এ ঘটনাকে মেনে নেয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে একই চর্চা করে এবং সেটিকে সঠিক মনে করেই করে।

বাংলাদেশের নানা স্তরে নারীর প্রতি বৈষম্য এমনভাবে মিশে আছে যে নারী নিজেও তার এ বৈষম্য সম্পর্কে জানেন না। পরিবারে মায়ের অসুখ আর বাবার অসুখের চিত্র ভিন্ন। ভাইয়ের শিক্ষা আর বোনের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। রাজনৈতিক, জাতীয়তা, যৌনতা, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, বিয়ে, পারিবারিক জীবন, সব ক্ষেত্রেই বৈষম্য বিরাজমান। দুঃখ হচ্ছে, একশ্রেণি তাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া বৈষম্য সম্পর্কে অজ্ঞাত, একশ্রেণি বৈষম্য সম্পর্কে জেনে কোণঠাসা, আবার একশ্রেণি বৈষম্য চর্চারত।

হাজার বছর ধরে চলতে থাকা এ বৈষম্য বিলোপের লক্ষ্যে জাতিসংঘ নানা সময় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ১৯৭৫ সালকে 'বিশ্ব নারী বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করা এবং ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণবিষয়ক সনদ ঈড়হাবহঃরড়হ ড়হ ঃযব ঊষরসরহধঃরড়হ ড়ভ অষষ ঋড়ৎসং ড়ভ উরংপৎরসরহধঃরড়হ অমধরহংঃ ডড়সবহ বা সংক্ষেপে ঈউঊঅড (সিডও) বা গ্রহণ করা? শুধু নারীর অধিকারসংক্রান্ত এটিই এখন পর্যন্ত একমাত্র সনদ।

১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে সনদটি কার্যকর হতে শুরু করে। আর ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ এ সনদে স্বাক্ষর করে? ইউএনডিপি প্রকাশিত নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন অনুসারে এ পর্যন্ত মোট ১৬১টি দেশ এ চুক্তিপত্র বা সনদে স্বাক্ষর করেছে।

মোট ৩০টি ধারার এ সনদের প্রথম ১৬টিতে বৈষম্য চিহ্নিত করা এবং বাকি ১৪টিতে তা লোপ করার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ সনদে বলা হয় নাগরিক অধিকার ও আইনি সমতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারী তার ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজে পুরুষের সমপর্যায়ে সব সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। নারীর প্রজনন ভূমিকাকে সামাজিক ভূমিকা হিসাবে গণ্য করতে হবে যেন প্রজননের কারণে নারীকে কোণঠাসা না করা হয়। সেই সঙ্গে তার এ অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি নানা ধরনের আচার-প্রথা, সংস্কার ও বিধি যা নারীর জেন্ডার ভূমিকা নির্ধারণ করে, তা বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। পরিবার ও সমাজে শুধু মানুষ হিসাবে নারীকে গণ্য করা এবং পুরুষের ক্ষমতা ভিত্তিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রতিই এ সনদে জোর দেওয়া হয়েছে।

এবার বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে দেখলে কিছু উন্নয়নের পাশাপাশি অনেকখানি শুভংকরের ফাঁকিই থেকে যায়।

লেখক : জনযোগ বিশেষজ্ঞ, আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর মাজারে পিছনের কথা

আসেন তখন বাংলার সুলতান ছিলেন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ। সে সময়ে তরফ, ইটা, পঞ্চখণ্ড ও প্রতাপগড় ছিল ত্রিপুরা মহারাজার অধীনস্থ ছোট ছোট সামন্ত রাজাদের অধীন। হবিগঞ্জ ও সু-নামগঞ্জ জোর বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন পানির নিচে ছিল। জৈন্তা তখন স্বাধীন হিন্দু রাজার শাসনাধীন। ঐ সব এলাকা ছাড়া হযরত শাহজালালে (রাঃ) র সঙ্গী ৩৬০ জন আউলিয়া স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। বিজিত অঞ্চলের শাসন ভার সেনাপতি সিকান্দর খানের উপর ন্যস্ত হয়। সেনাপতি নাসিরুদ্দীন যান তরফ অঞ্চলে। ১৩৩৮ খ্রিঃ হতে ১৫৩৮ খ্রিঃপর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল। হযরত শহাজালাল (রাঃ) এ অঞ্চলে নিয়ে এসেছিলেন মানবতার ধর্ম ইসলামের সাম্য মৈত্রীর সুমহান নীতি। সঙ্গী দরবেশদেরও চরিত্র ছিল আকর্ষণীয়। তাঁরা এ মাটিকে আপন করে নিয়েছিলেন মনে প্রাণে। মানবিক উদারতা ছিল তাদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়া দোষণীয় নয়। জালিম হওয়া দোষণীয় এই মনোভাব ছিল দরবেশ ও মুসলিম শাসকদের। তাই হযরত শাহ-জালাল (রাঃ)-এর আগমন এ অঞ্চলের ঐতিহ্য ও জীবনধারার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ইসলাম হয়ে উঠে প্রধান ধর্ম। হিন্দু- সুসলিম সকালর সমান শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেন দরবেশ হযরত শাহজালাল (রাঃ)। হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর জন্ম হযরত শাহজালাল (রাঃ) তুরস্কের অন্তর্গত ছোট্ট একটি শহর কুনিয়ায় গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ ছিলেন কোরাইশ বংশোদ্ভুত ও মাতা ছিলেন সৈয়দ বংশীয়। মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় দিক দিয়েই তিনি ছিলেন শরীফ। তাদের পূর্বপুরুষরা ইয়ামনীর অধিবাসী ছিলেন। আবর সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হওয়ার ফলে কোন এক সময় সম্ভবত ব্যবসার উপলক্ষ্যেই তারা তুরস্কে এসেছিলেন। হযরত শাহজালাল (রাঃ)-র ইন্তেকাল হযরত শাহজালাল (রাঃ) ১৩৪৫ সালের ১৫ মার্চ ১৫০ বছর বয়সে সিলেটে ইন্তেকাল করেন। সিলেট শহরের উত্তর প্রান্তে ছোট একটি টিলার উপর তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। মাজার চত্বর এক সময় দরগার চত্বর অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে মাজারের টিলা সংলগ্ন ভূমির আয়তন প্রায় দশ একর। দরগাহ মসজিদ চারতলা বিমিষ্ট দরগাহ হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর মসজিদ। বাংলার সুলতান আবু মাজাফফর ইউসুফ শাহের মন্ত্রী মজলিশে ইতার আমলে ১৪০০ সালে এই মসজিদ প্রথম নির্মিত হয়। এটি সিলেট শহরের অন্যতম প্রধান মসজিদ। ১৭৪৪ সালে বাহরাম খাঁ ফৌজদারের সময়ে মসজিদটি পুনঃনির্মিত হয়। বর্তমানে মসজিদটি আধুনিক স্থাপত্যের ছোঁয়ায় সুন্দরতম রূপ গ্রহণ করেছে। মহিলা ইবাদত খানা মাজারে উঠার সিঁড়ির ডান পাশে মহিলাদের ইবাদতের জন্য একটি ঘর রয়েছে। ঘড়ি ঘর হল ঘরের ঠিক পশ্চিমে একটি ভবন দেখা যায়। এটি ঘড়ি ঘর নামে পরিচিত। ভবনটিতে একটি গম্বুজ ও তিন দিকে দিনটি অর্ধবৃত্ত খিলান আছে। এই দালানটি জন উইলিয়মের আমলে তৈরি হয়েছে। মিনার হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর মাজারের পশ্চিম দিকে চারদিকে দেয়াল ঘেরা একটি আঙিনার ভিতরে উঁচু করে চারকোণা বিশিষ্ট ঝরনা অবস্থিত। ঝরনা থেকে অনবরত পানি বের হচ্ছে। এক সময় এই ঝরনাতে সোনালী কৈ ও মাগুর মাচ দেখা যেত। কিংবদন্তী আছে- মক্কায় পবিত্র জমজম কুপের সঙ্গে এই ঝরনার সংযোগ আছে। গজার মাছ মাজার চত্বরের উত্তর দিকে পাথর বাঁধানো একটি পুকুরে বিশাল আকৃতির গজার মাছ রয়েছে। এসব মাছকে পবিত্র জ্ঞান করে দর্শনার্থীরা ছোট ছোট মাছ খেতে দেয়। ডেকচি মাজার চত্বরের পুর্বে তিনটি বড় ডেকচি রয়েছে। এগুলো ঢাকার মীর মুরাদ দান করেছেন। এই ডেকচিতে ফার্সিতে লেখা আছে ‘১১০৬ হিজরির ১২ রমজান (১৬৯৫ সাল। জাহাঙ্গীরনগর নিবাসী ইয়ার মুহম্মদের পুত্র জাফর, তাঁর পুত্র শেখ আবু সাইদ কর্তৃক তৈরি করে মুরাদ বখশ কর্তৃক এই ডেকচি দরগাহের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হল। হযরতের কসম, দরগার সীমানার বাইরে যেন এই ডেকচি নেয়া না হয়। এর ওজন পাঁচ মণ তিন সের দু'পোয়া মাত্র।’ জালালী কবুতর হযরত শাহজালাল (রাঃ) সুদূর আরব থেকে সিলেটে আসার পথে দিল্লিতে বিমিস্ট ওলি হযরত নিজামউদ্দিন (রাঃ)-এর সঙ্গে তার দেখা হয়। হযরত নিজামউদ্দিন (রাঃ) তাঁকে দু'টি কবুতর উপহার দিয়েছিলেন। দরগাহ চত্বরে সুরমা রঙের কবুতরগুলো সেই কবুতরেরই বংশধর। গাঁজার আসর মাজার শরীফের পশ্চিমে ঝরনার পাড়ে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা চলে গাঁজার আসর। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সারারাত এই আসর হয় সবচেয়ে বেশি জমজমাট। গাঁজা সেবনকারীরা জানায়, গাঁজার চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে দাম বেড়েছে। কিছুদিন আগেও যে পুটলি পাওয়া যেত দু'টাকায় এখন সেটার দাম পাঁচ টাকা। তাই সুখ করে টানা যায় না আজকাল। তারা জানায়, শহরের জল্লারপারস্থ মনিরের গাঁজার দোকান থেকে স্মরণাতীতকাল থেকে গাঁজা কিনে আসছে। গাঁজার জন্য এটাই শহরের একমাত্র নির্ভরযোগ্য নির্ভেজাল গাঁজার দোকান।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কোথায় ভাগল! বড় হয়ে ওঠার পর শারদীয় দুর্গোৎসব আমার কাছে হয়ে উঠল বিশাল এক সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ, যার পরতে পরতে, ভাঁজে ভাঁজে বিনোদন আর আনন্দ। দুর্গোৎসবের পাঁচ দিন একটি ছোট্ট জেলা শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দিনরাত আনন্দ আয়োজনে বুঁদ হয়ে উঠতে দেখে বুঝতে শিখেছিলাম, একেই বুঝি বলে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। পাড়ায় পাড়ায় মেলা, মাইকে শারদীয় আয়োজনের নতুন নতুন গান, মণ্ডপে মণ্ডপে আরতি প্রতিযোগিতা, রিকশায় চড়ে রাতভর শহর ঘুরে প্রতিমা দর্শন, বাড়িতে বাড়িতে নাড়ু-খই-মুড়কি-মোয়ার ছড়াছড়ি। বিসর্জনের দিন কুমার নদের দুই পাড়ে রথখোলায় শহরের বিভিন্ন মণ্ডপ থেকে আসা সারি সারি প্রতিমা, শত শত যুবকের উদ্দাম আরতি নৃত্য, ধূপের মৌ মৌ গন্ধ, ঢাকের সুরেলা বোল। মাঝখানে বয়ে যাওয়া কুমার নদের জলে অসংখ্য নৌকায় অজস্র দর্শনার্থীর ভেসে বেড়ানো আজও ছবির মতো মনে হয়। দুই পাড়ের অপর্যাপ্ত আলোয় শুরু হয় একে একে প্রতিমা বিসর্জন। একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে লেখা শেষ করি। এই যে শহরজুড়ে পাঁচটা দিন সকলে মিলে উৎসবে মেতে অনাবিল আনন্দ উপভোগ, আত্মীয়-অনাত্মীয়ে, বাড়িতে নাড়ু-মোয়া-পায়েস খাওয়া, নদীপাড়ের মেলা থেকে বর্ণিল মাটির পুতুল কেনা, প্রতি সন্ধ্যায় ধাক্কাধাক্কি করে মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন এবং বিসর্জনের সন্ধ্যায় অজস্র মানুষের উপস্থিতি এবং আনন্দ উপভোগ তারা সবাই কি শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সম্ভবত তা নয়। এখানেই বাংলাদেশের মানুষের অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পবিত্র এক অন্তস্রোত সকলের অন্তর্গত রক্তের ভেতর খেলা করে। তা না হলে একাত্তরে আমরা বিজয়ী হতে পারতাম না। **আহ্বায়ক, সম্প্রীতি বাংলাদেশ ও সাংস্কৃতিক**

হাসান মামুন

‘টেকসই’ করতে হবে। এটা আমাদের জন্য অবশ্য নতুন কিছু নয়। মাঝে আমরা কি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ছিলাম না? একটা ন্যূনতম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অবশ্যই ছিলাম। সেটা ধ্বংস করেই হাসিনাতন্ত্রের উত্থান ঘটানো হয়েছিল। সন্ত্রাস, দুর্নীতিসহ অপশাসনকেও করা হয় এর অঙ্গ। হাসিনা সরকারের পতন যারা ঘটিয়েছে, তাদের কারও হাতে আবার একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হোক-সেটা কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই চাইতে পারে না। তারা এটাও জানে, দেশ একটা ‘ন্যূনতম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া’য় থাকলে তেমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার বাস্তবতাও থাকবে না। মেয়াদ শেষে জনগণের কাছে ভোটের জন্য হাত পাততে হলে একটা সরকার অন্তত বেহুঁশ হবে না, এ প্রত্যাশা করাই যায়। গ্রহণযোগ্য ভোটের পাকা ব্যবস্থা থাকলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও মানুষ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ পাবে। এটা হলো বিবর্তনমূলক পথে কিছু পাওয়ার আশা। তবে হাসিনা সরকার পতনের ভেতর দিয়ে মানুষ একটি ‘বৈপ্লবিক’ পরিবর্তনেরও সুযোগ লাভ করেছে। পরিবর্তন সমর্থনকারীদের একাংশ ‘নতুন করে সংবিধান রচনা’র পক্ষেও নিয়েছে অবস্থান! তারা মনে করেন, বিদ্যমান সংবিধানেই রয়েছে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ।

এর আগেও নব্বইয়ে একটি বড় পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন, গণতন্ত্রের পথে যাত্রা ইত্যাদি বলে সেটাকে অভিহিত করা হয়েছিল। ‘তিন জোটের রূপরেখা’ আমাদের কম আশাবাদী করেছিল, বলা যাবে না। তবে তখন আন্দোলনের কোনো পক্ষই নতুন করে সংবিধান রচনার পক্ষে মত দেয়নি। এমন ‘চরমপন্থি’ মতের নিশ্চয়ই কিছু কারণ রয়েছে। সে বিতর্ক পাশে সরিয়েও বলা যায়-সংবিধান বহাল থাকলেও এতে এমন কিছু পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে সরকারের ক্ষমতা কমে ‘জনগণের ক্ষমতা’ বাড়ে। যাতে সর্বস্তরে অনুভূত হয়, দেশটার মালিক হলো জনগণ। সেজন্য প্রথমেই ফিরিয়ে দিতে হবে তার ভোটাধিকার, যা হরণ করা হয়েছিল স্থায়ীভাবে। আগামী জাতীয় নির্বাচন কবে হবে, সেটা জানার জন্য এক ধরনের অস্থিরতা রয়েছে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একটি পক্ষের। অন্যান্য পক্ষ আবার তাদের সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় ভিন্নমত। অন্তর্বর্তী সরকারও মনে করে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংস্কার না হয়ে শুধু নির্বাচনের ব্যবস্থা হলে ব্যাপক মানুষ সুশাসনের ব্যাপারে আশ্বস্ত হবে না। নির্বাচিত সরকার তার প্রতিদিনের কাজেও জবাবদিহি করুক, এটা মানুষ চায়। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশামাফিক কাজ শুরু করুক, এটাও কি প্রত্যাশা নয়? লোকে কি স্থানীয় সরকারকেও কার্যকর দেখতে চায় না? এটা তো বিশেষত প্রান্তিক জনসাধারণের ‘হাতের কাছের সরকার’। জনগণ কি বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তাও চায় না? বিচার বিভাগ স্বাধীন ও স্বচ্ছভাবে কাজ করুক, অন্তত প্রক্রিয়াটি শুরু হোক-এটা কি চায় না মানুষ?

এসব লক্ষ্য অর্জনে অন্তর্বর্তী সরকার এ পর্যন্ত দশটি কমিশন গঠন করে তাদের সুপারিশ দিতে বলেছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। সু-পারিশগুলো নিয়ে আবার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলবে সরকার। এ প্রক্রিয়ায় যেসব ‘অভিন্ন মত’ মিলবে, সেগুলো বাস্তবায়ন করবে সরকার। এ প্রশ্নে আন্দোলনে থাকা কোনো পক্ষই ভিন্নমত জানায়নি, এটা ভালো কথা। আশা করে থাকব, গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য জরুরি ক্ষেত্রগুলোয় সংস্কার করে যেতে পারবে সরকার। তারপর অগ্রসর হবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিকে। তাতে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ দল হিসাবে অংশ নিতে পারবে কি না, সে বিতর্ক অবশ্য রয়েছে। তাদের ‘ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন’ বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে এরই মধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশ্বাসী মানুষ চাইবে, দেশের সব দল-মতের মানুষ যেন গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী নির্বাচনে কোনো না কোনোভাবে অংশ নিয়ে নতুন যাত্রায় তার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে কীভাবে কী হবে, তা অবশ্য এখনো অস্পষ্ট। তবে আশা করা যায়, মৌলিক সংস্কারগুলো হয়ে গেলে দেশ একটা পুনর্গঠনের দিকে যাবে।

ডাঃ শাহ মোঃ বুলবুল ইসলাম

এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের দায় সবচেয়ে বেশি। বাংলা একাডেমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিনিধি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে সংস্কারের কাজ শুরু করা যেতে পারে। অবশ্য সদস্য নির্বাচনে এ দেশের একক জাতিসত্তা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবনবোধের প্রতি বিশ্বাসীদের প্রাধান্য থাকা দরকার। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না জাতির সংস্কৃতিক চেতনাবোধ জাতির প্রাণ।লেখক : চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ

আমীর হামযা

হিন্দুদের বিরুদ্ধে দুর্নাম রয়েছে– তারা বাংলাদেশকে ভারতের একটি আশ্রিত রাষ্ট্র বানাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। আর ভারতও এ দেশের ক্ষমতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত হিন্দু অংশটির পৃষ্ঠপোষকাতায় আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতে কিংবা বসাতে সর্বাত্মক সহায়তা করে। প্রতিদানে আওয়ামী লীগ ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণে ছিল নির্লজ্জ। শেখ মুজিব ও তার কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারত-বাংলাদেশ সম্পাদিত চুক্তিগুলো তার বড় নমুনা। এসব চুক্তির বেশির ভাগে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি।

রূঢ় বাস্তবতা হলো– মুজিব ও হাসিনার আমলে সাধারণ হিন্দুরা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছেন। শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা যেভাবে হিন্দু সম্পত্তি দখল করেছিলেন তা ছিল নজিরবিহীন। খোদ আওয়ামীপন্থী বুদ্ধিজীবী আবুল বারকাতের এক গবেষণা মতে, ‘স্বাধীনতার পরে জমি দখলকারী বেশির ভাগ ব্যক্তি পরে আওয়ামী লীগের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক রেখেছিলেন।’ এ তথ্য সংখ্যালঘু রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের দ্বৈত কৌশল উন্মোচিত করে।

এ দিকে শেখ হাসিনার শাসনামলেও যে হিন্দুরা পাইকারি হারে নির্যাতিত হয়েছেন তার কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো। যদিও ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আশান্বিত হয়েছিলেন; কিন্তু গত সাড়ে ১৫ বছরে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নিপীড়নের শিকার হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। মানবাধিকার সংস্থা ‘আইন ও সালিশকেন্দ্র’-এর ২০২১ সালের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৩ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে হিন্দুদের ওপর তিন হাজার ৬৭৯টি হামলা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সংগঠনটি সংখ্যালঘুদের মন্দির ও মূর্তির ওপর এক হাজার ৮৭৯টি আক্রমণ এবং দুই হাজার ১৯০টি হামলার মামলা নথিভুক্ত করেছে।

২০২১ সালের অক্টোবরে দুর্গাপূজার সময় দেশে ১৫টি জেলায় কিছু হামলার শিকার হন হিন্দুরা। কুমিল্লায় মন্দিরে মূর্তির সামনে কুরআন রাখা ও পরবর্তী সময়ে গ্রেফতার করা আসামিকে পাগল সাজিয়ে রেহাই দেয়ার নাটক চিত্রায়নে আওয়ামী লীগের স্থানীয় কোন নেতার সংশ্লিষ্টতা ছিল তা সবার জানা। দেশী-বিদেশী গণমাধ্যমে তার তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাবে। এ ছাড়া রংপুরের পীরগঞ্জে হিন্দুপাড়ায় আগুন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগরের ঘটনা, খুলনার পাইকগাছায় হিন্দুবাড়িতে আগুন ও লুটপাট, শ্রীমঙ্গলের চা-শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর আন্দোলনকারী শ্রমিক প্রীতম দাসকে কিভাবে ধর্ম অবমাননাকারী হিসেবে ফাঁসিয়ে দিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগে ১৩১ দিন কারারুদ্ধ করাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার এবং এসব ঘটনার সাথে জড়িতরা তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী হওয়াতে আইনের ঊর্ধ্বে থেকে যাওয়ায় নিঃসন্দেহে সংঘটিত অপরাধগুলো এবং অপরাধীরা প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে।

শুধু হিন্দু নয়, দেশের অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন বৌদ্ধদের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে ১২টি বৌদ্ধবিহার ও প্রায় ৩০টি বসতঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে দুষ্কৃতকারীরা। ফেসবুকে শেয়ার হওয়া একটি পোস্টের জের ধরে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন তদন্তে উঠে আসে, ঘটনাটি সংঘর্ষে রূপ নিতে আড়ালে জড়িত ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি গ্রাস করা। ওই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্থানীয় মুসলমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির জায়গাটি, যা এত বছর পরও এখনো আগের অবস্থায় ফিরে আসেনি।

সংখ্যালঘুদের ওপর এসব সহিংস ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, বিকল্প কোনো দল বা জোট না থাকায় মন্দের ভালো হিসেবে হিন্দুরা আওয়ামী লীগকে এতদিন সমর্থন করেছেন, নাকি অন্য দলগুলো সংখ্যালঘু হিন্দুদের আস্থায় আনতে ব্যর্থ হয়েছে? তবে আশার কথা, ফ্যাসিস্ট হাসিনার দুঃশাসনের অবসানে দেশে ক্ষমতার তাৎপর্যপূর্ণ পালাবদল হয়েছে।

হাসিনা পতনের আন্দোলনে একটি ইতিবাচক দিক হলো– বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা সরকার পতনের একদফা আন্দোলনে হিন্দুরা অংশগ্রহণ করেছেন। বেশ কয়েকজন হিন্দু নিহত হয়েছেন। এতে করে একটি বার্তা পরিষ্কার, সংখ্যালঘুরা বিকল্প পেলে তাদের ওপর আস্থা রাখতে প্রস্তুত। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীকে আস্থায় আনতে নীতিগত ও দৃশ্যমান আন্তরিকতা প্রদর্শন করা। এ ক্ষেত্রে আগামীতে যারা ক্ষমতায় আসবেন অথবা এখনই অন্তর্বর্তী সরকার ‘সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন’ প্রণয়ন ও ‘সংখ্যালঘু কমিশন’ এবং ‘সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়’ গঠন করলে তা তুরুপের তাস হিসেবে দারুণভাবে কাজে লাগতে পারে।

অন্য দিকে ভারতের প্রতি দুর্বলতা বাদ দিয়ে সাধারণ হিন্দুরা বাংলাদেশের বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিচক্ষণতার সাথে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিলে আমাদের জাতীয় ঐক্য বিনির্মাণে সহায়ক হবে। কারণ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আকাংক্ষা। এই আকাংক্ষা ধারণ করে রাষ্ট্র সংস্কারের অভীষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে দায়িত্ব নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তাই ফ্যাসিস্ট হাসিনার প্রেতাত্মারা বাদে দেশের সবাইকে এখন জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে সামনে এগোনোর শপথ নিতে হবে। তা হলেই বাংলাদেশ একটি নাগরিক রাষ্ট্রে রূপ পেতে পারে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

ফের বিয়ের পিঁড়িতে নাগা, মুছে ফেললেন সামান্থার স্মৃতি

মুম্বাই ডেস্কঃ আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন নাগা চৈতন্য। শোভিতা ধুলিপালার সঙ্গে নাগান প্রেমের সম্পর্ক বাগদানে গড়িয়েছে।

কয়েক দিন আগেই প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানের কয়েকটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন শোভিতা। চলছে নাগা-শোভিতার বিয়ের প্রস্তুতি। এর মধ্যে আবারো আলোচনায় উঠে এলেন নাগার সাবেক স্ত্রী সামান্থা।

নাগা ও শোভিতার সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মন্তব্যের ঝড় তুললেন সামান্থার ভক্তঅনুরাগীরা।ট্রলিংয়ের শিকার হচ্ছেন নতুন এ জুটি। ক্ষোভ জানিয়েছেন তারা।

নাগা চৈতন্যের ইনস্টাগ্রাম পেজে সামান্থার সঙ্গে একটিমাত্র ছবি ছিল। ২০১৮ সালের একটি ছবি, যা ফর্মুলা ওয়ান রেস্ট্র্যাকে তোলা হয়েছিল। শোভিতার সঙ্গে বাগদানের পর সামান্থার সঙ্গে সব ছবিই মুছে ফেলেছিলেন নাগা চৈতন্য। কিন্তু ওই ছবিই রয়ে যায়।

এ নিয়ে অনুরাগীরা দাবি তোলেন, 'কেনই বা একটি ছবি রেখে দিয়েছেন? নতুন জীবন যখন শুরুই করছেন, তখন এই ছবিও মুছে দিন।'

এক অনুরাগী মন্তব্য করেন, 'আপনি তো সামান্থাকে আর ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন না। তাহলে ওই একটা ছবি রেখে কী লাভ!'

অবশেষে সেই ছবিও মুছে ফেললেন নাগা চৈতন্য। সাবেক স্ত্রীর সঙ্গে রাখা শেষ স্মৃতিও ইনস্টাগ্রাম থেকে সরিয়ে নিলেন তিনি।

দুই বছরের প্রেমের পর বিয়ে করেন নাগা চৈতন্য ও সামান্থা রুথ প্রভু। তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল চার বছরের। একপর্যায়ে ভেঙে যায় তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক।

নাগা চৈতন্যের বাগদানের ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন বাবা নাগার্জুন। ছেলের বিয়ের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে, তবে দিনক্ষণ জানাননি দুই পরিবারের সদস্যরা।

এক সময়ের জনপ্রিয় জুটি নাগা চৈতন্য ও সামান্থা রুথ প্রভু। ২০১৫ সাল থেকে নাগা চৈতন্যর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান সামান্থা। ২০১৭ সালে ঘর বাঁধেন এই জুটি।

চার বছরের দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদের আগে নাগা চৈতন্য শোভিতার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান। সামান্থার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পরে শোভিতাকে নিয়ে জল্পনা চলছিল ঠিকই, তবে নাগা বা শোভিতা কেউই বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেননি।

সালমান খানকে ফের হত্যার হুমকি, গ্রেফতার গুরফান খান

মুম্বাই ডেস্কঃ বলিউড ভাইজান সালমান খানকে ফের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে।অজ্ঞাতপরিচয়ের এক ব্যক্তি তাকে প্রাণনাশের হুমকির পাশাপাশি মোটা অঙ্কের টাকাও দাবি করেছে।পুলিশ সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

এ ঘটনায় নির্মল নগর পুলিশ স্টেশনে অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়।

জানা গেছে, নয়ডা ক্রাইম ব্রাঞ্চ অভিযুক্ত তরুণকে নয়ডা থেকে গ্রেফতার করেছে। তার নাম গুরফান খান বলা হচ্ছে।তার বয়স আনুমানিক ২০ বছর।

গত ১২ অক্টোবর এনসিপি নেতা এবং সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিককে গুলি হত্যা করা হয়েছিল। বাবা সিদ্দিকের ছেলে জিশানের অফিসের বাইরে তাকে গুলি করা হয়েছিল।এরপর ২৫ অক্টোবর বিকালে জিশান সিদ্দিকের দপ্তরে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি ফোন করে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে।পাশাপাশি তার কাছে টাকাও চেয়েছে ওই অজ্ঞাত ব্যক্তি।

বাবা সিদ্দিককে হত্যার পেছনে গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের হাত আছে বলে জানা গেছে।জেলবন্দি লরেন্স বিষ্ণোই নিজে এই হত্যার দায় স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলায় বিষ্ণোইদের আরাধ্য হরিণ খুন করাতেই সালমান তার নিশানায় বলে আগেই জানিয়েছিলেন লরেন্স।

বাবা সিদ্দিকের হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনজন এখনও পলাতক।মামলাটির তদন্ত করছে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

এদিকে বাবা সিদ্দিকের মতো বন্ধুকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন সালমান। এই রাজনীতিবিদের মৃত্যুর ১৬ দিনের বেশি পার হয়ে গেছে। সালমান নিয়মিত সিদ্দিক পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন বলে জানান জিশান।

জেলে থাকার সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতা জানালেন পরীমনি

ঢাকা ডেস্ক, ২০২১ সালের ৪ আগস্টের ঘটনা। সেদিন বাসা থেকে মাদকসহ পরীমনিকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। ২৬ দিন কারাগারে থাকতে হয়েছিল তাকে। সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা জানালেন অভিনেত্রী।

এটিএন নিউজের এক অনুষ্ঠানে সম্প্রতি পরীমনির কাছে জানতে চাওয়া হয় জেল জীবনে কী শিখেছেন? জবাবে পরীমনি বলেন, আমাকে পাঠানো হয়েছে জেলে। সেখানে গিয়ে কি ভালো কিছু শিখব? দিল তো সব নেশাখোরদের সঙ্গে

থাকতে। সেখানে প্রচুর গালিগালাজ শিখেছি। ওরা সারাক্ষণ এ-ই করত।

অভিনেত্রী বলেন, জেলে গিয়ে দেখেছি প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা গল্প। এমন অনেকে আছে, যারা ৪০ বারের বেশি জেলে গেছে। পুরো ভিন্ন একটা জগৎ। কেউ কেউ মুখে ব্লেড নিয়ে ঘুরছে। প্রচুর গ্রুপিং হয় সেখানে। জেলে সময় কাটানো খুব কঠিন। কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই তো সেখানে। কতক্ষণ আর গল্প করা যায়। টাইম পাস করার জন্য অনেকে ইচ্ছা করেই ঝগড়া

ভুল সিদ্ধান্তে পিছিয়ে পড়েছেন মাহি

ঢাকা ডেস্ক, ঢালিউডে যাত্রা শুরু করেই এক সম্ভাবনাময়ী নায়িকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অভিনেত্রী মাহিয়া মাহি। প্রথম সিনেমা দিয়েই সাফল্য পান। তারপর বেশ কিছু সিনেমা করে ঢালিউডে নিজের অবস্থান শক্ত করেন। কিন্তু কিছু ভুল সিদ্ধান্ত মাহিকে নিয়ে যায় অন্ধকারে- এমনটাই বলছেন সিনেবোদ্ধারা। দর্শকের ভালোবাসা পুঁজি করে ক্ষমতার নেশায় ধরে তাকে। তিনি নাম লেখান রাজনৈতিতে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমর্থক তিনি।

সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মনোনয়নপত্র চেয়েছিলেন। দল তাকে মনোনয়ন দেয়নি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে জিততে পারেননি। সেখান থেকেই শুরু হয় তার পতন। ভেঙ্গে যায় তার তৃতীয় সংসারও। ফের ফিরতে চান অভিনয়ে। কিন্তু পাচ্ছেন না কাজ। সব মিলিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন মাহি। তবে মাঝে মধ্যে শো-রুম উদ্বোধনের কাজে ডাক পড়ে তার।

বর্তমান রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে জানতে চাইলে মাহি বলেন, 'এই মুহূর্তে রাজনীতি নিয়ে কিছু বলতে চাই না। এখন আমার পরিচয় শুধুই শিল্পী, আমি এখন শুধুই একজন অভিনেত্রী।' বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মাহি বলেন, 'কয়েকটা কাজ নিয়ে কথা চলছে। কোনোটাই চূড়ান্ত হয়নি। দেশের যে অবস্থা ছিল, তা একটু একটু করে উত্তরণের দিকে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সব কিছু স্থিতিশীল হচ্ছে। আশা করছি দ্রুত কাজ শুরু করতে পারবো।'

নারী সাংবাদিকের কোলে বসে তোপের মুখে নেতা

কলকাতাঃ গত রোববার সকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিএম) নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে লাঞ্ছনার শিকার হন এক সাংবাদিক।

তরুণী সেই সাংবাদিক ফেসবুক লাইভে তাকে কোলে বসার অভিযোগ করেন তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। নারী সাংবাদিকের এমন অভিযোগের পরই সিপিএম নেতাকে সাসপেন্ডও করেছে তার দল।

তন্ময়ের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ উঠতেই সোচ্চার হয়েছেন অভিনেত্রী ও বরানগরের সংসদ সদস্য সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই অপমানের সুষ্ঠ তদন্ত করে অভিযুক্তকে শাস্তির দাবি জানান।

সায়ন্তিকার প্রশ্ন, 'এবার আপনারা পথে নামবেন তো?' এই ইস্যুতে সায়ন্তিকা বলেন, 'আমাদের একটাই প্রশ্ন, যারা আরজি করের নির্যাতিতার জন্য বিচার চেয়েছিলেন... আমরা সকলেই আরজি করের নির্যাতিতার জন্য বিচার চেয়েছিলাম... এখনও চাইছি... তারা এবারও মানববন্ধন করবেন তো? তারা এইবারেও রাত দখল করবেন তো? তারা এইবারেও বিচার চাইবেন তো?'

উল্লেখ্য, বরানগর বিধানসভা উপনির্বাচনে তন্ময় ভট্টাচার্য ছিলেন সায়ন্তিকার প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই তন্ময়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠতেই পথে নামছেন সায়ন্তিকা।

সায়ন্তিকা বলেন, আরজি করের নির্যাতিতাকেও তার কর্মক্ষেত্রেই ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে একজন নারী সাংবাদিককে তার কর্মক্ষেত্রে তার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করা হয়েছে। এটাকে নির্দিষ্টভাবেই একটা 'পোটেনশিয়াল রেপ'-এর প্রথম ধাপ বলা যেতে পারে। আমরা মণিপুরের ঘটনায় সরব ছিলাম। আমরা আরজি করের ঘটনায়ও সরব ছিলাম, আছি। এবারও আমরা প্রত্যেকেই সরব থাকব।

এ প্রসঙ্গে তন্ময় ভট্টাচার্য বলেছেন, আমি আসলে মজা করে এমনটি করেছি। তিনি জানান সবার সাথেই এমনটি করে থাকেন তিনি।

এ ঘটনায় সোমবারই তন্ময়কে বরানগর থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগকারিণীরও বয়ান নেওয়া হয়েছে।

তন্ময় বলেন, ভদ্রমহিলার ওজন ৪০ কেজির বেশি নয়, আমার ওজন ৮৩ কেজি। ৮৩ কেজি ওজনের এক পুরুষ যদি ৪০ কেজি ওজনের এক মহিলার কোলে বসে পড়েন তাহলে সেই মহিলা শারীরিকভাবে ফিট থাকে কিনা আমি জানি না। এটা পরিকল্পিত কুৎসা।

তন্ময় আরও বলেন, ভদ্রমহিলা আমার বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন আনুমানিক ১০টা ৪০ মিনিটে। আমার পাশের বাড়ির এক যুবক আমায় রাতে জানিয়েছে যে মেয়েটি হাসতে হাসতেই বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন। মেয়েটি ফেসবুক লাইভে বলেছেন যে উনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। আমার বক্তব্য হল যে সময়ের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে, তারপর মেয়েটি প্রায় ২৫ মিনিট আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এরপর আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সল্টলেকে সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা ছিল। যিনি এতটা ট্রমাটাইজ হয়ে রয়েছেন তার পক্ষে কি এত কাজ করা সম্ভব?

'কাজল' এখন অ্যামাজন প্রাইমে

ঢাকা ডেস্ক, বিশ্ব শাসন করা গ্লোবাল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইম। এতে বাংলাদেশের কোনো কনটেন্ট ওঠা মানে বিশেষ কিছু।

অ্যামাজন প্রাইমে উঠেছে মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের নির্মাণে মেহজাবীন চৌধুরী অভিনীত 'কাজল'। এতে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন তারিক আনাম খান।

২৮ অক্টোবর থেকে নাটকটি দেখা যাচ্ছে অ্যামাজন প্রাইমে। যেখানে উঠে এসেছে বাবা ও মেয়ের অসাধারণ এক গল্প।

নির্মাতা রাজ মনে করেন, দেশের নাটক-টেলিছবি-সিনেমা বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটি একটি বড় মাধ্যম। সেই মাধ্যমে আমার কাজটি যুক্ত হওয়ায় ভালো লাগছে।

'কাজল' নাটকটি লিখেছেন জনি হক। সুর দিয়েছেন নাভেদ পারভেজ। গেয়েছেন পল্লবী রায় ও পায়েল ত্রিপুরা।

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *হ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Receptions & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বর্ণবাদের বিরোধিতা করায় ব্যালন ডি'অর পাননি, দাবি ভিনিসিয়ুসের

স্পোর্টস ডেস্কঃ বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার কারণেই ব্যালন ডি'অর হাত ফসকে গেছে বলে দাবি করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সোমবার (২৮ আগস্ট) বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাতে প্যারিসে এক জমকালো অনুষ্ঠানে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রদ্রির হাতে ব্যালন ডি'অর তুলে দেওয়া হয়।

ব্যালন ডি'অর মিস হওয়ার পর নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বলেছিলেন, 'আমি এটা আরও ১০ বার করব। তারা এখনো প্রস্তুত নয়।'

এই মন্তব্য দিয়ে কী বুঝিয়েছেন ভিনিসিয়ুস, তা জানতে এই ফুটবলারের টিমের সঙ্গে যোগ করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। তারা বলেছেন, ভিনিসিয়ুস বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তার প্রকাশ্য লড়াইয়ের কথা বুঝিয়েছেন। তারা মনে করছেন, এই কারণেই ভিনিসিয়ুসকে ব্যালন ডি'অর দেওয়া হয়নি।

স্পেনে বেশ কয়েকবার বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হয়েছেন ভিনিসিয়ুস। আর এই বিষয়টি নিয়ে বরাবরই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি।

যদিও রয়টার্স ভিনিসিয়ুসের দাবির বিষয়ে ফ্রান্স ফুটবল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কিনা জানা যায়নি। ভিনিসিয়ুসের 'গুরুতর' এই দাবির বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি ব্যালন ডি'অর প্রদানকারী ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিন।

ভিনি-রদ্রি বিতর্কের রাতে আর্জেন্টাইন গোলকিপারের রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্কঃ ব্যালন ডি'অর নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছে। অনেকের মতে, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' হয়ে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ আবার বিজয়ী রদ্রি কেন যোগ্য, তার সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরছেন। তবে এতসব বিতর্কের চু-পসারে দারুণ এক কীর্তি গড়ে ফেলেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার 'ইয়াশিন ট্রফি' জিতেছেন এই গোলকিপার। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে গতবার এই পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। এবার আর্জেন্টিনাকে টানা দ্বিতীয়বারের মতো কোপা আমেরিকা জিতিয়ে নিজেও দ্বিতীয় 'ইয়াশিন ট্রফি' উঁচিয়ে ধরলেন। দুটি ইয়াশিন ট্রফি জেতা একমাত্র গোলকিপার এখন মার্টিনেজ।

শুধু জাতীয় দলেই নয়, ক্লাব পর্যায়েও উজ্জ্বল ছিলেন ৩২ বছর বয়সি গোলকিপার। প্রিমিয়ার লিগে ১৫ ক্লিনশিট রেখে অ্যাস্টন ভিলাকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি।

ইয়াশিয়ান ট্রফির দৌড়ে দ্বিতীয় হয়েছেন অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের গোলকিপার উনাই সিমন। তৃতীয়স্থান দখল করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের আন্দ্রি লুনিন।

৩২ ফেডারেশনের অর্থছাড় স্থগিতের ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্কঃদেশের ৩২টি ক্রীড়া ফেডারেশনের জন্য অর্থছাড় প্রক্রিয়া সাময়িক স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার অনুমোদনেই মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) এই সংক্রান্ত চিঠি জারি করেছে এনএসসি।

জানা গেছে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮ সালের ২৩ নম্বর ধারায় প্রতিটি

ফেডারেশনের আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী ও অডিট প্রতিবেদন পরবর্তী বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে জমা দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। এবার এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছিল এনএসসি।

কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২৩ ফেডারেশন অডিট রিপোর্ট জমা দিলেও বাকি ৩২ ফেডারেশন অডিট জমা দেয়নি।

অডিট রিপোর্ট না দেওয়া ফেডারেশনগুলো হলোসাইক্লিং, উশু, দাবা, কাবাডি, কারাতে, স্কোয়াশ, শ্যুটিং, অ্যাথলেটিকস, গলফ, জিমন্যাস্টিকস, রোয়িং, শরীর গঠন, ব্রিজ, বেসবল-সফট বল, সেপাক টাকরো, বাশাআপ, প্যারা আর্চারি, মাউন্টেরিং, থ্রো বল, কান্ট্রি গেমস, মার্শাল আর্ট, ঘুড়ি, কিক বক্সিং, আন্তর্জাতিক তায়কোয়ান্দো, ব্যুথান, সার্ফিং, ইয়োগা, চুকবল, জুজুৎসু, খিউকুশিন, হকি ও টেনিস।

ফুটবলের পর ক্রিকেটেও গঠনতন্ত্র সংস্কারের হাওয়া

স্পোর্টস ডেস্কঃ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরপরই সংস্থাটির গঠনতন্ত্র সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন তাবিথ আউয়াল। এবার সে ধারায় ক্রিকেটেও গঠনতন্ত্র সংস্কারের আলাপ উঠেছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) গঠনতন্ত্র সংস্কারের জন্য কমিটি গঠনের তাগিদ দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। এ সম্পর্কিত একটি চিঠি বিসিবিকে পাঠিয়েছে তারা।

বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই অবশ্য গঠনতন্ত্র সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ফারুক আহমেদ। তবে দায়িত্ব নেওয়ার পর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও এ বিষয়ে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেননি তিনি।

যেহেতু বিসিবি নির্বাচিত পর্ষদ দিয়ে চলে, সেক্ষেত্রে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির নিয়মাবলী মেনে দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থায় হস্তক্ষেপ করে না এনএসসি। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্রীড়াঙ্গনের অংশীজন মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ক্রিকেট বোর্ডের গঠনতন্ত্র সংস্কার প্রয়োজন মনে করে বিধায় এই অনুরোধ করছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ক্রিকেট বোর্ড যেন দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি কমিটি গঠন করে এনএসসিতে প্রেরণ করে। কমিটিতে এনএসসির একজন সদস্যও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না

অল্প তেলে মাছ ভাজার কৌশল

কাবাব

পোলাওয়ের প্লেটে একটুকরা কাবাব না থাকলে পূর্ণতা পায় না। আবার পরোটা বা নান দিয়েও শিক কাবাব পেয়েছে দারুণ জনপ্রিয়তা। আরও নানা কাবাব প্রতিনিয়ত আমাদের পেট ভরায়, মন ভরায়। বিরিয়ানির সঙ্গে অনেকের কাবাব ছাড়া চলেই না। এই কাবাবও মোগলদের অবদান। বিশেষ করে শামি কাবাব ও জালি কাবাব। কাকরি, চাপলি, সুতি, রেশমি, বিহারি, তুনরি কাবাব–বিভিন্ন কাবারের ধরনের শেষ নেই!

শিঙাড়া, সমুচা

স্ন্যাকস বা হালকা নাশতায় সমুচার বিকল্প পাওয়া দায়। ব্রিটিশদের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পাওয়া চায়ের সঙ্গে মোগলদের মাধ্যমে আসা গরম-গরম সমুচা–এই জুটির কোনো তুলনা চলে?

পরোটা

সাদা পরোটা থেকে পনির বা কিমা পরোটা এবং সবার চেয়ে জনপ্রিয় মোগলাই পরোটা মোগলদের আবিষ্কার। কথিত আছে, মোগল সম্রাটদের খাবারের পর হাত মোছার জন্য নাকি রুমাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো আমাদের আজকের জনপ্রিয় পাতলা রুমালি রুটি। অনেকেই দিন শুরু করেন সকালের নাশতায় পরোটা খেয়ে। আর শেষবেলায় মিশ্র সবজির সঙ্গে খোঁজেন রুমালি রুটি।

জিলাপি

মজার অন্যতম অনুষঙ্গ জিলাপি। এখন তো ঢাকার পাঁচ তারকা হোটেলে ২০ হাজার টাকা কেজিতে সোনার জিলাপিও পাওয়া যায়। সেটা মানুষ কিনেও খায়! তবে স্ট্রিট ফুড হিসেবেও নামডাক আছে জিলাপির।

কুলফি

আইসক্রিমের ভেতর অনেকেরই প্রিয় কুলফি মালাই। বাংলাদেশে কুষ্টিয়ার কুলফি ব্যাপক জনপ্রিয়। মূলত দুধ আর চিনি দিয়ে তৈরি হয়। এর সঙ্গে মাঝেমধ্যে যোগ করা হয় নানা ধরনের মসলা, বাদামকুচি, নারকেল বা জাফরান। গরমে কলাপাতায় একটা কুলফির কোনো বিকল্প নেই।

ফালুদা

মোগলদের কল্যাণে আমাদের খাদ্যাভ্যাসে বেশ কিছু মিষ্টান্নও যোগ হয়েছে। ফালুদা এর ভেতর অন্যতম। দুধ, সাবুদানা, নুডলস, চিনি ছাড়াও নানা রকম বাদাম, কিশমিশ, ফল, খেজুরের মতো উপকরণের ব্যবহারে এসব মিষ্টি পায় আলাদা স্বাদ, আলাদা বৈচিত্র্য। এ ছাড়া ফিরনি, হালুয়া, গোলাপজাম, ফিরনি, শাহি টুকরাও মোগলদের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এশিয়া মহাদেশে।

হলুদ-মরিচ-জিরা তো আছেই, সঙ্গে আদা, পেঁয়াজ ইত্যাদির বাইরেও গরমমসলা, ধনে, কাবাব চিনি, এলাচি-দারুচিনি-তেজপাতা–মোগল খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় অনেক মসলা। তবে খুব সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয় রসুন। এই রীতি এখনো আছে। যদিও অনেকে ঘরে বিরিয়ানি বানালে গুরুত্বপূর্ণ মসলা হিসেবে রসুনও ব্যবহার করেন।

কাশ্মীরি মাটন কারি

যা লাগবে : মাটন ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি ২ কাপ, ধনিয়া গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ৩ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া ৩ চা চামচ, লালমরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ২ চা চামচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা ২টি করে, টকদই ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ২ চা চামচ, টমেটো কুচিয়ে রাখা ১ কাপ, জায়ফল জয়িত্রী গুঁড়া ১ চা চামচ, শুকনো প্যানে টেলে নেওয়া জিরা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, কাজু বাদাম পেস্ট ১ চা চামচ।

যেভাবে করবেন : কড়াইতে তেল গরম হলে এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা ফোড়ন ও পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। এবার পানি ঝরানো মাংস দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। সঙ্গে এক এক করে ধনিয়া গুঁড়া, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া, লালমরিচ গুঁড়া, টমেটো, লেবুর রস, লবণ, হলুদ গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। মসলা থেকে তেল বের হয়ে এলে টকদই ও বাদাম পেস্ট দিয়ে কষিয়ে নিন। সিদ্ধ হওয়ার জন্য পরিমাণমতো গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিন ৩০ মিনিটের জন্য। এবার জায়ফল জয়িত্রী গুঁড়া, টেলে রাখা জিরা গুঁড়া, গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে অল্প আঁচে জ্বাল দিতে থাকুন। ঝোল ঘন হয়ে এলে চুলা বন্ধ করে নামিয়ে গরম ভাত, পোলাও কিংবা নানের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

রেস্তরাঁ থেকে না কিনে বাড়িতেই বানাবেন দুধ শুক্তো, কী ভাবে?

বাঙালি পঞ্চব্যঞ্জনের মধ্যে শুক্তো অন্যতম। তবে অনেকেই নানা রকম ভাবে শুক্তো রেঁধে থাকেন। দুধ দিয়ে শুক্তো বানালে কেমন হয়?

সদ্য বিবাহিত দেবলীনা তাঁর রাজপুত বর রানাকে জন্মদিনে দুধ শুক্তো রেঁধে খাওয়াবেন। রাজপুত বরের সঙ্গে বাঙালি খাবারের পরিচয় করিয়ে দেওয়াকে তিনি নিজের কর্তব্য বলেই মনে করেন। চাইলেই যে কোনও রেস্তরাঁ থেকে কিনে এনে খাওয়ানো যায়। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর প্রথম জন্মদিন বলে কথা। মনে রাখার মতো আলাদা কিছু তো করতেই হবে। কিন্তু মুশকিল হল খেতে ভাল লাগলেও মায়ের মতো দুধ শুক্তো রাঁধতে পারেন না দেবলীনা। এ দিকে, অফিস সামলে মায়ের কাছে গিয়ে দুধ শুক্তো রান্না শিখে আসবেন, সে সময়ও নেই। তাই বলে কি শুক্তো রান্না হবে না? কম সময়ে সহজে দুধ শুক্তো তৈরি করার রেসিপি রইল এখানে।

উপকরণ

সজনে ডাঁটা: ৩টি
আলু: ১টি
উচ্ছে বা করলা: ১টি
পটল: ১টি
বেগুন: ১টি
কাঁচকলা: ১টি
রাঙা আলু: ১টি
তেল: ২ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: স্বাদ অনুযায়ী
পাঁচফোড়ন: ১ চা চামচ
দুধ: ২০০ মিলিলিটার

প্রণালী:

১) কড়াইয়ে তেল ঢেলে প্রতিটি সব্জি আলাদা আলাদা করে ভেজে নিন। তবে ভাজা যেন কড়া না হয়ে যায়।

২) পাঁচফোড়ন গুঁড়ো করে নিন। এর পর কড়াইয়ে তেল নিয়ে তাতে পাঁচফোড়ন গুঁড়ো মিশিয়ে নাড়তে থাকুন।

৩) গরম তেলে পরিমাণ মতো নুন এবং চিনি দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিয়ে একে একে ভাজা সব্জিগুলি দিয়ে দিন।

৪) একটু নাড়াচাড়া করে অল্প জল দিয়ে দিন। আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন কড়াই।

৫) সব্জি সেদ্ধ হয়ে এলে এর মধ্যে দুধ ঢেলে দিন।

৬) দুধ দেওয়ার পর ভাল করে ফুটতে দিন। ফুটে উঠলে পরিমাণ মতো চিনি এবং রাঁধুনি গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন।

৭) ঝোল একটু ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন দুধ শুক্তো।

অল্প তেলে মাছ ভাজার কৌশল

বাঙালির মাছ ছাড়া চলেই না। মাছ ভাজা, ঝোল, ঝাল, ভাপা-সবভাবেই খাওয়া হয়। মাছের মধ্যে রয়েছে একাধিক পুষ্টিকর উপাদান। ছোট থেকে বড় সবারই তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় মাছ রাখা উচিত।

মাছ হৃৎপিণ্ড ভালো রাখতে সাহায্য করে, কোলেস্টেরল স্বাভাবিক রাখে। মাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। মাছ কোষ মেরামত, পেশি তৈরি করতেও ভালো রাখতে সাহায্য করে

সামুদ্রিক মাছে রয়েছে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, যা হৃদরোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে এবং রেটিনার কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে সার্বিক ভাবে দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে। এ ছাড়া, ডিমেনশিয়া বা অ্যালঝাইমারের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও হ্রাস পায়।

মাছের সমস্যা একটাই মাছ ভাজতে অনেকটা তেল লাগে। সেক্ষেত্রে মাছ ভাজার একটা কৌশল জেনে রাখতে পারেন। এতে মাছ ভাজলে খুব সামান্য তেল লাগতে পারে।

কীভাবে করবেন

প্রথমে মাছ ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তাতে পাতিলেবুর রস মাখিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এবার হলুদ, মরিচের গুঁড়া, গোলমরিচ গুঁড়া, গরম মসলা গুঁড়া, অল্প আদা-রসুন বাটা দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন। বাজারে যে ন্যুডলস মসলা পাওয়া যায় তা অল্প দিতে হবে। এক চামচ সরিষার তেল, সামান্য চালের গুঁড়া মাখিয়ে নিন মাছে।

মাছ ম্যারিনেট করে ১৫ মিনিট রাখুন। ভাজার ঠিক আগেই লবণ মাখিয়ে নিতে হবে। ননস্টিক ফ্রাইং প্যান খুব ভালো করে গরম করে দু ফোঁটা সরিষার তেল বুলিয়ে নিন তাতে। এবার ম্যারিনেট করা মাছের পিস দিয়ে সামান্য পানির ছিটে দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

এতে মাছ ভালো ভাজা হবে আর প্যানেও আটকে যাবে না। ঢাকা থাকায় তা সুন্দর সেদ্ধ হয়ে যাবে। সবশেষে উপর থেকে একটু তেল ব্রাশ করে নিন। যাদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তারা এভাবে মাছ ভেজে নিতে পারেন। এমনকী যারা ডায়েট করছেন তারাও এই ভাবে মাছ খেতে পারেন। এতে তেল তো কম লাগবেই সেই সঙ্গে মাছ ভাজা অনেক বেশি মুচমুচে হবে।

হাঁসের মুখরোচক পদ রেসিপি দিয়েছেন মনিরা মোস্তফা মিতা

চুইঝালে হাঁস

যা লাগবে : হাঁসের মাংস ১ কেজি, চুইঝাল ১০০ গ্রাম ছোট করে টুকরা করা, পেঁয়াজ কিউব কাটা ১/২ কাপ, আস্ত রসুন ৫টি, পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনিয়া গুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ, ভাজা জিরার গুঁড়া আধা চা-চামচ, নারিকেলের দুধ ১ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ৩ টেবিল চামচ, গরম মসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, তেজপাতা ৩টি, ভিনেগার বা লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, তেল ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ।

যেভাবে করবেন : হাঁস পরিষ্কার করে ধুয়ে টুকরা করে তাতে ভিনেগার বা লেবুর রস দিয়ে মেখে ১০ মিনিট রাখুন। এতে হাঁসের গন্ধ থাকবে না। এরপর আবার ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। এবার চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে তেল দিন। তেল গরম হলে তেজপাতা দিয়ে পেঁয়াজ দিন। পেঁয়াজ একটু নরম হলে আস্ত রসুন দিন। এরপর একে একে সব বাটা মসলা দিয়ে একটু পানি দিন। এবার ভাজা জিরা গুঁড়া বাদে আর সব গুঁড়া মসলা দিন। মসলাটা একটু কষিয়ে মাংস দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ঢেকে দিন। একটু একটু করে পানি দিয়ে মাঝারি আঁচে মাংস কষাতে হবে। মাংস যখন অর্ধেক হয়ে যাবে, তখন নারিকেল দুধ, ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজ বেরেস্তা ও চুইঝালের টুকরা দিয়ে ঢেকে আঁচ কমিয়ে দিন। মাংস পুরো সিদ্ধ হয়ে গেলে ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে ৫ মিনিট রেখে নামিয়ে নিন। এবার বাকি বেরেস্তা মাংসের ওপর দিয়ে পরিবেশন করুন গরম গরম ধোঁয়া ওঠা চুইঝালে হাঁস।

নারিকেল দিয়ে হাঁস

যা লাগবে : হাঁসের মাংস এক কেজি, আদা বাটা দুই টেবিল চামচ, রসুন বাটা এক চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১/৪ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১/৪ কাপ, জিরা বাটা এক চা চামচ, হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ, মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ, ছোট এলাচ দুটি, দারুচিনি দুই ইঞ্চি, তেজপাতা দুটি, নারিকেল বাটা ১/২ কাপ, নারিকেল কুচি ৩/৪ কাপ, গরম মসলা গুঁড়া এক চা চামচ, কাঁচামরিচ ৫-৬টি, লবণ স্বাদমতো, তেল পরিমাণমতো।

যেভাবে করবেন : প্রথমে হাঁস ভালোভাবে পরিষ্কার করে কেটে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভাজুন। এবার আদা, রসুন, জিরা বাটা দিয়ে ভালো করে কষাতে থাকুন। সামান্য পানি দিয়ে গুঁড়া মসলাগুলো মিশিয়ে কষান আরও কিছুক্ষণ। মসলার কাঁচা গন্ধ গিয়ে তেল ওপরে উঠে এলে মাংস দিন। আবারও কষানোর পালা। ভালোভাবে মসলার সঙ্গে মাংস কষিয়ে নিয়ে নারিকেল বাটা দিয়ে আর কিছুটা সময় কষিয়ে নিন। এবার পানি দিন। হালকা আঁচে ঢেকে মাংস রান্না করুন। সিদ্ধ হয়ে ঝোল মাখা মাখা হয়ে এলে নারিকেল কুচি দিয়ে ৩-৪ মিনিট পর নামিয়ে নিন।

মসলা ভুনায় হাঁস

যা লাগবে : হাঁসের মাংস ২ কেজি, পেঁয়াজ কুচি ২ কাপ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টি, এলাচ ৫টি, লবঙ্গ ৪টি, দারুচিনি ২টি, আস্ত গোলমরিচ ১০টি, শাহি গরম মসলা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, হলুদের গুঁড়া দেড় চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ভাজা জিরা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ। এছাড়া ধনিয়া গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, শুকনামরিচ বাটা দেড় টেবিল চামচ, সরিষার তেল পরিমাণমতো, সয়াবিন তেল পরিমাণমতো, আস্ত কাঁচামরিচ ৪-৫টি, গরম পানি ২ কাপ ও লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে করবেন : হাঁস চামড়াসহ টুকরা করে নেবেন। এরপর ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি হাঁড়িতে তেল গরম করে তাতে আস্ত গরম মসলা দিয়ে এক মিনিট ভেজে পেঁয়াজ ও আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার ভাজা জিরা গুঁড়া আর শাহি গরম মসলা বাদে অন্য সব মসলা দিয়ে কষাতে হবে। মসলা কষানো হলে তাতে হাঁসের মাংস দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মিনিট পনেরো এভাবে কষান। এরপর গরম পানি আর লবণ দিন। চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে সিদ্ধ হতে দিন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

দিব্যধাম সেবাশ্রম মন্দিরে

পূর্ণতিথি অনুযায়ী

Sri Sri Shyama (Kali) Puja:

31st October 2024, Thursday

Puja, Anjali & Arati:
4.00pm -10.00pm

পূজা, অঞ্জলি এবং আরতি:
সন্ধ্যা ৪.০০ ঘটিকা-
রাত ১০.০০ ঘটিকা পর্যন্ত

৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার, ২০২৪ইং (১৪ই কার্ত্তিক, ১৪৩১ বাংলা)

আয়োজনেঃ সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইন্‌ক.

স্থান: ৩৪-৬৩, ৫৬ স্ট্রীট (ব্রডওয়ে ও ৩৭ এভিনিউ এর মধ্যে), উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ নমস্কার,

আপনার/আপনাদের স্বপরিবার, স্ববান্ধবে নিমন্ত্রন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আন্তরিকভাবে আমাদের কাম্য।

বিনয়াবনতঃ
সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল ভক্ত ও কর্মীবৃন্দ

শ্রী প্রবীর কুমার রায়
চেয়ারম্যান, ৯১৭-৮৮৫-৫৯০৫
শ্রী প্রভাষ চন্দ্র মণ্ডল
সভাপতি, ৬৪৬-৪২৭-২৩১৬

শ্রী স্বপন ধর
মেম্বার সেক্রেটারী, ৩৪৭ ২৩৭-৮০০০
শ্রী বিজয় বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক, (৩৪৭) ২৭৯-১০৬১

পূজা উদ্‌যাপন আহ্বায়ক কমিটি

আহ্বায়কঃ ইঞ্জিয়ার শ্রী প্রবীর বিশ্বাস (৬৪৬) ৪৭৯-১২০৯, সদস্য সচিবঃ শ্রী নারায়ণ দেবনাথ (৩৪৭) ৯৯৪-৬৪৩৯

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ

সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল সদস্য ও সদস্যা বৃন্দ

Email: pujaudjapanusa@aol.com, Website: www.spupusa.org, FB: Sarbojanin Puja Udjapan, FB Page: Sarbojanin Puja Udjapan Parishad USA, Inc.

প্রচারপত্র স্বত্ত্বাধিকারীঃ সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইন্‌ক
51-69 72nd Street, Woodside, NY 11377

প্রচার সম্পাদকঃ পার্থ সরকার (৩৪৭) ৫৫৩-৬৮৮৬ এবং সহ প্রচার সম্পাদিকাঃ মিতুল দেবনাথ (৩৪৭) ৭২৩-৮০৫৪ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত
355 South End Avenue, Apt. # 19D, New York, NY 10280

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জয় হরিচাঁদ জয় হরিবোল জয় গুরুচাঁদ

শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা ২০২৪ ইং

তারিখঃ ৩১ অক্টোবর
বৃহস্পতিবার, ২০২৪ ইং

:পূজা মণ্ডপ:

শ্রী শ্রী হরি মন্দির

৯৭-১৯ ১২৭ স্ট্রীট, সাউথ রিচমণ্ড হিল,
নিউইয়র্ক ১১৪১৯

অনুষ্ঠান সূচীঃ

- মঙ্গলঘট স্থাপনঃ সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা।
- শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং শ্রী শ্রী রাধা মাধবের পূজা, অর্চনা, এবং পুস্পাঞ্জলিঃ রাত ৭.৩০ ঘটিকা।
- শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত পাঠ, হরিসংগীত এবং মাতাম রাত ৮.০০ ঘটিকা।
- ভজন কীর্তনঃ ৯.০০ ঘটিকা।
- শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা, অর্চনা এবং পুস্পাঞ্জলি রাত্রি ১০.০০ ঘটিকা।

পুরোহিতঃ শ্রী অসীম চক্রবর্তী

সুধী,

নমস্কার। আগামী ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার, ২০২৪ ইং হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক তিথি ও বিধি মোতাবেক শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা ২০২৪ ইং সুসম্পন্ন করতে যাচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব অংশগ্রহণ কামনা করছি।

বিনীত

ডাঃ সমীর সরকার এমডি
ফোনঃ ৯১৭-৬২৬-০১৫৮
ও
ডাঃ নীহার সরকার ফোনঃ ৯১৭-৩৮৮-৭৭৫৩
দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক

হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক

যোগাযোগঃ (৯১৭)-৬২৬-০১৫৮, (৯১৭)-৩৮৮-৭৭৫৩, (৯১৭)৬৯৭-৩০৪৭, (৬৪৬)৪২০-৩৭৭৬, (৯১৭)৫০৫-৮৫০১, (৯২৯)২৬১-৬২৭৩ (৩৪৭) ৩৮৭-১৭৬৯, (৭১৮) ৯০২-৮০০৭, (৩৪৭) ৩০১-৯৯০৬, (৭১৮) ৮৬৫-৭৭৭৮, (৬৪৬) ৩১৬-৫৪২৫, (৯১৭) ৯০২-৭০৪৪, (৩৪৭)-৩২৭-৫৭৫৬, (৩৪৭)-৩০২-১২৯৬, (৩৪৭)-২৬১-৯০৪৯, (৫১৬)-৮২৮-০৯০৪, (৬৪৬)-৫০৫-৭৯৬৮, (৬৪৬)-৫০৬-৮২৮৫, (৩৪৭) ২৮০-৭৩২৭, (৩৪৭) ২৮৫-৯১৮১, (৬৪৬)২০৩-৩২৯০, (৬৪৬) ২৬৭-০৩০৪, (৩৪৭) ৫৭০-৮৫২০, (৯১৭) ৭৮০-৯৮১৩, (৩৪৭) ৪৪৬-০৯৫৭, (৩৪৭) ৪২০-৭৪৯২, (৬৪৬) -৬৯৪-২৮০৫।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউ ইয়র্কে মিরিট কাবারের আরও একটি নতুন শাখার শুভ উদ্বোধন হয়েছে ৭৪স্ট্রিটের কর্নার ও ৩৭ এভিনিউ-তে

আপনাদের সেবায় আমরা-

১. গরম-গরম ধোঁয়া ওঠা কাচ্চি বিরিয়ানি, পাশে এক গ্লাস ঠান্ডা বোরহানি আর সামনে এক বাটি ফিরনি।

২.কাবাব,পোলাওয়ের প্লেটে একটুকরা কাবাব না থাকলে পূর্ণতা পায় না।

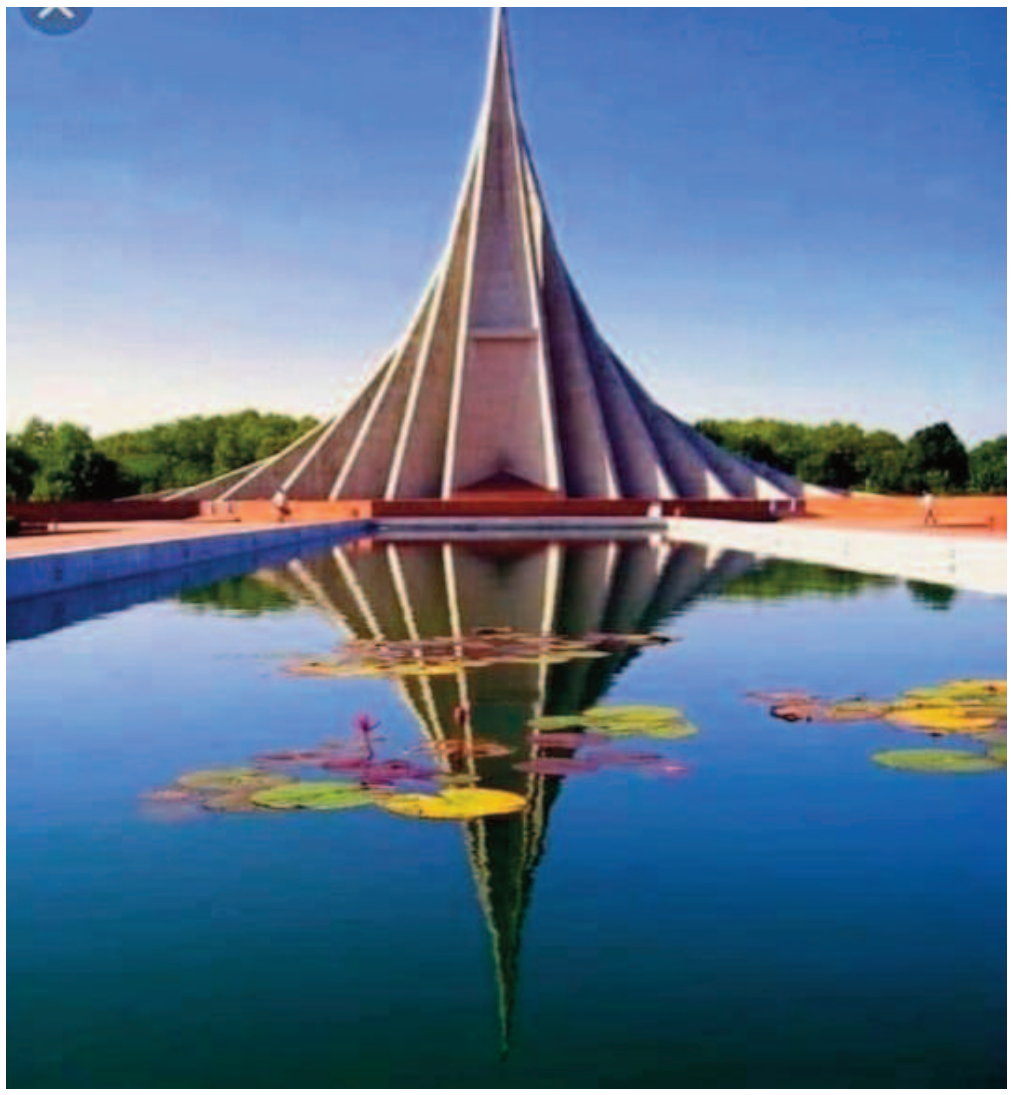

রসনাতৃপ্তিতে আমরা আপনাদের পাশে

৩. শিঙাড়া, সমুচা,চায়ের সঙ্গে স্ন্যাকস বা হালকা নাশতায় সমুচার বিকল্প পাওয়া দায়।

৪. পরোটা,সাদা পরোটা থেকে পনির বা কিমা পরোটা এবং সবার চেয়ে জনপ্রিয় মোগলাই পরোটা মোগলদের আবিষ্কার।

৫. জিলাপি

MERIT KABAB PALACE
We specialized in Indoor
& Outdoor Catering
Owner: Abdul Alim
37-67 74th St. Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-396-5827

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা ইসির

গত ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ ইংরেজি, শুক্রবার নির্বাচন কমিশন সর্বসম্মতভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করে। এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মদ খালেদ, নির্বাচন কমিশনার যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন প্রকাশ মোহাম্মদ হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেলিম প্রকাশ হারুন, সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবদুল হান্নান চৌধুরী বৈঠক করেন। ইলেকশন সার্ভিসেস ইউনাইটেডের কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ ভোট গণনাসহ চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন এ বৈঠকে বসে। বৈঠক শেষে কমিশনের পাঁচ সদস্য স্বাক্ষর করে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে। এ ফলাফল নির্বাচনে অংশ নেয়া প্যানেল, প্যানেলের প্রতিনিধি, অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটি এবং গণমাধ্যমে পাঠানো হয়।

গত ২০ অক্টোবর, ২০২৪ ইংরেজি, রোববার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কের জ্যামাইকা, ব্রুকলিন ও কানেক্টিকাটের স্টামফোর্ড এবং প্যানসেলভেনিয়ার আপার ডারবি কেন্দ্রে নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোট গণনা শেষে ব্রুকলিন কেন্দ্রে নির্বাচনের অর্ন্তবর্তী ফলাফল প্রকাশ করা। ইলেকশন সার্ভিসেস ইউনাইটেড ৬টি চ্যালেঞ্জ ভোট গণনা বাদ রেখে এ অর্ন্তবর্তী ফলাফল প্রকাশ করে।

৬ টি চ্যালেঞ্জ ভোটের মধ্যে ৪ টি ছিল ডিজিটাল আইডি দেখিয়ে ভোট প্রদান, ১ টি ভোটার তালিকা নাম উঠানোর সময় স্পেলিং ভুল ও অপরটি লাইফ মেম্বারের সনদ প্রদর্শন করা হলেও ভোটার তালিকায় নাম না থাকা। নির্বাচনের অর্ন্তবর্তী ফলাফল প্রকাশ করার সময় দুই প্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরা ব্রুকলিন কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন কমিশনের পাঁচ সদস্য ওই সময় বক্তব্য রাখেন এবং অর্ন্তবর্তী ফলাফল প্রকাশের আগে প্রায় ১ ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। বৈঠকে চূড়ান্ত ফলাফল দেয়ার পূর্বে ৬ টি চ্যালেঞ্জ ভোট গননার ব্যাপারে ব্যাপক তদন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গত ২২ অক্টোবর ২০২৪ ইংরেজি লাইফ মেম্বার এবং ভোটার তালিকায় টাইপিং মিস্টেকের ভোটারের ব্যাপারে তথ্য যাচায়ের জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটির কাছে চিঠি প্রদান করে নির্বাচন কমিশন। একই দিন নির্বাচন কমিশনের পাঁচ সদস্য ব্যাপক স্বচ্ছতার লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জ ভোটগুলোর তথ্য যাচাইয়ে উদ্যোগ নেয়। তারা চারটি চ্যালেঞ্জ ভোট তদন্ত করে। স্বাক্ষর মিল না থাকার কারণে নির্বাচন কমিশন একটি ভোট বাতিল করে।

২৪ অক্টোবর ২০২৪ অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটির কাছ থেকে চিঠির জবাব পায় নির্বাচন কমিশন। এতে লাইফ মেম্বারের ব্যাপারে তথ্য না পাওয়া এবং একজন ভোটারের টাইপিং মিস্টেকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানানো হয়। ওই দিনই নির্বাচন কমিশন ৪ টি ভোট গণনা করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশের ব্যাপারে ইলেশন সার্ভিসেস ইউনাইটেডের কাছে চিঠি দেয়। গত ২৫ অক্টোবর ২০২৪ ইংরেজি ইলেকশন সার্ভিসেস ইউনাইটেডের কাছ থেকে চূড়ান্ত ফলাফল প্রাপ্ত হয়ে তা প্রকাশ করে। যা নির্বাচনের প্যানেলের প্রধান, প্যানেলের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া এ ফলাফল স্থানীয় গণমাধ্যমের মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়েছে।

গত ১৪ জুন ২০২৪ ইংরেজি নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করে অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটির কাছ থেকে। এর পর থেকে নির্বাচন কমিশন একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। যাতে সর্বস্তরের ভোটররা ইতোমধ্যে সন্তুষ প্রকাশ করেছেন। নির্বাচন কমিশনের প্রত্যেক সদস্য 'ভলান্টিয়ারি জব' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব নেয়ার শুরু থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন, অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটি ও নির্বাচন কমিশন মিলে ভার্চুয়াল এবং উপস্থিতিসহ মোট ১৭ টি সভা করে। এসব সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচনের পদ্ধতি, আচরণবিধি, বাজেটসহ সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

চ্যালেঞ্জ ভোট কি:

চ্যালেঞ্জ ভোট নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি বৈধ পদ্ধতি। কোন ভোটারের আইডেন্টি অর্থাৎ পরিচয় নিয়ে (ভোটার লিস্টের সাথে গরমিল বা আইডি জটিলতা ইত্যাদি) পোলিং বা প্রিসাইডিং অফিসার ওই ভোটারকে চ্যালেঞ্জ করলে, ওই ভোট চ্যালেঞ্জ ভোট হিসাবে ম্যানুয়ালি নেওয়া হয়। যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থীর মধ্যে সর্বমোট চ্যালেঞ্জ ভোটের সমান বা কম ভোটের পার্থক্য থাকে তখন ওই ভোটারের পরিচয় যাচাই বাছাই করে সঠিক প্রমাণিত হলে ভোটগুলো বৈধ ভোট হিসেবে গণনা করে ফাইনাল ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

৬ টি চ্যালেঞ্জ ভোট: চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকে চ্যালেঞ্জ ভোটের বিধান আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। কোনো ভোটার ফিজিক্যাল আইডি প্রদর্শনে ব্যর্থ, মেম্বারশিপ ফরম জমা দেয়ার পরও মেম্বার না হওয়াসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নির্বাচন কমিশন চ্যালেঞ্জ ভোট গ্রহন করে।

গত ২০১৪ ইংরেজির নির্বাচনেও ২১ টি চ্যালেঞ্জ ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল। এবারও ছয়টি চ্যালেঞ্জ ভোট গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ফিলাডেলফিয়া কেন্দ্রে ডিজিটাল আইডি প্রদর্শন করায় চারটি চ্যালেঞ্জ ভোট নেয়া হয়। আর জ্যামাইকা কেন্দ্রে নাম ত্রুটিজনিত কারণে নেয়া হয় একটি চ্যালেঞ্জ ভোট। ব্রুকলিন কেন্দ্রে লাইফ মেম্বারের সনদ আছে কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় সেটিও চ্যালেঞ্জ ভোট আকারে নেয়া হয়। এসব ভোট প্যাকেটবন্দি করে ইলেকশন সার্ভিসেস ইউনাইডেট ভোটের দিনই তাদের জিম্মায় নিয়ে যায় এবং সেগুলো তারা তাদের প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে গণনা করে চূড়ান্ত ফল প্রদান করে নির্বাচন কমিশনের কাছে। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন তা চূড়ান্ত ফল হিসেবে প্রকাশ করে।

চ্যালেঞ্জ ভোটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত: ব্রুকলিন কেন্দ্রের একটি চ্যালেঞ্জ ভোট এবং জ্যামাইকা কেন্দ্রের একটি চ্যালেঞ্জ ভোটের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন যাচাই বাছাইয়ের জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটির সহযোগিতা নেয়।

গত ২২ অক্টোবর ২০২৪ ইংরেজি অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটিকে এ নিয়ে একটি চিঠি দেয়া হয়। গত ২৪ অক্টোবর ২০২৪ ইংরেজি অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটি একটি ভোটারের ব্যাপারে ইতিবাচক এবং আরেকটি ভোটারের ব্যাপারে তথ্য উপাত্ত না পাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়।

ফিলাডেলফিয়ার চ্যালেঞ্জ ভোট তদন্ত করে নির্বাচন কমিশন: নানা ধরণের অভিযোগ উঠার পর নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেয় ফিলাডেলফিয়ার ভোটগুলোর স্বচ্ছ তদন্ত করার। গত ২২ অক্টোবর ২০২৪ অতি স্বচ্ছতায় সে তদন্ত সম্পন্ন হয়। চারজনের চ্যালেঞ্জ ভোটের মধ্যে স্বাক্ষর না মেলায় একজন নারী ভোটারের চ্যালেঞ্জ ভোটটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশরের পাঁচ জন সদস্য একমত হয়ে চারটি ভোটের ব্যাপারে গণনা করে ফাইনাল ফলাফল প্রকাশ করতে ইলেকশন সার্ভিসেস ইউনাইটেডের কাছে চিঠি প্রদান করে। গত ২৫ অক্টোবর ২০২৪ ইংরেজি ইলেকশন সার্ভিসেস ইউনাইটেড তাদের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ভোটগুলো গণনার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে ফলাফল প্রকাশ করে। যা চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে গণমাধ্যমে প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রদান করা হয়।

নো আইডি, নো ভোট: নির্বাচন কমিশন ভোটের আগেই সিদ্ধান্তে উপনিত হয় যে, 'নো আইডি, নো ভোটের' ব্যাপারে। নির্বাচনের রুলসে উল্লেখ করা হয় 'ইনহ্যান্ড' আইডি দেখিয়ে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করার জন্য। 'নো আইডি, নো ভোট' এ বিধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয় কোনো ধরনের আইডি ছাড়া যাতে কেউ ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ এবং ভোট প্রদান করতে না পারে, কিন্তু 'নো আইডি, নো ভোট' মানে ডিজিটাল আইডি যা স্মার্ট ফোনে সংরক্ষিত আইডিকে অগ্রহণযোগ্য বুঝানো হয়নি। চারটি চ্যালেঞ্জ ভোটের ক্ষেত্রে সেটিই ঘটেছে।

প্রত্যেক কেন্দ্রে নির্বাচন কমিশনার না থাকা প্রসঙ্গ: নির্বাচনের তিন দিন আগে নির্বাচন কমিশন, অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটি, নির্বাচনের প্যানেলের প্রধান, স্বতন্ত্র প্রার্থী, প্যানেলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটির প্রতিনিধি মোহাম্মদ আনোয়ারের প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মদ খালেদ নির্বাচন কমিশনারদের দায়িত্ব বণ্ঠন এবং কে কোন কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করবেন তা উল্লেখ করেন পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনাররা ব্রুকলিন ও জ্যামাইকা কেন্দ্রে থাকবেন বলেও জানান।

চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় ২ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তাহের-আরিফ প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মোহাম্মদ আবু তাহের। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী একই প্যানেলের মো: আরিফুল ইসলাম ২৯ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি প্রার্থী মোহাম্মদ আবু তাহের পেয়েছেন ১০৩০ ভোট, তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মাকসুদ- মাসুদ প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মাকসুদুল হক চৌধুরী পেয়েছেন ১০২৮ ভোট। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মো: আরিফুল ইসলাম পেয়েছেন ৯৬২ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মোহাম্মদ মাসুদ এইচ সিরাজী পেয়েছেন ৯৩৩ ভোট। সিনিয়র সহ সভাপতি পদে মাকসুদ-মাসুদ পরিষদের মোহাম্মদ মুক্তাদির বিল্লাহ ১১০৯ ভোট পেয়ে বিজীয় হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মোহাম্মদ আলী নূর পেয়েছেন ৯২০ ভোট। সহ সভাপতি পদে মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের আলী আকবর বাপ্পী ১০৬৮ ভোট, মোহাম্মদ আইয়ুব আনছারী ১০২৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এ পদে তাহের-আরিফ প্যানেলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ফরিদ আহমেদ চৌধুরী পেয়েছেন ৯৭৫, হাজী মোহাম্মদ টি আলম পেয়েছেন ৯৫০ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে তাহের-আরিফ প্যানেলের মো: আরিফুল ইসলাম পেয়েছেন ৯৬২ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মাকসুদ-মাসুদ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ মাসুদ এইচ সিরাজী পেয়েছেন ৯৩৩ ভোট। স্বতন্ত্র সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরী (খোকন) পেয়েছেন ১৪৫ ভোট। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া ১০৬৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো: কলিম উল্যাহ পেয়েছেন ৯৫৬ ভোট। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের মো: হারুন মিয়া ১০৩৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তাহের-আরিফ প্যানেলের মো: নওশাদ কামাল পেয়েছেন ৯৯৫ ভোট।

কোষাধ্যক্ষ পদে তাহের-আরিফ প্যানেলের মো: শফিকুল আলম ১ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাহিত হয়েছেন, তার প্রাপ্ত ভোট ১০১৪ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের মোহাম্মদ সুমন উদ্দিন পেয়েছেন ১০১৩ ভোট। সহকারী কোষাধ্যক্ষ পদে তাহের-আরিফ প্যানেলের মোহাম্মদ নুরুল আমিন বিজীয় হয়েছেন, তার প্রাপ্ত ভোট ১০৩১, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের তমাল কান্তি চৌধুরী পেয়েছেন ৯৮১ ভোট। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মাকসুদ-মাসুদ পরিষদের মোহাম্মদ ফরহাদ বিজয়ী হয়েছেন, তার প্রাপ্ত ভোট ১০৩২। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহের-আরিফ প্যানেলের মো: তানিম মহসিন পেয়েছেন ৯৮৯ ভোট। দপ্তর সম্পাদক পদে তাহের-আরিফ প্যানেলের অজয় প্রসাদ তালুকদার এক ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রাপ্ত ভোট ১০০৪। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের শিমুল বড়ুয়া পেয়েছেন ১০০৩ ভোট। সহকারী দপ্তর সম্পাদক পদে তাহের-আরিফ প্যানেলের ইমরুল কায়সার ১৯ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার প্রাপ্ত ভোট ১০২২, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (আতিক) পেয়েছেন ১০০৩ ভোট। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ২৮ ভোট বেশি পেয়ে তাহের-আরিফ প্যানেলের এনামুল হক চৌধুরী নির্বাচিত হয়েছেন, তার প্রাপ্ত ভোট ১০২১, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মাকসুদ-মাসুদ পরিষদের সুশান্ত দত্ত পেয়েছেন ৯৯৩ ভোট। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে তাহের-আরিফ প্যানেলের মোহাম্মদ জাবের শফি নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি পেয়েছেন ১০২২ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলে মো: আবদুল অদুদ পেয়েছেন ৯৯৪ ভোট। সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের আকতার উল আজম নির্বাচিত হয়েছেন, তার প্রাপ্ত ভোট ১০৩৪, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মো: আকতার হোছাইন পেয়েছেন ৯৭৯ ভোট। ক্রীড়া সম্পাদক পদে তাহের-আরিফ প্যানেলের মোহাম্মদ ইসা ৬ ভোট বেশি পেয়ে বিজীয় হয়েছেন, তার প্রাপ্ত ভোট ১০১৩, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের মো: জাহেদুল আজম (জাহেদ) পেয়েছেন ১০০৭ ভোট। কার্যকরী সদস্য পদে মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের তিন জন নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন মোহাম্মদ শওকত আলী ১০৪৮ ভোট, মোহাম্মদ শাহ আলম ১০২১ ভোট, নুরুস সোফা ১০১৯ ভোট। এছাড়া তাহের-আরিফ প্যানেলে তিন জন কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ নাসির চৌধুরী পেয়েছেন ৯৯৬ ভোট, পল্লব রায় পেয়েছেন ৯৬৫ ভোট এবং মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন পেয়েছেন ৯৬০ ভোট। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে বিনা মূল্যে টিকাদান কর্মসূচি পালিত

উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসে। হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বাংলাদেশী আমেরিকান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক সোসাইটি ইউ এস এ ইনক্ সভাপতি, বিশিষ্ট রিয়েল স্টেট ব্রোকার ব্যবসায়ী মোঃ সোলায়মান আলীর সভাপতিত্বে এই কর্মসূচি শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি ডঃ সিদ্দিকুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শেখ আল মামুন প্রিন্সিপাল মামুন টিউটোরিয়াল, মিসেস শাহানারা রহমান যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের এক নম্বর সম্মানিত সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, মিলিনিয়াম টিভির সি ও জনাব নুর মোহাম্মদ তফাদার, ফরিদপুর জেলা সমিতির সভাপতি শাকিব হাসান হায়দার, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরয়া, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামীলীগ সহ সভাপতি জাহানারা আলী ।

অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অ্যাডভোকেট শামসুদদোহা, উপদেষ্টা এ টি এম সালাউদ্দিন আহমেদ, আবু পাশা সভাপতি পাবনা জেলা সমিতি, তপন কুমার সেন হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের সাধারণ সম্পাদক, সাংবাদিক আবুল কাশেম, সাংবাদিক মাহে আলম জেমস, হিউম্যান সাপোর্ট করপোরেশনের ডাইরেক্টর জুনান নাশিদ সানি, সাংগঠনিক সম্পাদক হৃদয় মিয়া, সদস্য ফৌজিয়া ইয়াসমিন, শামসুন্নাহার আলো, সাবিনা আক্তার, পারভিন আক্তার, সামিহা আলী, রাইসা আলী, আবুল বাশার প্রমুখ। হিউম্যান সাপোর্টে কর্পোরেশনের ক্রমাগত ১২তম বর্ষের ১ম টিকাদান কর্মসূচি ফ্রী ফ্লু ভাইরাস বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রতিষেধক টিকা আজ ২৬ অক্টোবর শনিবার বিকেল ৫:৩০টা থেকে সন্ধ্যা ৮:৫০টা পর্যন্ত চলে। এই কর্মসূচি জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারের ২য় তলায় হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ওয়ালগ্রিন ফার্মাসিস্ট ম্যারী লিম ও ফার্মাসি টেকনিশিয়ান হাসিনা আক্তার নিজে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি ফ্লু ভাইরাসের প্রতিষেধক টিকা প্রদান সম্পন্ন করেন। প্রায় শতাধিক প্রবাসী টিকা গ্রহণ করেন। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এই ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান উত্তর আমেরিকায়। বিশ্বে প্রায় আশি হাজার মানুষ মারা যায় ফ্লু আক্রান্ত হয়ে। মানুষ মানুষের জন্য শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিউম্যান সাপোর্টে কর্পোরেশনের এই মহতী উদ্যোগ যদি একটি জীবনও রক্ষা করা যায় সেই লক্ষ্যে এই কর্মসূচি পালিত হয়। তাই নিজে ফ্লু ভাইরাসের প্রতিষেধক টিকা নিন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)

ASAAL is of the community and for the community

P.O. Box 1698, New York, NY 10008 Phone: 1-800-464-7370, E-mail: asaal@asaal.org, Website: www.asaal.org

Date: Saturday, Nov. 2, 2024

Time: 6:30 PM- 9:30 PM

Dear Leaders, Members, Family and Friends:

The Alliance of South Asian American Labor, ASAAL Ozone Park Chapter, would like to invite you to attend pre-convention and introduction of the new Executive Board Committee for the 2025-2026. This will help us in the life membership drive and form a contingent to attend our National Convention to be held at Sheraton Pentagon City on December 13-14, 2024.

We will host this event at 1203 Liberty Avenue, Ozone Park, NY 11208, on Saturday, November 2, 2024 from 7:00 PM to 10:00 PM. Please RSVP as soon as possible, as we appreciate your participation.

We are happy that both King & Queens Borough Presidents and ASAAL's Founder and National President Maf Misbah Uddin, and National Secretary Mohammed Karim Chowdhury, will be among other guests at this event.

President Anthony Reynoso, Kings
President Donovan Richards, Queens

Venue : 1203 Liberty Avenue, Ozone Park NY 11208

In Solidarity

A.S.N Maiyen uddin
President
(347) 327-6348

Dibakor Sen
Executive Vice President
(718) 207-9475

Mashud Rana Topan
Convener
(347) 345-8057

Santanu Barua
Secretary
(646) 203-4826

MD Maleq Khan
Vice President

Nazma Begum
Women's Committee Chair

Urmi Barua
Women's Committee Co Chair

New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP
Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital

Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

**(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office | Jamaica Office | Long Island Office | Bronx Office | Grove Park Office | Buffalo Office

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 25 No.33 Thursday 31 October 2024 Weekly Janmobhumi

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

রোববার থেকে এক ঘণ্টা পিছিয়ে যাবে ঘড়ির কাঁটা

নিউইয়র্কঃ সূর্যের আলোর সুবিধাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে শনিবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ ৩ নভেম্বর রোববার-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

চ্যালেঞ্জ ভোটের সিদ্ধান্ত শেষে চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা ইসির

চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের (চট্টগ্রাম সমিতি) দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন-২০২৪ এর চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। -**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

নিউইয়র্কে বিনা মূল্যে টিকাদান কর্মসূচি পালিত

নিউইয়র্কঃ হিউম্যান সাপোর্টে কর্পোরেশনের ১২তম বর্ষের টিকাদান কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুল উৎসাহ -**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

প্যানেল ভোটেই নির্ধারিত হলো জয়-পরাজয়

নির্বাচনে বিপুল ভোটে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্যানেল জয়ী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ সোসাইটির রোববারের (২৭ অক্টোবর) নির্বাচনে প্যানেল ভোটেই জয়ী হয়েছেন 'সেলিম-আলী' প্যানেলের সকল প্রার্থী। অপরদিকে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের প্রার্থীরাও প্যানেল ভোট পেলেও তাদের সমর্থিত ভোটার সংখ্যা ছিলো কম। এদিকে জনশ্রুতি ছিলো 'সেলিম-আলী' প্যানেলের পক্ষ থেকে ১২/১৪ হাজার ভোটার করা হয়েছে। পাশাপাশি 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল সমর্থিত ভোটার ছিলো ৫/৬ হাজার। কিন্তু এবারের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিলো ১৮ হাজার ৬১৩ জন। খবর ইউএনএ'র।

সোসাইটির নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় এবারের নির্বাচনে ভোটারর উপস্থিতি ছিলো অনেক কম। কেননা, এই নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী আর বিজিত প্রার্থীদের মধ্যে ভোটের ব্যবধান গড় দেড়/দুই হাজার। নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে ৫,৪৯৪। এই ভোট পেয়েছেন সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী মহিউদ্দিন দেওয়ান। বিপুল সংখ্যক ভোটার নির্বাচনে ভোটদানে অংশ নেননি। -**বাকী অংশ ২৫ পাতায়**

নিউইয়র্কে বাংলাদেশির ওপর হামলায় শ্বেতাঙ্গ তরুণীর বিরুদ্ধে চার্জশিট

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে বাংলাদেশি উবার চালক সোহেল মাহমুদকে (৪৫) মারধরের সাথে মরিচের গুড়া মিশ্রিত পানি নিক্ষেপ এবং ধর্ম ও বর্ণবিদ্বেষমূলক গালি প্রদানের জন্য জেনিফার গীলবোট (২৩) এর বিরুদ্ধে 'হেইট ক্রাইম'র অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সোমবার ম্যানহাটান সুপ্রিম কোর্টে এ অভিযোগ দায়েরের পর শ্বেতাঙ্গ যুবতী -**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

ভোটের লড়াইয়ে ৫ বাংলাদেশি

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে পুনরায় বিজয়ের জন্য লড়ছেন পাঁচ বাংলাদেশি আমেরিকান। তারা হলেন- জর্জিয়া স্টেটের পঞ্চম সিনেট-ডিস্ট্রিক্ট থেকে শেখ রহমান, সপ্তম সিনেট ডিস্ট্রিক্ট থেকে নাবিলা ইসলাম, নিউ হ্যামশায়ার স্টেটের রকিংহাম-২০ থেকে আবুল বি খান, কানেকটিকাট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৪ থেকে মো. মাসুদুর-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

নিউ ইয়র্কের লালন উৎসবে মানুষের ঢল

নিউইয়র্কঃ শনিবার জ্যামাইকার ম্যারি লুইস একাডেমিতে দ্বিতীয় বারের মতো আন্তর্জাতিক লালন ও লোক উৎসবের আয়োজন করে লালন পরিষদ ইউএসএ। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দুপুর ২ টা থেকে শুরু হয়ে অনুষ্ঠান চলে রাত ১১টা পর্যন্ত। এবারের উৎসবে বাংলাদেশ ,ভারত, লন্ডন, ক্যানাডা ও অ্যামেরিকার বিভিন্ন স্টেইট থেকে প্রায় ২০০ শিল্পী ও কলা কুশলী অংশ নেন।

দুপুরে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন কিংবদন্তি শিল্পী নীনা হামিদ। এসময় তাঁর পাশে ছিলেন একাত্তরের কণ্ঠ যোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী,ড.সিদ্দিকুর রহমান.ডা:মাসুদুল হাসান.রাশেদ আহমেদ,মিনহাজ আহমেদ জাবেদ.কমরেড জাকির হোসেন.উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা নুরুন আমিন বাবু,লালন উৎসবের আহবায়ক আব্দুল হামিদ,গোপাল সান্যাল, বীকৃতি বড়ুয়া -**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

৩ নভেম্বর রবিবার জেলহত্যা দিবস

হাকিকুল ইসলাম খোকনঃ ৩ নভেম্বর জেলহত্যা দিবস।১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকান্ডের পর ৩ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী ও ৪ জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এএইচএম কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে এই দিনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর দ্বিতীয় কলঙ্কজনক অধ্যায় এই দিনটি। এই দিনটি স্বরণ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবার এবং অংগ ও সহযোগী সংগঠনসহ অন্যান সংগঠন ৩রা নভেম্বর ২০২৪,রবিবার সন্ধ্যা ৬-০০-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

জাতীয় পার্টির উপজেলা দিবস পালন করেন

নিউইয়র্কঃ গত ২৭ শে অক্টোবর রোজ রবিবার এ্যাষ্টোরিয়া বৈশাখী রেস্টুরেন্ট মিলানায়তনে সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি -**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

বৈষম্যবিরোধী প্রবাসী নাগরিক আন্দোলন রাষ্ট্রপতি চুপ্পুর পদত্যাগ চায়

হাকিকুল ইসলাম খোকন ঃ বৈষম্যবিরোধী প্রবাসী নাগরিক আন্দোলন-ইউএসএ সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন -**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

চট্টগ্রামে শ্রী চিন্ময় প্রভুসহ আরো ১৮জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

শিতাংশু গুহ , নিউইয়র্ক শ্রী চিন্ময় প্রভু ও সাথে আরো ১৮জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয়েছে। মামলার বাদী মো: ফিরোজ খান, ৪৯ চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। বাদীর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। কোতয়ালী থানার মোহাম্মদ ফজলুল কাদের চৌধুরী ৩১শে-**বাকী অংশ ০৯ পাতায়**

www.jonmobhumi.com

Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com